আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যে নারী পতিব্রতা সতী—মা জগজ্জননী শঙ্করী তাকে সর্ব্বদা বুকে করে রক্ষা করেন। নির্ভয়ে তোরা পতিব্রতার ধর্ম্ম আচরণ কর। দশভুজা মা আমার দশ হাতে দশ-প্রহরণ নিয়ে তোদের প্রতিনিয়ত রক্ষা করবেন। জাগ জাগ, জেগে ওঠ মা। সতীধর্ম্মের পূণ্য আলোকে আবার ভারত আলোকিত হোক্।"

"মা মা করবে আর প্রণাম করবে; কিছুদিন কর, দেখবে তিনি আর সর্ব্বনাশিনী কামিনী নন্ জগজ্জননী তোমার ইষ্টদেবী। ভয় নাই, কেবল মা মা কর।"

"যে পুরুষ পরনারীর মুখ দেখতে ও যে নারী পরপুরুষের মুখ দেখতে ভালোবাসে, পরপুরুষকে দেখবার অবসর দেয় ও নিজে ছল করে পরপুরুষের মুখ দেখে তার মহাপাপ হয়। তাদের অধঃপাত অনিবার্য্য, তাদের কেউ রক্ষা করতে পারেনা। ক্রমে উভয়ে আকর্ষিত হ'য়ে নরকে গমন করে। মরে ছাগল হয়, জন্মান্তরে অন্ধ হ'য়ে জন্মায়

১৫শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ | দ্বাদশ সংখ্যা— স্নানযাত্রা
১৬শ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৮৪ | প্রথম সংখ্যা— রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যন্ত্র-সম্পূজক
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকদ্বয়
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ভত্ত্বাবিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যন্ত্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীবিজেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় : —মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭,পি,ডব্লিউ,ডি.রোড, কলি-৩।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র. মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন : ফোন নং ৫৮ ২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

শীতেন বায়ুবেগেন বায়ুর্ব্বাণানিবৌজসা।
চন্দ্রমাঃ সুমহাতেজা দানবানাং মহাচমূম্ ॥১৫৪
তদস্ত্রমভবত্তস্য প্রদিগ্ধং শত্রুশোণিতৈঃ।
পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিপ্লুতঃ পশূন্ ॥ ১৫৫
যুগান্তকোপমঃ শ্রীমান্ দৈত্যেষু ব্যচরদ্ বলী।
আবার্য্য মহতীং সেনাং প্রাদ্রবন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥১৫৬
চন্দ্রং মৃত্যুমিবায়ান্তং দৃষ্ট্বা যোধা বিসিস্মিয়ুঃ।
যতো যতঃ প্রক্ষিপতি শিশিরাস্ত্রঃ তমোঽনুদঃ ॥ ১৫৭
ততস্ততো ব্যশীর্য্যন্ত দৈত্যসৈন্যানি সংযুগে।
ব্যদারয়ৎ স দৈত্যানি স্ববলেনাভিসংবৃতঃ ॥ ১৫৮
প্রসমানমনীকানি ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।
তং তথা ভীমকর্ম্মাণং গৃহীতাস্ত্রং মহাহবে ॥ ১৫৯
দৃষ্ট্বা শশাঙ্কনায়ান্তং দৈত্যাভং চন্দ্র-ভাস্করৌ
তালমাত্রাণি চাপানি কর্ষন্তাবলৌ মহাবলৌ ॥ ১৬০

যেরূপ বায়ুদেব বীর্য বলে বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী চন্দ্র সমস্ত দানবগণকে ও তাহাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে নিজের শীতাস্ত্রে নষ্টপ্রায় করিয়া দিলেন ॥১৫৪

তাঁহার এই অস্ত্র ক্রোধপূর্ব্বক পশুগণকে সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাকের ন্যায় শত্রুগণের রক্তে আপ্লুত হইয়া যাইল ॥ ১৫৫

এই বলশালী ও কান্তিমান্ চন্দ্রদেব যুগান্তকারী কালের ন্যায় দৈত্যগণের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রুতবেগে পলায়মান বিশাল দৈত্য-সৈন্যদিগকে বারংবার প্রতিরোধ করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৬

চন্দ্রকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় আসিতে দেখিয়া সমস্ত যোদ্ধারা বিস্মিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারনাশী চন্দ্রদেব যুদ্ধস্থলে যে যে দিকে শীতাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই সেই দিকের সম্পূর্ণ দৈত্যসৈন্যগণ শীতে অভিভূত হইয়া বরাশায়ী হইতে লাগিল। তিনি বীর বলে সুরক্ষিত হইয়া দৈত্যসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৫৭-১৫৮

সেই মহাসমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী চন্দ্রকে এইভাবে যুদ্ধব্যাপারকারী যমরাজের সদৃশ দৈত্যসৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে এবং দৈত্যের ন্যায় নিজেদের দিকে আসিতে দেখিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যনামধারী দুই মহাবল দৈত্য ধনু আকর্ষণ করত জলবর্ষণকারী দুই খণ্ড মেঘের তুল্য নিজেদের বাণসমূহের বর্ষণে সেই চন্দ্রদেবকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ১৫৯-১৬০

ছাদয়েতাং শরৈশ্চন্দ্রং বৃষ্টিমন্তাবিবাম্বুদৌ।
অথ বিস্ফার্য্যমাণানাং কার্ম্মুকাণাং সুরাসুরৈঃ ॥১৬১
অভবৎ সুমহাশব্দো দিশঃ সংনাদয়ন্নিব।
বিনদদ্ভির্মহানাগৈর্ভৈরবৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ১৬২
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তুমুলঃ সর্ব্বতোঽভবৎ
যুযুৎসবস্তে সংরব্ধা জহৃষুশ্চ যশস্বিনঃ ॥ ১৬৩
অন্যোন্যমভিগর্জ্জন্তো গোষ্ঠেষ্বিব মহাবৃষাঃ
শিরসাং পাত্যমানানাং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১
অসৃগ্বৃষ্টিরিবাকাশে হ্যভবৎ সেনয়োস্তথা।
কুণ্ডলোষ্ণীষবারীণি জাতরূপত্রজাংসি চ ॥ ১৬৫
পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাংসি রণমূর্দ্ধনি।
বিশিখৈর্ম্মর্ম্মবিদ্ভির্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকার্ম্মুকৈঃ ॥ ১৬৬
সহস্তাভরণৈশ্চান্যৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ রুধিরোক্ষিতৈঃ।
কবচৈরাবৃতৈর্গাত্রৈরুরুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥১৬৭

তখনকার দেবতা ও অসুরগণ সকলেই নিজ নিজ ধনু বিস্ফারিত করিতে থাকিলে সেই সব ধনুর অতিশয় প্রচণ্ড টঙ্কার ধ্বনি যেন সমস্ত দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ১৬১

উচ্চ নিনাদকারী বড় বড় হস্তিসকল ও হ্রেষারবকারী অশ্বগণের শব্দে এবং শঙ্খ ও ভেরীসকলের শব্দে সেখানে সর্ব্বদিকে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৬২

জয়াভিলাষী ও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক যশস্বী যোদ্ধারা গোষ্ঠে গর্জ্জনকারী বিশালদেহ বৃষগণের ন্যায় পরস্পর গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ১৬৩

সমরাঙ্গণে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পাতিত যোদ্ধাগণের মস্তকের শব্দ এরূপ মনে হইতেছিল, যেন আকাশ হইতে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে ॥ ১৬৪

যুদ্ধের অগ্রভাগে কুণ্ডল, পাগড়ী ও স্বর্ণহারধারী যোদ্ধাগণের মস্তকসমূহ ভূতলে পতিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ১৬৫

সেখানে সর্ব্বদিকে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সমস্ত রণভূমি যোদ্ধাগণের বাণসমূহে মথিত শরীর, ধনুসহ ছিন্ন বাহু, হস্তভূষণসহ হস্ত, অন্যান্য রক্তরঞ্জিত ছিন্ন অঙ্গ, কবচাবৃত দেহ, চন্দনচর্চ্চিত বহু অবয়ব, তপ্ত সুবর্ণের কুণ্ডলাদি ভূষণসমূহে ভূষিত চন্দ্রোপম মুখ এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মৃতদেহসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ১৬৬-১৬৮

মুখৈশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশৈস্তপ্তকুণ্ডলভূষণৈঃ
গজবাজিমনুষ্যাণাং সর্ব্বগাত্রৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬৮
আসীৎ সর্ব্বা সমাকীর্ণা মুহূর্ত্তেন বসুন্ধরা।
চাপমেঘাশ্চ বিপুলাঃ শস্ত্রবিদ্যুৎপ্রকাশিনঃ।
বাহনানাঞ্চ নির্ঘোষঃ স্তনয়িত্নুসমোঽভবৎ ॥ ১৬৯

সেস্থানে বিশাল ধনুসমূহ মেঘের ন্যায় অস্ত্ররূপী বিদ্যুতে প্রকাশিত হইতেছিল। অশ্ব-রথাদি বাহনসকলের উচ্চ শব্দ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১৬৯

স সম্প্রহারস্তুমুলঃ কটুকঃ শোণিতোদকঃ।
প্রাবর্ত্তত সুরাণাঞ্চ দানবানাঞ্চ সংযুগে ॥ ১৭০

যুদ্ধস্থলে দেবতা ও দানবগণের এই ঘোর সংগ্রাম রক্তরূপী জলের ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে অতিশয় উগ্ররূপ ধারণ করিয়া চলিতেছিল। ১৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দেব-দানবানাং ঘোর-সংগ্রামে বিষ্বক্সেনেন সহ বিরোচনস্য তথাংশদেবেন সহ কুজম্ভস্য যুদ্ধে ভয়ঙ্কর-পরাক্রম-প্রদর্শনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ মহাহবে রৌদ্রে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ববর্ষুঃ শরবর্ষাণি সংরব্ধা দেবদানবাঃ ॥ ১
ব্যাক্রোশন্ত গজাস্তত্র শরঘাতপ্রপীড়িতাঃ।
অশ্বাশ্চ পর্য্যধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥ ২
উৎপত্য নিপতন্ত্যন্যে শরবর্ষপ্রপীড়িতাঃ
দেবানাং দানবানাঞ্চ গজাশ্বরথিনঃ রণে ॥ ৩
সমরে তত্র শূরাণামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
ধনুষাং তলশব্দেন ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪
শরশক্তিগদাভিস্তে খড়্গৈশ্চামিততেজসঃ।
নিজঘ্নুর্নিহতাঁং সেনামন্যোন্যস্য পরন্তপ ॥ ৫
বাহুনামুত্তমাঙ্গানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ সংযুগে।
রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে দেবদৈত্যসমাগমে ॥ ৬
অশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ রথানাঞ্চ বরূথিনাম্
নাস্তং সমধিগচ্ছন্তি নিহতানাং সুরাসুরৈঃ ॥ ৭
গদাভিরসিভিঃ প্রাসৈর্ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
যোধাস্তত্রাভ্যহন্যন্ত হস্ত্যশ্বং চামিতং বহু ॥ ৮

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[দেবতা ও দানবগণের ঘোর সংগ্রামে বিষ্বক্সেনের সহিত বিরোচনের এবং অংশদেবতার সহিত কুজম্ভের যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রদর্শন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই মহাযুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর, তুমুল ও রোমাঞ্চকারী ছিল। ইহাতে দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা অত্যন্ত রোষসহকারে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১

সেস্থানে বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া হস্তিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল এবং যাহাদের আরোহী যোদ্ধা নিহত হইয়াছে, সেই অশ্বগণ দশদিকে সবেগে ধাবিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ২

অস্ত্র বহু অস্ত্র বাণবর্ষণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উপর দিকে লাফ দিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দেবতা ও দানবগণের গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীর যোদ্ধাগণ পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাদের ধনুসকলের গুণের শব্দে এরূপ কোলাহল হইতেছিল যে, অন্য কোনও কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ৩-৪

শত্রুতাপন রাজন্! এই সব অমিততেজস্বী যোদ্ধা বাণ, শক্তি, গদা ও খড়্গের দ্বারা পরস্পরের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৫

দেবতা ও দানবগণের এই সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ছিন্ন বাহু, মস্তক ও ধনুসকলের বহু রাশি দেখা যাইতে লাগিল। ৬

সেস্থানে দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা নিহত অশ্ব, হস্তী, আবরণযুক্ত রথ ও রথী যোদ্ধাদিগের কোনও অন্ত জানা যাইল না। ৭

এই যুদ্ধে গদা, তরবারি, প্রাস ও আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা বহু যোদ্ধা ও অসংখ্য হস্তী অশ্ব নিহত হইয়াছিল। ৮

প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা শোণিতৌঘা তরঙ্গিণী
তদা মধ্যে তু সৈন্যানাং কেশশৈবলশাদ্বলা ॥ ৯
হাহাকারো মহাশব্দো যোধানামভবত্তদা
দানবৈর্হন্যমানানাং ত্রিদশানাং মহারণে ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেষাং তদভবদ্ যুদ্ধং দেবানামসুরৈঃ সহ
বিভীষণং মহারৌদ্রং বিকৃতং ভীমদর্শনম্ ॥ ১১
বিরোচনস্তু তত্রৈব বিষক্সেনং মহাহবে
জঘান রুধিরাভাক্ষং সাধ্যং পরমধন্বিনম্ ॥ ১২
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য বিষক্সেনঃ সুরৈর্বৃতঃ ।
অমেয়াত্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যবিধ্যৎ শুনাস্তরে ॥ ১৩
সাধ্যস্তু বাণাভিহতস্তোত্রাপিত ইব দ্বিপঃ ।
বিরোচনঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেনাগ্নিরিবাধ্বরে ॥ ১৪
স কার্ম্মুকবিনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈর্দানবসত্তমঃ ।
বিষক্সেনং বিভেদাশু দীপ্তৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ১৫

সেই সময় উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে রক্তের ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল। যাহাতে রক্তের স্রোত এবং তরঙ্গ দেখা যাইতেছিল। যোদ্ধাগণের কেশরাশি ইহাতে শৈবাল (শেওলা) ও ঘাসের সমান প্রতীত হইতেছিল ॥ ৯

সেই মহাযুদ্ধে দানবগণের দ্বারা হন্যমান দেবযোদ্ধাদিগের মহাহাহাকার শব্দ সেই সময় সর্ব্বদিক্ হইতে উত্থিত হইতেছিল ॥ ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবগণের অসুরদিগের সহিত অতিশয় ভয়ানক, মহাভয়ঙ্কর, বিকরাল এবং দেখিতেও ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১১

সেখানেই এই মহাসমরে বিরোচন রক্তবর্ণাভ নেত্রবিশিষ্ট উত্তম ধনুর্দ্ধর সাধ্যদেব বিষক্সেনকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল ॥ ১২

দেবগণে পরিবৃত অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সুরশ্রেষ্ঠ বিষক্সেন বিরোচনকে আসিতে দেখিয়া তাহার বক্ষে বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

সাধ্যদেব বিষক্সেনের বাণে আহত বিরোচন অঙ্কুশের প্রহারে ক্রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইল। সে যজ্ঞশালায় প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ সেই রণাঙ্গনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৪

এই দানবশ্রেষ্ঠ বিরোচন নিজের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সাতটি তেজস্বী ও শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বিষক্সেনকে বিদ্ধ করিল ॥ ১৫

সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দানবেন সুরোত্তমঃ ।
মূর্চ্ছামভিজগামাশু ধ্বজং চাপ্যাশ্রয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৬
ততঃ স পুনরুত্থস্থ সাধ্যো যুদ্ধে মনো দধে
বিস্ফার্য্য চ মহাচাপং দৈত্যানাধো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭
বিরোচনস্তু বলবানভ্যধাবত সর্ব্বশঃ ।
ক্ষোভয়ন্ সুরসৈন্যানি দমস্তাদ্রিশিখৈঃ শরৈঃ ॥ ১৮
ততস্তস্যাসুরেন্দ্রস্য যুধ্যমানস্য সংযুগে
ব্রুবতে তুমুলঃ শব্দো জীমূতস্যেব গর্জ্জতঃ ॥ ১৯
জগর্জ্জ চ মহাঘোষো বিনিঘ্নন্ দেবসাধিনীম্ ।
চণ্ডবেগাম্বুবর্ষী চ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্ ॥ ২০
দিশো বিদ্রাবয়ামাস শরবর্ষেণ দানবঃ ।
সর্ব্বসৈন্যানি দেবানামুক্তাস্ত্রো মহাহবে ॥ ২১
তে প্রাদ্রবন্ত বিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তদা ।
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতয়ঃ ॥ ২২

সেই বলবান্ দানবের দ্বারা গুরুতর আঘাত পাইয়া প্রভাবশালী সুরশ্রেষ্ঠ বিষক্সেন সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ধ্বজকে আশ্রয় করিয়া কোনরূপে অবস্থিত হইয়া রহিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া দৈত্যদলের মধ্যে অবস্থান করত সাধ্যদেব বিষক্সেন নিজের বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া যুদ্ধে মনঃসংযোগ করিলেন ॥ ১৭

অন্যদিকে বলবান্ বিরোচন নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে দেবসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সকলের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৮

যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই অসুরশ্রেষ্ঠ বিরোচনের গর্জ্জনকারী মেঘের সদৃশ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১৯

সেই মহাসিংহনাদকারী দৈত্য প্রচণ্ডবেগে প্রচুর বর্ষণকারী বিদ্যুৎসহ মেঘের ন্যায় দেবসৈন্য সংহার করিতে করিতে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২০

সেই মহাযুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত করিয়া দানব বিরোচন নিজের বাণসমূহের বর্ষণে দেবতাদের সমস্ত সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিল ॥ ২১

সেই দেবসৈন্যদের মধ্যে রথীরা রথসমূহ হইতে এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ভূমিতে যে সব পদাতি সৈন্য ছিলেন, তাঁহারাও পলায়ন করিলেন ॥ ২২

শ্রুত্বা কার্ম্মুকনির্ঘোষং বিষ্ফূর্জ্জিতমিবাশনেঃ
সর্ব্বসৈন্যানি ভীতানি নিবার্য্যারন্ত সংযুগে ॥ ২৩
বিরোচনভয়ত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তথা।
পদাতীনাং বধূঃ সঙ্খ্যে যত্র দেবঃ শচীপতিঃ ॥ ২৪
বিষ্বক্সেনস্য সাহায্যে সর্ব্বতঃ ক্রূরমহাবলঃ
পদ্ভিঃ রক্ষঃসহস্রাণি নিজঘান চতুর্দ্দশ ॥ ২৫
অশ্ববৃন্দেষু নাগেষু রথানীকেষু চাক্ষিপুঃ।
পদাতীনাঞ্চ সঙ্ঘেষু বিনিঘ্নন্ প্রভাদৃশ্যত ॥ ২৬
বিতত্য শ্যেনবৎ পক্ষৌ সর্ব্বতঃ স বরূথিনীম্।
ভিত্ত্বা ছিত্ত্বা মহাবাহুঃ শিরাংস্যাজৌ ব্যকৃন্তত ॥ ২৭
সাদিনশ্চ পদাতাংশ্চ হতশেষা রথাস্তথা।
বিষ্বক্সেনেন সহিতা বিরোচনমথাভ্রবন্ ॥ ২৮
তেঽসিচর্ম্মগদাশক্তিপরিঘপ্রাসতোমরৈঃ।
তমেকমভ্যধাবন্ত সিংহনাদং প্রচক্রিরে ॥ ২৯

ততঃ সোঽসিং সমুদ্যম্য জঘন্যায় দানবঃ।
চকর্ত্ত রথিনামাজৌ শিরাংসি চ ধনূংষি চ ॥ ৩০
রথনাগাশ্ববৃন্দেষু বলবানরিসূদনঃ
বিরোচনশ্চরন্মার্গান্ প্রকারানেকবিংশতিম্ ॥ ৩১
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং প্লুতম্।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস দানবঃ ॥ ৩২
কেচিদ্ বরাসিনা রুগ্না দানবেন মহাত্মনা।
বিনেদুশ্ছিন্নবর্ম্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ॥ ৩৩
ছিন্নপৃষ্ঠা হতারোহা দানবেন মহাত্মনা।
বিদ্রুতাঃ স্বাঙ্গনীকানি ভগ্নস্ত্রিদশবারণাঃ ॥ ৩৪
নিপেতুরুর্ব্ব্যামাকাশে নিকৃত্তা দৃঢ়ধন্বিনা।
বিবিধাস্তোমরাশ্চাপা মহামাত্রশিরাংসি চ ॥ ৩৫
প্রভীপমাহরন্নাগানস্বাংশ্চ দৃঢ়বিক্রমান্।
চকর্ত্ত রথিনঃ কাংশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাবলঃ।

বজ্রের ন্যায় শব্দের ন্যায় তাহার ধনুর টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবসৈন্য ভীত হইয়া যুদ্ধস্থলে লুকাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

বিরোচনের ভয়ে ভীত হইয়া রথীরা রথসমূহ হইতে নামিয়া পদাতি সৈন্যদের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে স্থানে চলিয়া যাইলেন, যেস্থানে শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র বিরাজমান ছিলেন ॥ ২৪

সাহায্যের বিষ্বক্সেনের চারিদিকে যে চৌদ্দহাজার রাক্ষস (ইহারা কুবেরের সৈন্য ছিল এবং দেবপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল) ছিল, ইহাদের সকলকেই মহাবল বিরোচন পাদপ্রহারেই বধ করিল ॥ ২৫

শত্রুদিগকে পরাজিতকারী বিরোচনকে দেবতাদের অশ্ব, হস্তী ও রথ সৈন্যদল এবং পদাতি সৈন্যদলের মধ্যেও সংহার সৃষ্টি করিতে করিতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ২৬

এই মহাবাহু বীর পক্ষ বিস্তার করিয়া আক্রমণকারী বাজপক্ষীর ন্যায় দেবসৈন্যবাহিনীকে সর্ব্বদিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যুদ্ধে যোদ্ধাগণের মস্তকসকল ছেদন করিতে লাগিল ॥ ২৭

হতাবশিষ্ট অশ্বারোহী, পদাতি ও রথী সৈন্যগণ বিষ্বক্সেনের সহিত বিরোচনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮

ইহারা ঢাল, তরবারি, গদা, শক্তি, পরিঘ, প্রাস ও তোমর লইয়া সেই একাকী বিরোচনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

কিন্তু সেই দানব বিরোচন উত্তম বেগ অবলম্বন করিয়া তরবারি উত্তোলন করত যুদ্ধস্থলে শত্রুপক্ষের রথী যোদ্ধাদের মস্তক ও ধনু ছেদন করিতে লাগিল ॥ ৩০

বলবান্ শত্রুসূদন বিরোচন রথ, হস্তী ও অশ্বগণের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণাদি এরূপ প্রকার অসিযুদ্ধের কৌশল দেখাইতে লাগিল। (বিষ্ণুপর্ব্বের ১১৯ অধ্যায়ের ১২২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ভ্রান্ত প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।) ॥ ৩১-৩২

এই মহাত্মা দানব বিরোচন কত সৈন্যকে নিজের উত্তম অসির দ্বারা আঘাত করিল, তাহাদের কতকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল, সেইজন্য তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

এই মহাত্মা (বা বিশালদেহ) দৈত্য বিরোচন দেবতাদের হস্তিগণের পৃষ্ঠভাগ ছেদন করিল এবং তাহাদের আরোহী যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিল, তখন সেই সব হস্তী পলায়ন করিতে করিতে নিজেদেরই সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়া দিল ॥ ৩৪

যুদ্ধে ধনু ধারণকারী সেই দানব বীর নানাপ্রকার তোমর ও ধনুসকল এবং মাহুতগণের মস্তকসমূহ আকাশেই ছেদন করিল। সেই সব ছিন্ন তোমরাদি ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৫

মহাবল দানব বিরোচন যুদ্ধে পরাক্রমশালী হস্তী ও অশ্বগণকে-

পৃতাংশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন রথানপি চ দানবঃ ॥ ৩৬
মুহুরুৎপততো দিক্ষু ধাবতশ্চ যশস্বিনঃ।
মার্গাংশ্চরতি বৈ চিত্রান্ ব্যায়তস্তত্ততোঽসুরাঃ ॥ ৩৭
নিজঘান পদা কাংশ্চিদংক্ষিপ্যাস্যানপোথয়ৎ।
খড়্গেন চাস্যাংশ্চিচ্ছেদ নাদেনাস্যাংশ্চ ভীষয়ন্ ॥ ৩৮
উরুভস্তৃগৃহীতাংশ্চ নিপাতয়্যাপরে ভুবি।
অপরে দৈত্যমালোক্য ভয়াৎ প্রাণানবাসৃজন্ ॥ ৩৯
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে যুদ্ধে মহতি দারুণে
রথৌঘগজপত্তীনাং ক্ষয়কাঙ্ক্ষে মহাক্ষয়ে ॥ ৪০
কৃষ্ণস্তো দানবশ্রেষ্ঠো শ্রুংক্ষুমাদিতামাহবে।
ঘোষয়ামাস সমরে বৃষঃ প্রতিবৃষং যথা ॥ ৪১
জ্বলনাচলসঙ্কাশো মন্দরাগ্রবিক্রমঃ
স্ফুরদ্ভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণশরৈর্বহুভিরাশুগৈঃ ॥ ৪২

দেবসৈন্যসহস্রাণি সরথানি মহাহবে
তস্য বাণপথং প্রাপ্য নাভাবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩
প্রাণেষ্টঃ সর্ব্বভূতানি বহুবৃত্তিনিরা দিশঃ।
দেবানামভবঃ ক্রূরঃ প্রত্যপদ্যত দারুণঃ ॥ ৪৪
অংশস্য দানবেন্দ্রস্য জ্বলনোপমবিক্রমঃ।
অনীকং দশসাহস্রং কৃষ্ণরাণাং তরস্বিনাম ॥ ৪৫
আপাতন্তং গজানীকং কৃষ্ণস্তো বীক্ষ্য দানবঃ
গদাপাণিরবারোহদ্ রথোপস্থাদরিন্দমঃ ॥ ৪৬
অদিসারময়ীং গুর্ব্বীং প্রগৃহ্য সুমহতীং গদাম্
ব্যস্তাস্যদগজানীকং বাদিত্রাস্য ইবাসুরঃ ॥ ৪৭
স গজান্ গদয়া নিঘ্নন্ বাহয়ৎ সমরে বলী
কৃষ্ণস্তো দানবশ্রেষ্ঠো গদাপাণির্বলাধিকঃ ॥ ৪৮
বিশীর্ণদন্তাংশ্চ সৃণি ভিন্নকুম্ভাংশ্চ দারুণান
অকরোদ্দানবশ্রেষ্ঠ উল্কিল্যোদ্দিল্য তান্ বলী ॥ ৪৯

ও শিরসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কত রথী যোদ্ধাকে ধরিয়া তরবারি দ্বারা ছেদন করিল এবং সারথি ও রথসকলকেও খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিল। ৩৬

সমস্ত দিক্‌সমূহে বারংবার লম্ফপ্রদান করিতে করিতে অথবা (উড়িয়া যাইতে যাইতে) এবং ধাবিত হইতে হইতে যুদ্ধকারী রথী বীরগণকেও এই দৈত্য নিজের তরবারির দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। সে এরূপ বিচিত্র মার্গে চলিতেছিল অর্থাৎ এরূপ বিচিত্র পদ্ধতিতে অসিযুদ্ধের নৈপুণ্য দেখাইতেছিল যে, তাহাতে অসুরগণও বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাইল। ৩৭

এই দৈত্য বিরোচন কত যোদ্ধাকে নিজের পদাঘাতেই বধ করিল, অন্য বহু যোদ্ধাকে উপরে উত্তোলন করত ঘুরাইয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করত পেষিত করিয়া দিল, অন্য কত যোদ্ধাকে খড়্গের দ্বারা ছেদন করিল এবং অন্য বহু যোদ্ধাকে আবার নিজের ভীষণ সিংহনাদে ভীত করিয়া তুলিল। ৩৮

কত যোদ্ধার জঙ্ঘা ছিন্ন হইয়া যাইল এবং তাহারা ভূতলে পতিত হইল। অন্য বহু যোদ্ধা আবার এই দৈত্য বিরোচনকে দেখিয়াই ভয়ে প্রাণত্যাগ করিল। ৩৯

রথসমূহ, হস্তী ও পদাতি যোদ্ধাগণের এবং দেবগণের বিনাশকর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন দানব কৃষ্ণস্তো যুদ্ধস্থলে আসিয়া অংশনামক আদিত্যের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, যেরূপ এক বৃষ নিজের বিরোধী বৃষের সহিত সংঘর্ষ করিতে থাকে। ৪০-৪১

পর্ব্বত-সদৃশ বিশালদেহ ও মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী কৃষ্ণস্তো প্রদীপ্ত, শাণিত, বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী ও তীক্ষ্ণ নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই মহাসমরে দেবসেনাদের সহস্র যোদ্ধাকে রথসহ সংহার করিল। ৪২-৪৩

তাহার বাণের পথ প্রাপ্ত হইয়া কেহই অবস্থান করিতে পারিল না। সকল প্রাণীই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং দিক্‌সমূহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। এই সমস্ত দেবগণ অতিশয় কাতর ও ভীষণ পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। ৪৪-৪৫

উক্ত পরাক্রমশালী অংশ দানবরাজ কৃষ্ণস্তোর দশ হাজার বেগশালী হস্তিগণের দৈন্য-বাহিনীকে বিনাশ করিলেন। ৪৬

দেবগণের গজসৈন্যকে নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া শত্রুমর্দনকারী দানব কৃষ্ণস্তো হস্তে গদা লইয়া রথের আসন হইতে নামিয়া পড়িল। ৪৬

পর্ব্বতের সারভূত লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, ভারী ও বিশাল গদা হস্তে লইয়া কৃষ্ণস্তো মৃত্যুপ্রদানকারী কালের ন্যায় দেবগণের গজসৈন্যের দিকে ধাবিত হইল। ৪৭

দানবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণস্তো অধিক বলশালী ছিল। এই গদাধারী বলবান্ বীর গদার আঘাতে হস্তীদিগকে বধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিল। ৪৮

বলবান্ দানবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণস্তো উল্কেদ্য করিয়া করিয়া (নাচ লইয়া লইয়া) বহু ভয়ঙ্কর গজরাজগণের দন্ত উৎপাটিত করিল এবং কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল। ৪৯

বিশীর্ণদন্তা বহবো ভিন্নকুম্ভাস্তথাপরে
কুজম্ভেনার্দ্দিতা নাগা বাহুবস্তু দিশো দশ ॥ ৫০
কুজম্ভস্য চ যেঽমাত্যা দানবা ঘোরবিক্রমাঃ।
নানাচৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈরপাতয়ন্নজয়োধিনঃ ॥ ৫১
ক্ষুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্ভল্লৈশ্চ পাতৈরঞ্জলিকৈঃ শিতৈঃ
ছিত্ত্বেন চোত্তমাঙ্গানি কুজম্ভো দানবোত্তমঃ ॥ ৫২
শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিস্তু গহনং প্রত্যপদ্যত
অম্বুবৃষ্টিরিবাকাশে বাহুভিশ্চ সহাসুরৈঃ ॥ ৫৩
কৃত্তোত্তমাঙ্গাঃ স্কন্ধেষু গজানাং গজযোধিনঃ
অদৃশ্যন্ত মহারাজ তালা বিশিরসো যথা ॥ ৫৪
আপতন্তং মহানাগমংশস্থাসুরসত্তমঃ।
তথানৈকমুখা ক্রুদ্ধস্ততঃ স বিমুখোঽভবৎ ॥ ৫৫
বিগাহ্যৈবং গজানীকং কুজম্ভো দানবোত্তমঃ।
বিনিঘ্নন্ প্রবরান্ সৈন্যান্ গদয়া বলিনাং বরঃ ॥ ৫৬

একপ্রহারাভিহতান্ কুজম্ভেন মহাগজান্।
অপশ্যন্ত সুরাঃ সর্বে পর্ব্বতানিব পাতিতান্ ॥ ৫৭
কুজম্ভস্য চ মার্গেষু বিশীর্ণাস্তে মহাগজাঃ।
বজ্রাহতা ইবেন্দ্রেণ বিশীর্ণা ইব পর্ব্বতাঃ ॥ ৫৮
অপশ্যংস্ত্রিদশাঃ সর্বে মূর্ত্তিমন্তমিবান্তকম্।
গজা যথা বাদীর্য্যন্ত সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ৫৯
স বভৌ তাং গদাং বিভ্রৎ প্রোক্ষিতাং গজশোণিতৈঃ।
ব্যাদিতাস্যোঽনদৎ ক্রুদ্ধো রৌদ্ররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬০
যথা হি ভগবান্ রুদ্রঃ প্রজানাং সংক্ষয়ে পুরা।
বিক্রীড়মানো গদয়া রণমধ্যে মহাসুরঃ ॥ ৬১
গোপাল ইব দণ্ডেন কালয়ন্ স মহাগজান্।
ক্রুদ্ধং কালমিবাকালে দণ্ডমুদ্যম্য দানবম্।
অপশ্যন্ত সুরাঃ সর্বে কুজম্ভং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৬২
হন্তারোহাস্তু তত্রাস্তে প্রভিন্না বারণোত্তমাঃ।
তে হন্যমানা গদয়া বাণৈশ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ ॥ ৬৩

কুজম্ভের দ্বারা পীড়িত হইয়া ভগ্নদন্ত ও বিশীর্ণ কুম্ভস্থলবিশিষ্ট অন্য বহু হস্তী দশদিকে পলায়ন করিল। ৫০

কুজম্ভের যে সব মন্ত্রী ছিল, সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানবগণ নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা গজারোহী যোদ্ধাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। ৫১

দানবরাজ কুজম্ভ ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল, পাত ও তীক্ষ্ণ অঞ্জলিক-নামক বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের হস্তিগণের মস্তকসকল ছেদন করিল। ৫২

অঙ্কুশসহ হস্তিগণের বহুসংখ্যক মস্তক পতিত হইলে পর সারা আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। সেই সময় এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন আকাশে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে। ৫৩

মহারাজ জনমেজয়! হস্তিগণের স্কন্ধে উপবিষ্ট গজারোহী যোদ্ধাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহারা মস্তকরহিত তালবৃক্ষসকলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ৫৪

অন্যের এক বিশাল গজরাজকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ কুজম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বাণ প্রহার করিল, ইহাতে সেই গজরাজ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া গেল। ৫৫

এইভাবে হস্তিগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানবপ্রবর কুজম্ভ গদার দ্বারা সেই সৈন্যের প্রধান প্রধান গজরাজদিগকে বধ করিতে করিতে সেস্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। ৫৬

কুজম্ভের মাত্র এক প্রহারেই নিহত হইয়া গজরাজগণকে সমস্ত দেবতারা পতিত পর্ব্বতসকলের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ৫৭

কুজম্ভের নানাপ্রকার যুদ্ধপথে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত গজরাজগণ বজ্রের দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ পর্ব্বতসকলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ৫৮

সমস্ত দেবগণ এই সময় কুজম্ভকে মূর্ত্তিমান্ কালের সদৃশ দেখিতে (মনে করিতে) লাগিলেন। যেরূপ সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া বনের অন্য পশুগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ কুজম্ভকে দেখিয়া গজসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ৫৯

হস্তিগণের রক্তে রঞ্জিত সেই গদাকে ধারণ করিয়া উগ্ররূপধারী ভয়ানক দৈত্য কুজম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ বিস্তার করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৬০

যেরূপ পুরাকালে প্রজাগণের সংহারের সময় রুষিত হইয়া ভগবান্ রুদ্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে মহাসুর কুজম্ভ গদার দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৬১

যেরূপ গোচারণকারী গোপালেরা দণ্ডের দ্বারা গোগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ এই কুজম্ভ গদার দ্বারা গজরাজগণকে তাড়াইয়া দিল। সেই সময় সমস্ত দেবগণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানব কুজম্ভকে অসময়ে রুষিত হইয়া কালদণ্ড উত্তোলনকারী কালের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ৬২

যাহাদের আরোহী যোদ্ধা নিহত হইয়াছিল, সেইরূপ অন্য বহু মদবর্ষী গজরাজ কুজম্ভের গদার আঘাতে আহত ও বাণসমূহে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ৬৩

অনন্তরন্তু কৃষ্ণস্য গদাবেগং মহাহবে।
স্বাস্তনীকানি মৃদ্নন্তঃ প্রাদ্রবন্ত মহাগজাঃ ॥ ৬৪
মহাবাত ইবাভ্রাণি সিধমন্ গদয়া গজান্

অতিষ্ঠৎ সমরে দৈত্যঃ কালঃ সংবর্ত্তকো যথা ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৃষ্ণস্যোৎকর্ষবর্ণনে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

এই মহাযুদ্ধে কৃষ্ণের গদার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গজরাজগণ নিজেদেরই সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে ভয়ে পলাইয়া যাইল ॥ ৬৪

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ গদার আঘাতে গজরাজগণকে বিধ্বংস করিতে করিতে এই দৈত্য কৃষ্ণ সমরাঙ্গণে সংহারকারী কালের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামে কৃষ্ণের উৎকর্ষবর্ণন-বিষয়ক ষট্-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবাসুরসংগ্রামে কৃষ্ণস্য, অসিলোম্ন, বৃত্রাসুরস্য চোৎকর্ষবর্ণনম্ তথা হরেরশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য চ পরাজয়কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সর্ব্বাণি সৈন্যানি দেবরাজস্য শাসনাৎ।
অভ্যাদ্রবন্ত দিতিজান্ রথস্থো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১
তং বলৌঘমপর্য্যন্তং দেবানাং সুদুরাসদম্।
রথনাগাশ্বকলিলং শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনম্ ॥ ২
আপতন্তং সুদুষ্পারং রজসা সর্ব্বতো বৃতম্।
সৈন্যসাগরসংক্ষোভাং বেলেব মকরালয়ম্ ॥ ৩
তদাশ্চর্য্যমপশ্যন্তু অভ্রন্ধ্রেরিবাদ্ভুতম্।
উদীর্ণাং পৃতনাং সর্ব্বাং সাশ্বাং সরথকুঞ্জরাম্ ॥ ৪

আবার্য্য সমরেঽতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্তত্তরসা বলী।
সৈন্যার্ণবং দেবতানাং গিরির্মেরুরিবাচলঃ ॥৫
অনীকিনীং কৃষ্ণস্তন্তু গদয়া স ন্যবারয়ৎ।
সা তথা বারিতা সেনা বিহ্বলাভূন্নিরুদ্যমা ॥ ৬
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে সম্প্রহারে সুদারুণে।
অসিলোমা তু বলবান্ দানবো দানবাধিপঃ ॥ ৭
দেবসৈন্যস্য সর্ব্বস্য ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ
তপত্যর্ক ইবাদোষঃ সুরসৈন্যানি সংযুগে ॥ ৮

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবাসুর-সংগ্রামে কৃষ্ণস্য, অসিলোম্নো ও বৃত্রাসুরস্য উৎকর্ষ বর্ণন এবং হরি ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পরাজয়কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় সমস্ত দেবসৈন্যগণ ভৈরব রবে গর্জন করিতে করিতে দৈত্যদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

দেবতাদের এই সৈন্যসমুদায় অনন্ত এবং অত্যন্ত দুর্জ্জয় ছিল। এই বাহিনীতে রথ, হস্তী ও অশ্ব পূর্ণ ছিল। শঙ্খ ও দুন্দুভি-সমূহের গম্ভীর শব্দ দেহাদিকে মুখরিত করিয়া বাহিরাছিল। উহা দুরতিক্রমণীয় ছিল। উহা ধূলিতে সর্ব্বদিকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই অক্ষোভ্য সৈন্যসাগর আশ্চর্য্যময়, অবিষহনীয় ও অদ্ভুত প্রতীত হইতেছিল। দৈত্যগণ আক্রমণকারী এই সৈন্যদিগকে দেখিল এবং যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে, সেইরূপ উহাদিগকে রুদ্ধ করিল ॥ ২-৩;

অস্ত্র, রথ ও হস্তিগণের সহিত অগ্রসরমাণ সেই সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে সমেগে রুদ্ধ করিয়া বলবান্ কৃষ্ণ সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিল। দেবতাদের সৈন্যসমুদ্রকে রুদ্ধ করিবার জন্য যে মেরুপর্ব্বতের সমান অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিল ॥ ৪-৫

কৃষ্ণ নিজের গদার দ্বারা এই সৈন্যবাহিনীকে নিবারণ করিল। এইভাবে নিবারিতা হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী বিহ্বল ও উদ্যোগশূন্যা হইয়া যাইল ॥ ৬

এই অতি নিদারুণ সংগ্রাম যখন এইরূপে চলিতেছিল, তখন শত্রুকুলনাশন বলবান্ দানবরাজ অসিলোমা সমস্ত দেব-সৈন্যের পক্ষে ধূমকেতুনামক উৎপাতগ্রহের সমান উদিত হইল। যেরূপ অদোষ সূর্য্য সকলকে তাপদান করেন, সেইরূপ এই অসিলোমা যুদ্ধস্থলে দেবসৈন্যাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিল ॥ ৭-৮

সহস্ররশ্মিপ্রতিমো দানবস্য রথোত্তমঃ।
শরৈর্মেঘ ইবাবর্ষদ্দেবানীকং প্রতাপবান্ ॥ ৯
শরৌঘরশ্মিভির্দীপ্তঃ প্রতপ্তো ঘোরবিক্রমঃ।
রৌদ্রঃ ক্রূরো দুরাধর্ষো দুরাপো অজিনীমুখে ॥ ১০
যুধ্যতে দৈবতৈঃ সার্দ্ধং গ্রসমান ইব প্রভুঃ।
উগ্রেষুরুগ্রধন্বা সমারুরুহ মহাগজম্ ॥ ১১
সুরাণামুত্তমাঙ্গানি প্রচিনোতি মহাবলঃ।
গ্রসন্ দৈবতসৈন্যানি শরব্যাঘ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২
অসিজিহ্বশ্চক্রদন্তশ্চাপবাস্তানলোঽসুরঃ
পরশ্বধনখঃ শ্রীমান্ মৃদঙ্গাপূরিতস্বনিঃ ॥ ১৩
তিষ্ঠতে দানবশ্রেষ্ঠঃ সংযুগে ব্যাত্তবদ্ বলী।
যৌবনীঘোষতনয়িত্নুঃ পৃষৎকঃ প্রথিতো মহান্ ॥ ১৪

এই দানবের উত্তম রথ সূর্য্যের সমান তেজস্বী ছিল। এই প্রতাপশালী দৈত্য জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দেবসৈন্যদের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। ৯

এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানব বাণসমূহরূপী প্রদীপ্ত কিরণাবলির দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিল। এই দানব রৌদ্র (ভয়ঙ্কর), ক্রূর, দুর্ধর্ষ ও দুর্জয় ছিল। সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে অবস্থান হইয়া এই প্রতাপশালী দৈত্য দেবগণের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, যেন সে সকলকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ১০।

ইহার বাণ ভয়ঙ্কর ছিল এবং ইহার মুখও অতিশয় উগ্র ছিল। এই মহাবল দানব এক বিশাল গজরাজের উপর আরোহণ করত দেবগণের মস্তকসমূহ চয়ন (কর্ত্তন) করিতেছিল। ১১।

দেবসৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে করিতে অবস্থিত এই প্রতাপশালী দৈত্যের বাণই ছিল দন্ত। তরবারি তাহার জিহ্বা, চক্র তাহার হস্ত ধনু তাহার ব্যাদানকারী মুখ, পরশ্বধ (কুড়ুল) নখ এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্যসমূহের ধ্বনি তাহার গর্জন ছিল। এইরূপ এই বলবান্ দানবশ্রেষ্ঠ প্রথিতযশা সেই যুদ্ধস্থলে ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিল। ১২-১৩।

এই দানব দ্বিতীয় মহামেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ধনুর গুণের টঙ্কার ধ্বনি ইহার গর্জন ছিল। মুখনিঃসৃত বাণসমূহ তাহার দ্বারা বর্ষিত হইয়া জলের বিশাল বিন্দুস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার ধনুই ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুৎসমূহও ছিল। ১৪।

ধনুর্বিস্ফারসংশব্দশ্চাপো মহাম্বেব ইবাপরঃ।
ইষুস্রোতোগণো ঘোরো বাহুগ্রাহো দুরাসদঃ ॥ ১৫
কার্ম্মুকোন্মিতরঙ্গৌঘো বাণাবর্ত্তমহাহ্রদঃ।
গদাসিমকরো রৌদ্রো জ্যাবেলঃ শিক্ষয়োদ্ধতঃ ॥ ১
পদাতিমীনঃ সুমহান্ গজিতোৎকৃষ্টঘোষবান্।
হয়ান্ গজান্ পদাতীংশ্চ রথাংশ্চ সহসা বহূন্ ॥ ১৭
ক্ষমজ্জয়ত সমরে পরবীরান্ধকারখান্।
আত্মাবয়ৎ স দেবৌঘান্ দারুণো দানবেশ্বরঃ ॥ ১৮
প্রাবর্ত্তত যুধি শ্রীমান্ যুধি শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ
অপশ্যাত্রিদশাঃ সর্ব্বে তুল্যজাতূনদপ্রভম্ ॥
সন্নদ্ধঃ তত্র যুধ্যন্তং অনন্তমিব পাবকম্
মধ্যাহ্নিনগতং সূর্য্যং অনন্তমিব তেজসা ॥ ২০

যাহার মধ্যে বাণাদি অস্ত্রসকলের প্রয়োগ হইতেছিল, এই সংগ্রাম এক ভয়ঙ্কর সমুদ্রের সমান হইয়া যাইল। বাহুসমূহ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ছিল। ইহা দুরতিক্রমণীয় ছিল। ধনুসকলই এই সাগরের ঢেউ বড় ভয়ঙ্কসমূহ ছিল। বাণসমূহের যে আবর্ত্তন, ইহাই সেখানে দুর্দীপূর্ণ মহাহ্রদ-স্বরূপ হইয়াছিল। গদা ও তরবারিসমূহ ইহার মকর ছিল। ইহা দেখিতে অতিশয় রৌদ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধনুর গুণই এই সমুদ্রের বেলা (তীরভূমি) ছিল। শিক্ষারূপী বায়ুর বেগে ইহাতে যেন জোয়ার উঠিতেছিল। এই অতি বিশাল রণসাগর যোদ্ধাগণের গর্জন ও চীৎকারে কোলাহলে সর্ব্বদা মুখর ছিল। ১৫-১৬।

এই দারুণ দানবরাজ অঙ্গিরোমা শত্রুপক্ষের মহারথী বীরগণকে এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও বহুসংখ্যক রথসকলকে এবং বহু দেবতাকেও সহসা সেই সমরসাগরে নিমজ্জিত ও আত্মাবিত করিয়া দিল। ১৭-১৮

এই তেজস্বী দানব অঙ্গিরোমা যুদ্ধে স্থির এবং যুদ্ধস্থলে এক শ্রেষ্ঠ বীর ছিল। সে নিরন্তর যুদ্ধ করিতেছিল। সমস্ত দেবগণ দেখিলেন যে, ইহার অঙ্গকান্তি তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে এবং কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। ১৯।

এই দানব বীর তেজে দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল। তখন সমস্ত প্রাণীই ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। ২০।

ন শেকুঃ সর্ব্বভূতানি দানবং প্রসমীক্ষিতুম্ ।
যথা গ্রীষ্মান্তে দহেৎ কক্ষং হুতাশনঃ ॥ ২১

তথা সুরবরান্ দৈত্যো দহতি স্ম সুতেজসা ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ বলং মর্দ্দতি দারুণম্ ॥ ২২

বিক্রান্তমভবৎ সর্ব্বমাকুলঞ্চ সমন্ততঃ ।
শূরাশ্চ তে বলোদগ্রা হন্তাশ্বরথধূর্গতাঃ ॥ ২৩

আর্য্যাং বুদ্ধিং সমাস্থায় ন ত্যজন্তি মহারণম্ ।
তদ্যুৎপিঞ্জলকং যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥ ২৪

দেব-দানবয়োঃ সঙ্ঘো রুধিরস্রাবকর্দ্দমম্
ন দিশঃ প্রত্যজানন্ত তদগ্রাহনিপীড়িতাঃ ।
শস্ত্রপাতাংশ্চ বিবিধান্ দানবানাং মহারণে ॥২৫

অন্যোন্যং মূঢ়চিত্তাস্তে নিজঘ্নুর্ব্যাকুলীকৃতাঃ
স্বান্ পরান্নাভিজানন্তি বিমূঢ়াঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ২৬

শিরোরুহেষু সংগৃহ্য কস্চিচ্ছস্ত্রস্য সংযুগে ।
শূরশ্ছিনত্তি মূর্দ্ধানং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননম্ ॥ ২৭

বাহুভির্মুষ্টিভিশ্চৈব বজ্রকল্পৈঃ সুরাসুরৈঃ
প্রহরন্তি রণে বীরা আত্তশস্ত্রাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৮

ঘোরপ্রাণহরে রৌদ্রে স্বর্গদ্বারেঽনপাবৃতে ।
সকুলে তুমুলে যুদ্ধে বর্ত্তমানে মহাভয়ে ॥ ২৯

হয়ো হয়ং গজো নাগং ধীরো বীরং মহাহবে ।
অভ্যভবজ্জিঘাংসন্তো ত্বসমঞ্জসমাহবে ॥ ৩০

অসুরাশ্চ সুরাশ্চৈব বিক্রমাঢ্যা মহারথাঃ
জুহুবুঃ সমরে প্রাণাংস্ত্রিদশাসুরবৃন্দকম্ ॥ ৩১

মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকার্ম্মুকাঃ
হস্তৈঃ পাদৈশ্চ যুধ্যন্তে দানবাস্ত্রিদশৈঃ সহ ॥ ৩২

হরিস্তু নিশিতং ভল্লং প্রেষয়ামাস সংযুগে
স তস্য ধনুষঃ কোটিং ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ৩৩

যেরূপ গ্রীষ্মকালে বর্দ্ধিত ও শুষ্ক তৃণগুল্মকে অগ্নি সত্বর দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দৈত্য নিজ তেজে শ্রেষ্ঠ দেবগণকেও দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২১;

দেবতা ও দানবদিগের সৈন্যবাহিনী অভিলষ্ট ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই সব সৈন্য পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য যেন পরস্পরের উপর আক্রান্ত হইয়া যাইল এবং ইহাতে পরস্পর ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ২২;

এই সব সৈন্যগণ প্রচণ্ড বলশালী ও সৌর্য্যশালী বীর ছিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের উপর উপবিষ্ট এই উভয় পক্ষের বীরগণ উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সেই মহাসমর ত্যাগ করিয়া যাইল না ॥ ২৩;

দেব ও দানব-জাতির এই যুদ্ধ মর্য্যাদাহীন ও রোমাঞ্চকারী ছিল। এই যুদ্ধস্থলে অধিক রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় চারিদিক্ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৪;

এই মহাসমরে ভয়রূপী গ্রাহে পীড়িত হইয়া দেবসৈন্যগণ না দিক্‌সমূহ জানিতে পারিতেছিলেন এবং দানবগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহের গতিও না বুঝিতে পারিতেছিলেন ॥ ২৫

ইহাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ইহারা হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করত ব্যাকুল হইয়া নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। ইহারা তখন এরূপ বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপক্ষ ও পরপক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই জ্ঞান ছিল না ॥ ২৬

কোন শূরবীর যুদ্ধস্থলে অন্য বীর যোদ্ধার কেশগুচ্ছ ধারণ করত তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। সেই যোদ্ধার মুখ তখন দন্তসমূহের দ্বারা ওষ্ঠ দংশিত ছিল ॥ ২৭

অস্ত্রধারী বীরগণ রণাঙ্গনে পরস্পরকে বাহুর দ্বারা ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

এই বর্ত্তমান মহাভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ উভয়পক্ষের যোদ্ধাগণের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। এই মহাভয়ানক যুদ্ধ যোদ্ধাগণের প্রাণ হরণকারী ছিল এবং তাঁহাদের পক্ষে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই মহাযুদ্ধে অশ্ব অশ্বকে (অশ্বারোহী অশ্বারোহীকে), হস্তী হস্তীকে (হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীকে) এবং পদাতি বীর পদাতি বীর যোদ্ধাকে আক্রমণ করিল। ইহারা সকলে পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মর্য্যাদাহীনভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৯-৩০

বল-পরাক্রমশালী মহারথী দেবতা অসুরগণ পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন এবং সমরাগ্নিতে প্রাণকে আহুতি দিতে লাগিলেন ॥ ৩১

যাহাদের রথ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ও ধনু ছিন্ন হইয়াছিল, সেই কবচ-রহিত দানবগণ উন্মুক্তকেশে দেবতাদিগের সহিত কেবল হস্ত ও পদের দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩২

এই সময় হরি (দেববিশেষ, বিষ্ণু নন) যুদ্ধস্থলে অসি-লোমার উপর এক তীক্ষ্ণধার ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। এই ভল্ল

পুনশ্চাপি পৃষৎকানাং শতানি নতপর্ব্বণাম্
প্রাহিণোৎ সহসা তস্য দানবেন্দ্রস্য সংযুগে ॥৩৫
তস্য দেহে বিমুক্তাস্তে মারুতেন সমীরিতাঃ
মগ্নাঙ্গকায়া বিবিশুঃ পন্নগা ইব পর্ব্বতে ॥ ৩৫
স তৈর্নিপতিতৈর্গাত্রৈঃ ক্ষরদ্ভিরসৃগাবলীঃ।
বভৌ দৈত্যো মহাবাহুর্মেরুর্ধাতুমিবোৎসৃজন্
পুনশ্চাপি পৃষৎকানাং শতানি নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৩৬
ততোঽসিলোমা সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্যাজগবং ধনুঃ।
রুক্মপুঙ্খাংশ্চ নিশিতান্ প্রেষয়ামাস সায়কান্ ॥ ৩৭
তৈস্তু মর্ম্মসু বিব্যাধ সর্পানলবিষোপমৈঃ।
গাত্রং সংছাদয়ামাস মহাভৈরিব পর্ব্বতম্ ॥ ৩৮
ভূয়ঃ সন্ধায় চ শরং মুমোচান্তকসন্নিভম্।
সুপুঙ্খং সূর্য্যসঙ্কাশং বাণমপ্রতিমং রণে ॥ ৩৯
তেন বাণপ্রহারেণ সংযুগে ভীমকর্ম্মণা
মুমোহ সহসা দেবো ভূমৌ চাপি পপাত হ ॥ ৪০
ততো হাহাকৃতাঃ সর্ব্বে দেবে ভূতলমাশ্রিতে
ননৃতুঃ সমেধমাবিষ্টং যথার্কপতনং তথা ॥ ৪১
পরিবারং তু সমরে তস্য হত্বা মহাসুরঃ
একত্রিংশৎসহস্রাণি যোধানাং দানবোত্তমঃ ॥ ৪২
জয়শ্রিয়া সেব্যমানো দীপ্যমান ইবাচলঃ
প্রযযৌ কার্ম্মুকং ঘোরং গতঃ শক্রবধং প্রতি ॥ ৪৩
তাবেব তু মহাযুদ্ধে সসৈন্যাবশ্বিনাবৃভৌ।
প্রযুদ্ধৌ সহ বৃত্রেণ বলিনা দেবতাদ্বিষা ॥ ৪৪
বাণখড়্গধনুষ্পাণিঃ সমরে ত্যক্তজীবিতঃ।
আসাদ্য সোঽশ্বিনৌ দৈত্যঃ স্থিতৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ৪৫
ততঃ শঙ্খমুপাধায় দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্।
জ্যাঘোষতলশব্দৈশ্চ সর্ব্বভূতান্যবেজয়ৎ ॥ ৪৬

অসিলোমার ধনুর কোটিদেশ যেমন করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল ॥ ৩৩

তারপর তিনি পুনরায় রণাঙ্গনে সেই দানবরাজ অসিলোমাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা স্নায়ুপর্ব্বযুক্ত একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৪

তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই দানবের দেহে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ কোনও পর্বতে সর্পগণ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই সব বাণের অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৩৫

এই সব বাণের আঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় এই মহাবাহু দৈত্য যেরূপ জলধারা প্রবাহিতকারী মেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর পুনরায় তাহার উপর স্নায়ুপর্ব্বযুক্ত শত বাণ আসিয়া পতিত হইল ॥ ৩৬

তখন অসিলোমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অন্য এক বিশাল ধনু লইয়া হরিদেবের উপর স্নায়ুপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণধার বহু বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৭

এই সব বাণ সর্প, অগ্নি ও বিষের সমান প্রাণনাশক ছিল। ইহাদের দ্বারা অসিলোমা হরির মর্ম্মস্থানসমূহে আঘাত করিল এবং মহামেঘমণ্ডল যেরূপ পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ নিজের বাণসমূহে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিল ॥ ৩৮

ইহার পর অসিলোমা পুনরায় রণাঙ্গনে সুন্দর পঙ্খযুক্ত, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, অনুপম ও কালসদৃশ ভয়ঙ্কর এক বাণ সন্ধান করত হরির উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী এই দানবের এই বাণপ্রহারে মুহূর্ত্তের হরিদেব সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪০

হরিদেব ভূতলশায়ী হইলে পর সমস্ত দেবসৈনাগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দেবগণসহ সম্পূর্ণ জগৎ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছেন ॥ ৪১

হরিদেবকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া যে সব দেবসৈনা ছিলেন, তাঁহাদিগকে বধ করিয়া দানবরাজ অসিলোমা সমরাঙ্গনে দেবপক্ষের একত্রিশ হাজার যোদ্ধাকে সংহার করিল ॥ ৪২

বিজয়শ্রীতে সেবিত হইয়া দীপ্তিমান্ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান অসিলোমা ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করত ইন্দ্রের বধের দিকে চলিয়া যাইল ॥ ৪৩

এইরূপে সেই মহাযুদ্ধে সৈন্যসহ দুই অশ্বিনীকুমার বলবান্ দেবদ্রোহী বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন ॥ ৪৪

বৃত্রাসুরের হস্তে বাণ, খড়্গ ও ধনু ছিল। যে জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া সমরাঙ্গনে আসিয়াছিল। এই দৈত্য দুই অশ্বিনীকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪৫

তাহারপর শত্রুপক্ষের রোমাঞ্চকর শঙ্খ বাদ্য করিয়া বৃত্রাসুর নিজের ধনুর গুণের টঙ্কার দ্বনিতে সমস্ত প্রাণিগণকে কম্পিত করিয়া দিল ॥ ৪৬

ততঃ সংহৃষ্টরোমাণঃ শঙ্খশব্দং বিভুশ্রবুঃ
যক্ষরাক্ষসসঙ্ঘৌঘা বৃত্রস্যাপি চ নিঃস্বনম্ ॥ ৪৭
গদাতোমরনিস্ত্রিংশশূলশক্তিপরশ্বধাঃ
প্রগৃহীতা বরাঙ্গেষু যক্ষরাক্ষসবাহুভিঃ ॥ ৪৮
তৈঃ প্রযুক্তামহাকায়ৈঃ শূলশক্তিপরশ্বধান্।
তৈরেবাস্ত্রৈঃ প্রচিচ্ছেদ ভীমবেগপরৈস্তথা ॥ ৪৯
অন্তরিক্ষচরাণাঞ্চ ভূমিষ্ঠানাঞ্চ গর্জ্জতাম্।
শরৈর্বিব্যাধ গাত্রাণি দেবানাং প্রিয়দর্শিনাম্ ॥ ৫০
বৃত্রাসুরভুজোৎসৃষ্টৈর্বহুধা যক্ষ-রক্ষসাম্
নিকৃত্তান্যেব দৃশ্যন্তে শরীরাণি শিরাংসি চ ॥ ৫১
অথ রক্তমহাবৃষ্টিরভাবর্ষত মেদিনীম্।
গদাপরিঘভিন্নানাং দেবানাং গাত্রসম্ভবা ॥ ৫২
প্রচ্ছাদয়ন্তং বাণৌঘৈর্বৃত্রং ভীমপরাক্রমম্।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি ভানুমন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ৫৩

সেই সময় যক্ষ, রাক্ষস ও দেবসমূদায় রোমাঞ্চিত শরীরে শঙ্খধ্বনি এবং বৃত্রাসুরের গর্জন শ্রবণ করিলেন ॥ ৪৭

এই সময়ে যক্ষ ও রাক্ষসগণের হস্তসমূহে ধৃত হইয়া গদা, তোমর, খড়্গ, শূল, শক্তি ও পরশ্বধ (কুঠার) শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৮

এই সব বিশালদেহ যক্ষাদির দ্বারা নিক্ষিপ্ত শূল, শক্তি ও পরশ্বধসমূহকে বৃত্রাসুর ভয়ঙ্কর বেগ ও শব্দযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা ছেদন করিয়া দিল ॥ ৪৯

অন্তরিক্ষে বিচরণকারী এবং ভূতলে অবস্থান করত গর্জ্জনকারী প্রিয়দর্শী দেবগণের সর্ব্বাঙ্গে বাণসমূহের দ্বারা বৃত্রাসুর বিদ্ধ করিল ॥ ৫০

বৃত্রাসুরের বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই সব অস্ত্রসমূহে রাক্ষস ও যক্ষগণের শরীর ও মস্তক বহুবার ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখা যাইল ॥ ৫১

তদনন্তর পৃথিবীতে রক্তের প্রবল বর্ষণ হইতে লাগিল। গদা ও পরিঘের আঘাতে দেবগণের শরীর হইতে এই রক্তবর্ষণ হইতেছিল ॥ ৫২

নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে যুদ্ধরত ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বৃত্রাসুরকে সমস্ত প্রাণিগণ নিজের কিরণজালে সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃতকারী সূর্য্যদেবের ন্যায় দেখিতে লাগিল ॥ ৫৩

তীক্ষ্ণরশ্মিরিবাদিত্যঃ প্রতপন্ সর্ব্বদেবতাঃ।
অবিধাদ্ বলবান্ ক্রুদ্ধঃ সায়কৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ৫৪
নদতো বিবিধানাদানদ্দিতস্যাপি সায়কৈঃ
ন মোহমসুরেন্দ্রস্য দদৃশুস্ত্রিদশা রণে ॥ ৫৫
তেঽদিচর্ম্মগদাভিশ্চ পরিঘপ্রাসতোমরৈঃ।
পরশ্বধৈশ্চ শূলৈশ্চ প্রবর্ষন্তুর্মহারথাঃ ॥ ৫৬
ততো বৃত্রঃ সুসংক্রুদ্ধস্তৈস্তদাভ্যর্দ্দিতো বলী।
অভ্যবর্ষদ্ভিরেবাস্ত্রৈস্তান্ সর্ব্বান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৫৭
তেন বিত্রাসিতা দেবা বিপ্রকীর্ণমহাধ্বজাঃ
ঘোরমার্ত্তস্বরং চক্রুর্বৃত্রাসুরভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৫৮
উৎসৃজ্য তে গদাশক্তিশূলষ্টিপরিঘাশনীন্।
উত্তরাং দিশমাজগ্মুস্ত্রাসিতা গুরুবর্ষিনা ॥ ৫৯
শূলশক্তিগদাপাণির্ঘূর্ণিতোরস্কো মহাভুজঃ
প্রাবর্ত্তত রণে বৃত্রস্ত্রাসয়ানশ্চরাচরান্ ॥ ৬০

প্রচণ্ড কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেবের ন্যায় সমস্ত দেবতাদিগকে তাপিত করিতে করিতে সেই বলবান্ দৈত্য বৃত্র কুপিত হইয়া মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা শত্রুযোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিল ॥ ৫৪

দেবতাদিগের বাণসমূহে পীড়িত হইতে থাকিলেও বৃত্রাসুর নানাপ্রকার সিংহনাদ করিতে লাগিল। রণাঙ্গনে দেবগণ অসুররাজ বৃত্রকে কখনও মোহগ্রস্ত হইতে দেখিলেন না ॥ ৫৫

সেই মহারথী দেবগণ তাহার উপর ঢাল, তরবারি, গদা, পরিঘ, প্রাস, তোমর, পরশ্বধ ও শূলসমূহ বর্ষণ করিয়া যাইলেন ॥ ৫৬

তাহার পর এইভাবে পীড়িত হইতে থাকিলেও সেই সময় বলবান্ ও সত্যপরাক্রমী বৃত্রাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন বৃত্রাসুর তাঁহাদের সকলের উপর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫৭

ইহার দ্বারা আতঙ্কিত হইয়া দেবগণের মহাধ্বজসমূহ ছিন্ন হইয়া বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল। বৃত্রাসুরের ভয়ে পীড়িত হইয়া সেই দেবগণ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥৫৮

দুর্দ্ধর্ষ বসুধারণকারী এই বৃত্রাসুরের দ্বারা সন্ত্রাসিত হইয়া সেই দেবগণ গদা, শক্তি, শূল, পরিঘ ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত উত্তর দিকে চলিয়া আসিলেন ॥ ৫৯

বিশাল বক্ষশোভিত মহাবাহু বৃত্রাসুর শূল, শক্তি ও গদা হস্তে লইয়া চরাচর প্রাণীদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ৬০

তত্রৈকস্তু মহাবাহুরসিশূলধরঃ প্রভুঃ
অভ্যধাবত দৈত্যেন্দ্রং বৃত্রমপ্রতিমং রণে ॥ ৬১

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য নির্ভিন্নমিব বারণম্।
বৎসদন্তৈস্ত্রিভিঃ পার্শ্বে বিব্যাধ সুরসত্তমম্ ॥ ৬২

সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ শরৈরমিতবিক্রমঃ।
গদাং জগ্রাহ বলবান্ গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৬৩

তাং প্রগৃহ্য মহাভীমাময়সাং ময়ীং দৃঢ়াম্।
অশ্বিনং সহসাগম্য তাড়য়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৬৪

দীপ্যমানঃ ততঃ শূলমশ্বী সুবিপুলং দৃঢ়ম্।
প্রাসৃজদ্ বৃত্রদৈত্যায় সহসা রোমহর্ষণম্ ॥ ৬৫

তখন ঐ অশ্বিনীকুমারের মধ্যে একজন সামর্থ্যশালী মহাবাহু নাসত্য তরবারি ও ত্রিশূল লইয়া রণক্ষেত্রে অনুপম বীরত্ব প্রকাশকারী দৈত্যরাজ বৃত্রাসুরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬১

মহাবারাহী গজরাজের ন্যায় সুরশ্রেষ্ঠ নাসত্যকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া বৃত্রাসুর তাঁহার পার্শ্বভাগে তিনটি বৎসদন্ত নামক বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল ॥ ৬২

তখন নাসত্যও বৃত্রাসুরকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন তাঁহার বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া অমিত পরাক্রমশালী, মহাধনুর্দ্ধর, গদাযুদ্ধবিশারদ ও বলবান্ বৃত্রাসুর হস্তে গদা গ্রহণ করিল ॥ ৬৩

লৌহের সারাংশের দ্বারা নির্ম্মিত, সুদৃঢ় ও ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করত সেই পরাক্রমশালী দৈত্য অশ্বিনীকুমার নাসত্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে গদার প্রহার করিল ॥ ৬৪

তখন অশ্বী (নাসত্য) অত্যন্ত বিশাল, সুদৃঢ়, দীপ্তিমান্ ও রোমাঞ্চকারী শূল লইয়া সহসা বৃত্রাসুরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৫

গদাযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ বৃত্রাসুর গদার অগ্রভাগের দ্বারা সেই শূলকে ভগ্ন করত সহসা অশ্বিনীকুমারের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল ; ইহাতে মনে হইল যেন গরুত্ সর্পের নিকটে আসিয়াছেন ॥ ৬৬

সেই বলবান্ বীর অন্তরিক্ষ হইতে উড়িয়া আসিয়া পর্ব্বত-শিখরতুল্য বিশাল গদাকে সুরাচার্য্য নাসত্যের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৬৭

সেই গদার আঘাতে আহত হইয়া অশ্বী (নাসত্য) নিজের অস্ত্রাক্ত শূল ত্যাগ করত সেখানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৬৮

ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী অশ্বীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীতে সেবিত বৃত্রাসুর সেই সমরাঙ্গণে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বৃত্রাসুরোৎকর্ষবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুরযুদ্ধে বৃত্রাসুরের উৎকর্ষ বর্ণনবিষয়ক সপ্ত-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রথাঙ্গেরেকচক্রস্য চ, মৃগব্যাধস্য বলাসুরস্য চ, অজৈকপাদস্য রাহোশ্চ তথা সুধন্বাঙ্গস্য কেশিদৈত্যস্য চ যুদ্ধবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্রৈব তু মহাযুদ্ধে রথাঙ্গির্দেবসত্তমঃ
যুধ্যতে সহ দৈত্যেন একচক্রেণ বীর্যবান্ ॥ ১

প্রচ্ছাদ্য রথপন্থানমুৎক্রোশংশ্চ মহাবলঃ
একচক্রস্য সৈন্যং তজ্জঘানাস্ত্রবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ২

মহাসুরা মহাবীর্যা মহাপট্টিশযোধিনঃ।
শূলানি চ ভুশুণ্ডীশ্চ ক্ষিপন্তি স্ম মহারণে ॥ ৩

তচ্চূলবর্ষং সুমহদ্গদাশক্তিসমাকুলম্।
অবিশদ্দিতিভির্মুক্তং দুর্নিধাধ্যং চরাচরৈঃ ॥ ৪

অন্যোন্যমভিবর্ত্তন্তে দেবাসুরগণা যুধি।
মহাদ্রিশিখরাকারা বীর্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ৫

তুরঙ্গমাণাং তু শতং যুক্তং তস্য মহারথে
মহাসুরবরস্যেব হিরণ্যকশিপোর্যুধি ॥ ৬

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রথাঙ্গি ও একচক্রের, মৃগব্যাধ ও বলাসুরের, অজৈকপাদ ও রাহুর এবং সুধন্বাঙ্গ ও কেশী দৈত্যের যুদ্ধবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই মহাযুদ্ধেই দেবশ্রেষ্ঠ রথাঙ্গিনামক সাধ্যদেব বুদ্ধিমান্ দৈত্য একচক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১

মহাবল রথাঙ্গি রথের পথকে আচ্ছাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে একচক্রের সৈন্যবাহিনীকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন। ২

মহাপরাক্রমশালী ও মহাপট্টিশসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী সেই মহাসুরগণ সেই মহারণে শূল এবং ভুশুণ্ডিসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩

দৈত্যগণের দ্বারা কৃত গদা ও শক্তিসমূহের সহিত শূলসকলের বিপুল বর্ষণ দেবসেনামধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল; ইহা চরাচর প্রাণিবর্গের পক্ষে নিবারণ করা কঠিন ছিল। ৪

এই যুদ্ধস্থলে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহাদের আকার পর্ব্বতশিখরতুল্য বিশাল ছিল এবং ইঁহারা সকলেই অতিশয় বলবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ৫

মহাসুরশ্রেষ্ঠ একচক্র যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর সমান ছিল। তাহার বিশাল রথে শত অশ্ব যোজিত ছিল। ৬

তেষাং চরণপাতেন চক্রনেমিস্বনেন চ।
তস্য বাণনিপাতৈশ্চ হতা বৈ শতশঃ সুরাঃ ॥ ৭

ততঃ স লঘুভিশ্চিত্রৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ
সাসুধানচ্ছিনৎ ক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮

বধ্যমানাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ রথদ্বিরদবাজিনঃ।
গমিতাঃ প্রক্ষয়ং কেচিদ্রিদশৈর্দানবা রণে ॥ ৯

ততঃ প্রক্ষীয়মাণাংস্তানুপলক্ষ্য দিতেঃ সুতাঃ।
ত্যক্ত্বা বাণাসারবর্ষন্তু প্রগৃহীতবরায়ুধাঃ ॥ ১০

তে দিশো বিদিশশ্চৈব প্রতিযুদ্ধপ্রহারিণঃ
অভ্যাযুস্ত্রিদিবৈঃ শস্ত্রৈর্দেবান্ দিতিসুতা রণে ॥ ১১

রথাঙ্গির্জ্বলিতং ঘোরং পরমং ত্রিপুরতেজসম্
মুমোচাস্ত্রং মহাবাহুর্মথনং নাম সংযুগে ॥ ১২

তাহার রথে শত অশ্ব যোজিত ছিল। ৬

সেই অশ্বের চরণপাতের আঘাতে, রথের চক্র ও নেমির শব্দে এবং একচক্রের বাণসমূহের নিপাতে শত শত দেবতা (দেবসৈন্য) নিহত হইলেন। ৭

অন্যদিকে রথাঙ্গিও ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী বিচিত্র বাণসমূহের দ্বারা অস্ত্রসকল সহ শত শত এবং সহস্র সহস্র দৈত্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ৮

দেবগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে রথ, হস্তী ও অশ্বসকল সহ কত দানবদিগকে রণাঙ্গনে সংহার করিলেন। ৯

সেই দানবগণের এইরূপ বিনাশ হইতে দেখিয়া দিতিপুত্রগণ হস্তে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সেখানে ফিরিয়া আসিল। ১০

যুদ্ধে শত্রুদিগের সম্মুখে থাকিয়া শত্রুসেনার উপর প্রহারকারী এই দৈত্যগণ রণাঙ্গনে নিজেদের তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে অবস্থিত দেবতাদিগকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল। ১১

ইহা দেখিয়া মহাবাহু রথাঙ্গি প্রচণ্ড তেজস্বী ও অত্যন্ত ঘোর মথননামক প্রজ্বলিত অস্ত্রকে সেই যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ করিলেন। ১২

ততঃ শস্ত্রাণি শূলানি নিশিতানি সহস্রশঃ
অতিবীর্য্যোপ মহতা দিতিজঃ সম্প্রচিচ্ছিদে ॥ ১৩

ছিত্বা শূলেন তান্ সর্ব্বানেকচক্রো মহাসুরঃ।
অভ্যাবিধাত তঃ সাধ্যং রথভিনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

অস্ত্রবেগং নিহত্যৈব সোঽন্যৈস্তস্যানুসৈনিকান্।
স্খলিতৈরপরৈঃ শীঘ্রৈস্তানবিধ্যৎ সহস্রশঃ ॥ ১৫

তেষাং ছিন্নানি গাত্রাণি বিসৃজন্তি স্ম শোণিতম্
প্রাবৃষীবাম্বুবৃষ্টীনি শৃঙ্গাণি ধরণীভৃতাম্ ॥ ১৬

ইন্দ্রাশনিসমাস্পর্শৈর্নিপতদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
দিতিরৈর্ব্বধ্যমানাস্তে বিত্রেসুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৭

একচক্রো রথে তিষ্ঠন্নপশ্যদ্ গজযূথপান্
বরাভরণনির্হ্রাদান্ সমুদ্যন্তনিঃস্বনান্ ॥ ১৮

মত্তান্ সুবিহিতান্ পৃথ্বাস্যগ্রামাত্রৈরধিষ্ঠিতান্।
কূলীনান্ বীর্য্যসম্পন্নান্ প্রভিন্নিরদঘাতিনঃ ॥ ১৯

শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি।
স্তনয়ৎ সুরসৈন্যস্য গজান্ গজ ইবাসুরঃ ॥ ২০

বিস্ফরন্তো মহানাগান্ ভীমবেগাংস্ত্রিধা নদম্।
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ মহাদ্রীনিব চোত্থিতান্ ॥ ২১

সহস্রসম্মিতান্ দিব্যান্ জাম্বুনদপরিষ্কৃতান্
সুবর্ণজালৈর্বিততাংস্তরুণাদিত্যবর্চ্চসঃ

একচক্রো গদাপাণির্বলবান্ গদিনাং বরঃ
উৎসাদয়ামাস গজানম্বগাত্তাণীব মারুতঃ ॥ ২৩

নিহত্য গদয়া সর্ব্বাংস্তান্ গজান্ গজমর্দ্দনঃ।
ভূয়োঽন্যসত্ত্বান্ স বলী নিরৈক্ষত মহাসুরঃ ॥ ২৪

শুকবর্ণানৃক্ষবর্ণাময়ূরসদৃশাংস্তথা।
পারাবতসবর্ণাংশ্চ হংসবর্ণাংস্তথৈব চ ॥ ২৫

তদনন্তর তাহা হইতে নির্গত সহস্র সহস্র শূলাদি অস্ত্রসকলকে দৈত্য একচক্র নিজের উত্তম অস্ত্রবলে ছেদন করিয়া দিল। ১৩

এই মহাসুর একচক্র শূলের দ্বারা সেই সব অস্ত্রকে ছেদন করত সাধ্যদের রথাদিকে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণধার বাণে বিদ্ধ করিল। ১৪

সেই দৈত্য একচক্র নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা সাধ্যদের অস্ত্রবেগকে এইভাবে নিবারণ করিয়া তাঁহার অনুগামী সহস্র সহস্র সৈন্যকে অন্য শীঘ্রগামী স্খলিত অস্ত্রসকলের দ্বারা বিদ্ধ করিল। ১৫

সেই সব সৈন্যের ছিন্ন অঙ্গসমূহ বর্ষাকালে জলবর্ষণকারী পর্ব্বতসকলের নির্ঝরসমূহের ন্যায় রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিল। ১৬

যাহাদের স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দুঃসহ ছিল, সেই সরলগামী বাণসমূহের প্রভাবে দৈত্যাদিদের দ্বারা পীড়িত হইতে হইতে সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। ১৭

একচক্র রথে উপবিষ্ট থাকিয়া দেখিল যে, দেবতাদের গজযূথপতিগণ আসিতেছে, তাহাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারসমূহের ঝঙ্কারধ্বনি শুনা যাইতেছে। ইহাদের গর্জন মেঘসমূহের গর্জন-সদৃশ ছিল। এই সব মদমত্ত ও বলাভিমানী গজরাজগণ উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল এবং ইহাদের উপর সাদুত উপবিষ্ট ছিল। ইহারা উত্তম কুলে উৎপন্ন, বল-পরাক্রমশালী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তিগণকে বধ করিতে সমর্থ ছিল। ইহারা গজশিক্ষার উত্তমরূপে শিক্ষিত এবং যুদ্ধে ঐরাবত-সদৃশ পরাক্রমী ছিল। কিন্তু একচক্র গদাসুরের ন্যায় দেবসেনার এই হস্তিগণকে বধ করিল। ১৮-২০

এই সব বিশালকায় চাতী কণ্ঠ, তণ্ড ও কুম্ভস্থল—এই তিন স্থান হইতে মদধারা প্রবাহিত করিতেছিল এবং ইহাদের বেগ অতিশয় তীব্রতর ছিল। ইহারা মেঘের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিতেছিল ও উত্থিত বিশাল পর্ব্বতসকলের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ২১

এই সব দিব্য হস্তীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। ইহারা সকলে সুবর্ণের অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত ছিল এবং ইহাদের উপর স্বর্ণের জালযুক্ত বাস ঝুলিতেছিল। ইহাদিগকে প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ দেখাইতেছিল। ২২

হস্তে গদা লইয়া গদাধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ একচক্র সেই সব গজরাজগণকে সেইভাবে সংহার করিল, যেরূপ প্রবল বায়ু মহাদেহধারীদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করত উড়াইয়া লইয়া যায়। ২৩

গজমর্দ্দনকারী সেই বলবান্ মহাসুর একচক্র নিজের গদার দ্বারা সেই সব গজকে বধ করিয়া পুনরায় অন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত করিল। ২৪

সেই অন্যগণের মধ্যে কিছু অশ্বের বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায় ছিল, কিছু অশ্বের বর্ণ ঋক্ষের সদৃশ ছিল, কিছু অশ্বের বর্ণ ময়ূর পক্ষীর সমান ছিল, কিছু অশ্বের বর্ণ পারাবতের তুল্য ছিল এবং বহু অশ্বের বর্ণ হংসের ন্যায় ছিল। ২৫

মল্লিকা ইব বিস্ফারান্ ফ্রৌঞ্চবর্হিণবোজবান্ ।
অশ্বসৈন্যং মহাবাহুস্তদপ্রতিমপৌরুষঃ ।
নিষূদয়ামাস বলী গদয়া ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৬
রথাক্ষির্বাস্য সমরে সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা সুরদ্বিষঃ
অচিন্ত্যবিক্রমঃ শ্রীমান্ স যুযুধে বিবরায় হ ॥ ২৭
গদাযুদ্ধেষু কুশলো রথেন রথযূথপঃ ।
নষ্টসৈন্যো মহাবাহুঃ প্রদ্রুতঃ শক্রসন্নিধৌ ॥ ২৮
ত্রিঃশঙ্কুতলসত্রাণি রথানাং বিনিহত্য সঃ
রণেঽতিষ্ঠত দৈত্যেন্দ্রো বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৯
তস্মিন্নেব তু সংগ্রামে বলদৃপ্তো মহাসুরঃ ।
মৃগব্যাধং মহাত্মানং ঘোররূপমবস্থিতং রণে ॥ ৩০
মৃগব্যাধস্তু রুদ্রস্য মহাপারিষদাস্ত্বরা ।
সমুৎপেতুর্বলং দৃষ্ট্বা হুতাগ্নিসমতেজসঃ ॥ ৩১
গণৈর্মত্তৈ রথৈর্দিব্যৈর্বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ ।
অস্ত্রৈশ্চ নিশিতৈর্ঘোরৈঃ শরৈশ্চানলসন্নিভৈঃ ॥ ৩২
দদৃশুস্তে ততো বীরা দীপ্যমানং মহাসুরম্ ।
রশ্মিবন্তমিবোদ্যন্তং সুতেজোরশ্মিমালিনম্ ॥ ৩৩
সংগ্রামস্থং মহাবেগং মহাদন্তং মহাবলম্ ।
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহারথম্ ॥ ৩৪
সমীক্ষ্য তং মহাযোগং দিক্ষু সর্ব্বাস্ববস্থিতম্ ।
ততঃ প্রহরণৈর্ঘোরৈরভিপেতুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
তস্য সর্ব্বায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ শরাঃ পীতমুখাঃ শিতাঃ ।
বিবস্বদ্রশ্মিপ্রতীকাশে মৃগব্যাধেন পাতিতাঃ ॥ ৩৬
তৈশ্চ সপ্তভিরাবিষ্টাঃ শরৈঃ শিরসি চাপিতৈঃ ।
উৎপপাত তদা যোনিং বিত্তো দশ বিনাদয়ন্ ॥ ৩৭
ততস্তুঃ ত্রিদশো বীরঃ সরথঃ সজ্জকার্ম্মুকঃ ।

ধাবমান হইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা সকলেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী, তীক্ষ্ণাস্ত্র ও বাণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩২

তাহার পর এই সব বীরগণ সেই মহাসুর বলকে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়ী কিরণমালায় অলঙ্কৃত ও দেদীপ্যমান দেখিলেন ॥ ৩৩

রণস্থলে অবস্থিত সেই মহাবেগশালী, মহাদম্ভে পূর্ণ, মহাবলবান্, উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, অতিশয় উৎসাহশালী, বিশাল দেহধারী, মহারথী ও মহাযোদ্ধা বলাসুরকে সমস্ত দিক্‌সমূহে অবস্থিত দেখিয়া এই রুদ্রপার্ষদগণ ভয়ঙ্কর নানাবিধ অস্ত্র লইয়া চারিদিক্ দিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

মৃগব্যাধ ইহার সর্ব্বাঙ্গসহ মস্তকের উপর সর্ব্বাঙ্গ লৌহনির্ম্মিত, নিশিত ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। এই সব বাণের মুখ (অগ্রভাগ) পীতবর্ণ ছিল অথবা এই সব বাণের মুখ (ধার) জল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ করা হইয়াছিল ॥ ৩৬

মৃগব্যাধের সেই সাতটি বাণ বলের মস্তকে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সব বাণে আবিষ্ট হইয়া মহাসুর বল নিজের চীৎকারে দশ দিক্ বিনাদিত করিতে করিতে সেই সময় আকাশে উড়িয়া যাইল ॥ ৩৭

তখন সেই দেববীর মহাবল মৃগব্যাধ রথ ও ধনুসহ অতিশয় ত্বরিতচিত্তে সেই সময় আকাশে এই দানবের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৩৮

অনুবত্তাচ্চ সংক্রুষ্টঃ খে তদা স মহাবলঃ ॥ ৩৬
অসুরং ছাদয়ামাস তং মেঘমিব শরবৃষ্টিভিঃ।
বৃষ্টিমানিব ভীমূতো নিদাঘান্তে ধরাধরম্ ॥ ৩৭
অর্দ্যমানস্ততস্তেন মৃগব্যাধেন দানবঃ
চকার নিনদং ঘোরমম্বরে জলদো যথা ॥ ৩৮
স দূরং সহসোৎপত্য মৃগব্যাধরথং প্রতি
নিপপাত মহাবেগঃ পক্ষবাত্তৈর্গিরির্যথা ॥ ৩৯
যত্তজ্ঞ চ তত্তো দৈত্যো ভগ্নেষাকূবরং রথম্
মৃগব্যাধঃ পরিত্যজ্য স্থিতো ভূমৌ মহাবলঃ ॥ ৪০
বিরথং প্রেক্ষ্য রুদ্রং তু তস্য পারিষদাঃ শুভাঃ।
উত্থিতা ঘোররক্তাক্ষা ব্যোম্নি মুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৪১
স তু তৈঃ সহসোত্থায় বেষ্টিতো বিমলেঽম্বরে।
মুদ্গরৈরর্দ্দিতো ভীমৈর্বৃক্ষঃ পরশুভির্যথা ॥ ৪২

তেষাং বেগবতাং বেগং নিহত্য স মহারথঃ।
নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণসমবিক্রমঃ ॥ ৪৩
স শালবৃক্ষমুৎপাট্য মহাশাখং মহাবলঃ।
সর্ব্বান্ পারিষদান্ সংখ্যে সূদয়ামাস দানবঃ ॥ ৪৪
স তৈর্বিক্ষতদেহস্তু রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ।
শুশুভে দানবশ্রেষ্ঠো বালসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৪৫
অথোৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগব্যালপাদপম্।
জঘান তান্ পারিষদান্ সমরে দানবেশ্বরঃ ॥ ৪৬
ততস্তেষু চ ভগ্নেষু মহাপারিষদেষু বৈ।
বলঃ সুরবরশ্রেষ্ঠস্তু নাশয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৪৭
অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধান্ যোধৈ রথান্ রথৈঃ
দানবঃ সূদয়ামাস মৃগান্তেঽন্তকবৎ প্রজাঃ ॥ ৪৮
হতৈরশ্বৈশ্চ নাগৈশ্চ ভগ্নাক্ষৈশ্চ মহারথৈঃ
ত্রিদশৈশ্চাভবদ্ ভূমী রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ ॥ ৪৯

যেরূপ বর্ষাকালে জলবর্ষণের জন্য উদিত মেঘ নিজের জলধারায় পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মৃগব্যাধ আকাশে নিজের বাণসমূহের বর্ষণে সেই অসুরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

মৃগব্যাধের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিয়া সেই দানব আকাশেই মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৩৮

তদনন্তর এই মহাবেগশালী দানব সহসা বহু দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া মৃগব্যাধের রথের উপর পক্ষবায়ুযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল ॥ ৩৯

এরূপ করিয়া সেই দৈত্য রথের ঈষাদণ্ড ও কূবরকে ভাঙ্গিয়া দিল এবং রথকেও ভগ্ন করিল। তখন মহাবল মৃগব্যাধ সেই রথ ত্যাগ করত ভূতলে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

রুদ্র মৃগব্যাধকে রথহীন হইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার ভক্তকারী পার্ষদগণ হস্তে মুদ্গর গ্রহণ করত আকাশে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ইঁহাদের ভয়ঙ্কর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪১

ইঁহারা সকলে সহসা উপরে উঠিয়া আকাশে বলাসুরকে পরিবেষ্টিত করিলেন এবং যেরূপ কুঠারের দ্বারা বৃক্ষকে ছেদন করা হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর মুদ্গরসমূহের দ্বারা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

কিন্তু এই মহারথী বল গরুড়ের সমান পরাক্রমশালী ছিল। সে এই বেগবান্ যোদ্ধাগণের বেগকে নষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়িল ॥ ৪৩

সেস্থানে বিশাল শাখাযুক্ত এক শাল বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া সেই মহাবল দানব বাহুবলে সেই সব পার্ষদগণের উপর তাহার দ্বারা প্রহার করিল ॥ ৪৪

সেই পার্ষদগণ বলের দেহকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়া ছিলেন, সেইজন্য রক্তধারায় পরিপ্লুত হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বল উদিত বালসূর্য্য (প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্য্য)-সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৫

তদনন্তর বৃক্ষ, সর্প ও বৃক্ষসকলের সহিত এক পর্ব্বতশিখরকে উৎপাটিত করিয়া দানবরাজ বল সমরাঙ্গণে সেই পার্ষদগণের উপর আঘাত করিল ॥ ৪৬

তাহার পর সেই মহাপার্ষদগণের ব্যূহ ভগ্ন হইলে পর পরাক্রমশালী বলাসুর অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বিনাশ করিল ॥ ৪৭

যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্ত্তক অগ্নি সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই দানব অশ্বগণের দ্বারা অশ্বগণকে, হস্তিগণের দ্বারা হস্তিগণকে, পদাতি যোদ্ধাদিগের দ্বারা পদাতি যোদ্ধাদিগকে এবং রথসমূহের দ্বারা রথসকলকে নষ্ট করিয়া দিল ॥ ৪৮

সেস্থানে নিহত অশ্ব ও হস্তিগণের দ্বারা, ভগ্ন অক্ষবিশিষ্ট বিশাল রথসমূহের দ্বারা এবং দেবতাদিগের দ্বারা সেস্থানের ভূমির মার্গ সর্ব্বদিকে অবরুদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৪৯

এবং বলঃ স দৈত্যেন্দ্রো মৃগব্যাধশ্চ বীর্য্যবান্
যুধি প্রবৃদ্ধৌ বলিনৌ প্রভিন্নাবিব বারণৌ ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রৈব যুধ্যতে রুদ্রো দ্বিতীয়ো রাহুণা সহ।
বিক্রুতন্ত্রিষু লোকেষু ক্রোধাত্মা হ্যজ একপাৎ ॥ ৫৩
তদ্‌যথা সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
আসীৎ প্রভিতয়ং রৌদ্রং বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥ ৫৪
দেবদানবদেহৈস্তু হৃতরা কেশশাদ্বলা।
শরীরসঙ্ঘাতবহা প্রসৃতা লোহিতাপগা ॥ ৫৫
আজঘানাথ সংক্রুদ্ধো রুদ্রো রৌদ্রাকৃতিঃ প্রভুঃ।
রাহুং শতমুখং যুদ্ধে শত্রুসৈন্যনিবারণম্ ॥ ৫৬
তস্য কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং রথং সাশ্বং সসারথিম্
জঘান সমরে শ্রীমান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যস্য সায়কৈঃ ॥ ৫৭
তস্য পারিষদশ্চৈকঃ শরশক্ত্যা মহাবলঃ।
বিভেদ সমরে শ্রেষ্ঠো দানবং তং তদান্তরে ॥ ৫৮
স ভিন্নগাত্রো রুদ্রেণ তথা পারিষদৈরপি।
রুদ্রস্য রথমায়ান্তং স রাহুর্দানবোত্তমঃ ॥ ৫৯
প্রমমাথ তদানাশু সহসা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
ভিন্নমাগং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মেরুং সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ৬০
হতৈর্দানবমুখ্যৈস্তু রুদ্রেণামিততেজসা
রুদ্রপারিষদান্ সর্ব্বান্নিজঘান মহাসুরঃ ॥ ৬১
সৃজন্তং শরবর্ষাণি দানবং ঘোরদর্শনম্।
বিভেদ সমরে রুদ্রো বাণৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৬২
বর্ত্তমানে মহাঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
রুধিরৌঘা মহাবেগা নদ্যস্তত্র প্রসুস্রুবুঃ ॥ ৬৩
দানবং সমরে রুদ্রো নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
নির্ব্বিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মেরুং সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ৬৪
হতৈর্দানবমুখ্যৈশ্চ শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
পতিতৈঃ পর্ব্বতাভৈশ্চ দানবৈঃ কালরূপিভিঃ ॥ ৬৫
বর্ত্তমানে মহাঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে
বিরেজুস্তে তদা দৈত্যাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৬৬
মহাভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।

এইরূপ দৈত্যরাজ বল এবং পরাক্রমশালী মৃগব্যাধ উভয় বলবান্ বীরই মদধারাবাহী দুইটি হস্তীর ন্যায় যুদ্ধে অতিশয় প্রবীণ ছিলেন ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেখানে তিন লোকে বিখ্যাত ক্রোধাত্মা অজৈকপাৎ নামক দ্বিতীয় রুদ্র রাহুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৫৩

অমঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছুক বীরগণের এই মহাযুদ্ধ তুমুল, রোমাঞ্চকারী, ভয়ানক ও রৌদ্ররূপ ছিল ॥ ৫৪

দেবতা ও দানবগণের দেহসমূহ হইতে প্রবাহিত রক্তের এক দুস্তর নদী সেখানে বহিয়া চলিল। এই নদী শরীরসমূহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ঘোড়াগণের কেশরাশি এই নদীর ঘাস ও শেওলা ছিল ॥ ৫৫

প্রভাবশালী রুদ্রদেবের আকৃতি অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। তিনি কুপিত হইয়া যুদ্ধে শত্রুসৈন্য নিবারণকারী শতমুখ রাহুর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৫৬

ক্রুদ্ধ শ্রীমান রুদ্রদেব সমরাঙ্গণে নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই দৈত্যের সুবর্ণময় বিচিত্র অঙ্গশোভি রথকে অশ্বগণ ও সারথিসহ নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৫৭

তাঁহার শ্রেষ্ঠ এক মহাবল পার্ষদ সমরে বাণশক্তির দ্বারা সেই দানবের বক্ষোবিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৮

রুদ্র এবং তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইলে পর দানবশ্রেষ্ঠ রাহু সহসা ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল এবং রুদ্রদেবের রথকে আসিতে দেখিয়া সত্বর হস্তস্থল প্রহার করিয়া সেই রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। সূর্য্য যেরূপ নিজের তীক্ষ্ণ কিরণসমূহে মেরুপর্ব্বতকে সন্তাপিত করেন, সেইরূপ এই দানব ক্ষতদেহ রুদ্রদেবকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল ॥৫৯-৬০

যখন অমিততেজস্বী রুদ্রদেবের দ্বারা মুখ্য মুখ্য দানবগণ নিহত হইল, তখন মহাসুর রাহু রুদ্রদেবের সমস্ত পার্ষদগণকে বধ করিতে লাগিল ॥ ৬১

বাণবর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধরত সেই ঘোরদর্শন দানবকে রুদ্রদেব যুদ্ধস্থলে নতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২

সেই রোমাঞ্চকারী মহাঘোর সংগ্রাম চলিবার সময় সেখানে রক্তের প্রবাহযুক্তা ও মহাবেগবতী মহানদীসকল প্রবাহিত হইল ॥ ৬৩

রুদ্রদেব সমরাঙ্গণে কাল কজ্জলরাশিতুল্য কান্তিমান্ দানব রাহুকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব নিজের প্রখর কিরণসমূহে মেরুপর্ব্বতকে সন্তাপিত করেন ॥ ৬৪

শক্তি, শূল ও পরশ্বধের আঘাতে যখন ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী পর্ব্বতাকার মুখ্য মুখ্য দানবগণ নিহত হইয়া ধরাশায়ী

শঙ্খবেণুস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥ ৬৭
হতানাং স্বনতাং তত্র দৈত্যানাং চাপি নিঃস্বনঃ
দেবানাঞ্চ তথা তত্র তুমুলে দারুণো মহান্ ॥ ৬৮
তুরঙ্গখুরোৎকীর্ণং রথনেমিসমুত্থিতম্
রুরোধ মার্গং যোধানাং চক্ষূংষি চ রজোরজঃ ॥ ৬৯
শস্ত্রপুষ্পোপহারা সা তত্রাসীদ্ যুদ্ধমেদিনী
দুর্দর্শা ছবিগাহ্যা চ মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ৭০
তৈঃ খড়্গৈর্গদাভিশ্চ শক্তিতোমরপট্টিশৈঃ।
অপবিদ্ধৈশ্চ তৈস্তস্ত রথৈঃ সাংগ্রামিকৈর্হতৈঃ ॥ ৭১
নিহতৈঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈস্তথা ত্রিদশদানবৈঃ
চক্রাক্ষযুগশস্ত্রৈশ্চ ভগ্নৈরবনিপাতিতৈঃ ॥ ৭২
বহুবায়োধনং ঘোরং পিশিতাশনসঙ্কুলম্
উৎপেতুশ্চ কবন্ধানি দিক্ষু সর্বাসু সংযুগে ॥ ৭৩
অন্যোন্যবদ্ধবৈরাণাং দৈত্যানাং জয়গৃদ্ধিনাম্।
সম্প্রহারস্তথা যুদ্ধে বর্ত্ততেঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৭৪
দৈত্যানাং সম্প্রবৃদ্ধানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্
অজস্রং চৈকপাদস্য রাহোশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ৭৫
তেষাং তু তত্র পততাং ক্রুদ্ধানামভিনিঃস্বনঃ
উদ্বর্ত্ত ইব ভূতানাং সমুদ্রাণাং তু গুঞ্জবে ॥ ৭৬
তত্রৈকস্তু সুধূম্রাক্ষঃ শ্রীমান্ রুদ্রো মুনীশ্বরঃ
বিভেদ কেশিনং শক্ত্যা গদাপরিঘশূলভৃৎ ॥ ৭৭
নানাপ্রহরণা ঘোরা ভীমাক্ষা ভীমবিক্রমাঃ।
নিষ্পেতুঃ রুদ্রদয়িতা মহাপারিষদাস্তথা ॥ ৭৮
সমমাস্থায় চ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
দানবৈঃ সংবৃতঃ কেশী যুযুধে যুদ্ধদুর্জ্জয়ৈঃ ॥ ৭৯
তস্য সংগ্রামশৌণ্ডস্য সংগ্রামেষু মুমুৎসতঃ।
নিপেতুরগ্রবীর্য্যস্য আশা হি প্রসৃতা মুখাৎ ॥ ৮০
স তু সিংহর্ষভস্কন্ধঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমঃ।

হইল এবং সেই রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম চলিতেই লাগিল, তখন সেই সংগ্রামস্থলে আহত দৈত্যগণ পুষ্পপূর্ণ পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৬৩-৬৫

সেই সময় মহাভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্যসমূহের গম্ভীর নাদ যখন শঙ্খ এবং বেণুর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যাইল, তখন এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হইল। ৬৭

সেখানে আহত হইয়া আর্ত্তনাদকারী দৈত্য ও দেবতাদিগের অত্যন্ত দারুণ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ৬৮

অশ্বগণের খুরসমূহে উৎকীর্ণ ও রথের চক্রসমূহের দ্বারা উত্থিত পৃথিবীর ধূলি সেখানে যুদ্ধরত যোদ্ধাগণের পথ এবং নেত্রসকলকে অবরুদ্ধ করিয়া দিল। ৬৯

সেখানে রণভূমিকে অদ্ভুতরূপী পুষ্প উপহার প্রদান করা হইতেছিল। এই রণভূমিকে মাংস ও শোণিতের দ্বারা এরূপ কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছিল যে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাতকরাও কঠিন ছিল এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করা ও গমনাগমনকরাও দুষ্কর ছিল। ৭০

তত্র খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর ও পট্টিশসমূহে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাওয়ায় নিক্ষিপ্ত রথসকলে, বিধ্বস্ত যুদ্ধোপযোগী সামগ্রীসমূহে, নিহত মদমত্ত হস্তী, দেবতা ও দানবগণে এবং খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত চক্র, অক্ষ, যুগ ও অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র মাংসহারী জন্তুগণে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। এই সময়রাজণে চারিদিকে কবন্ধসকল (মস্তকহীন ধড়সকল) উত্থিত উত্থিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ৭১-৭৩

অন্যকারী দেবতা ও দানবগণ পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি কৃত প্রহার অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ৭৪

সেই যুদ্ধে সম্মিলিত শূরবীর দৈত্যগণ কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। মহাত্মা রাহুদেব অষ্টপদাদ ও বিশালদেহ দানব রাহুরও অবস্থা এরূপ ছিল। ইঁহারা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় ইঁহাদের ঘোর কোলাহল প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভীষণ আর্ত্তনাদ ও সমুদ্রসকলের মহাগর্জ্জনের সমান শুনা যাইতেছিল। ৭৫-৭৬

সেখানে এক তেজস্বী রুদ্র সুধূম্রাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ ও মুনীশ্বর ছিলেন। তিনি শক্তির সহিত গদা, পরিঘ ও শূল ধারণ করিয়া ছিলেন। তিনি শক্তির দ্বারা কেশীদৈত্যকে আঘাত করিলেন। ৭৭

সেই সময় নানাবিধ অস্ত্রধারী, ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ও রুদ্রদেবের প্রিয় ঘোর মহাপার্ষদগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৮

কেশীদৈত্য তপ্ত সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলে অলঙ্কৃত ও উত্তম শোভাসম্পন্ন ছিল। সে রণদুর্জ্জয় দানবগণে পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ করত যুদ্ধ করিতেছিল। ৭৯

সে সংগ্রামে বিশেষ নিপুণ এবং উগ্রবল পরাক্রমসম্পন্ন ছিল

মহাজলদসঙ্কাশো মৃদঙ্গধ্বনিনিঃস্বনঃ ॥ ৮১
তস্য নিষ্পতমানস্য দানবৈঃ সংবৃতস্য চ।
বভূব সুমহানাদঃ ক্ষোভয়ন্ত্রিদিবং যথা ॥ ৮২
তেন শব্দেন বিত্রস্তা ত্রিদশানাং মহাচমূঃ
দ্রুমশৈলপ্রহরণা যোদ্ধুমেবাভ্যবর্ত্তত ॥ ৮৩
তেষাঞ্চ দেবদৈত্যানাং যুযুৎসূনাং পরস্পরম্।
সন্নিপাতঃ সুতুমুলো রৌদ্রো লোকভয়াবহঃ ॥ ৮৪
তেষাং যুদ্ধং মহাঘোরং সঞ্জজ্ঞে লোমহর্ষণম্।
দেবদানবসঙ্ঘানাং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মহাহবে ॥ ৮৫
সর্ব্বে হ্যতিবলাঃ শূরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতসন্নিভাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাংসঃ সর্ব্বে সর্ব্বাযুধোদ্যতাঃ।
ত্রিদশা দানবাশ্চৈব পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ৮৬
তেষাং বৈ নদতাং শব্দঃ সংযুগে মেঘনিঃস্বনঃ।
শুশ্রুবেঽতিনদাঘোরশ্চরস্থাবরকম্পনঃ ॥ ৮৭

রেণুশ্চারুণসঙ্কাশো ভীমঃ স সমপদ্যত।
উদ্ধূতো দেবদৈত্যৌঘৈঃ সংরুরোধ দিশো দশ ॥ ৮৮
অন্যোন্যং রঞ্জনা তেন কৌষেয়ারুণপাণ্ডুনা
সংবৃতা বহুরূপেণ দদৃশুর্ন চ কিঞ্চন ॥ ৮৯
ন ধ্বজো ন পতাকাশ্চ ন বর্ম্ম তুরগোঽপি বা
আয়ুধং স্কন্ধনো বাপি দৃশ্যতে নৈব সারথিঃ ॥ ৯০
ন শব্দস্তুমুলস্তেষামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দো ন রূপাণি চকাশিরে ॥ ৯১
দানবাস্তত্র সংক্রুদ্ধা দানবানেব জঘ্নিরে।
ত্রিদশাস্ত্রিদশাংশ্চৈব নিজঘ্নুস্তুমুলে তদা ॥ ৯২
তে পরাংশ্চ বিনিঘ্নন্তঃ স্বাংশ্চ যুদ্ধে মহাসুরান্।
রুধিরার্দ্রাং তথা চক্রুর্মেদিনীমসুরাঃ সুরাঃ ॥ ৯৩
ততস্তু রুধিরৌঘেণ সংসিক্তমুদিতং রজঃ
শরীরশতসঙ্কীর্ণং বভূব ধরণীতলম্ ॥ ৯৪

যে সময় সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখ হইতে জ্বালা (অগ্নিশিখা) নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৮০

তাহার স্কন্ধ সিংহ এবং বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল ও বলিষ্ঠ ছিল। তাহার পরাক্রমও সিংহসদৃশ ছিল। তাহার সিংহনাদ মহামেঘের গম্ভীর গর্জন ও মৃদঙ্গের ধ্বনির ন্যায় ছিল ॥ ৮১

দানবগণে পরিবৃত হইয়া সেই দৈত্য যখন যুদ্ধ-ভূমিতে নিষ্পতিত হইল, তখন সে যে মহাসিংহনাদ করিতেছিল, তাহা স্বর্গলোককেও যেন ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল ॥ ৮২

তাহার সেই গর্জনে দেবগণের বিশাল সৈন্যদল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও তাঁহারা বৃক্ষ ও পর্ব্বত-খণ্ড গ্রহণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার জন্যই সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩

পরস্পর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক দেবতা ও দৈত্যগণের এই তুমুল যুদ্ধ অতিশয় ভয়ানক এবং জগতের ভয়দায়ক হইয়া উঠিল ॥ ৮৪

দেবতা ও দানবগণের এই মহাঘোর যুদ্ধ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিতেছিল, এই মহাসমরে সেই যুদ্ধের এই দৃশ্য রোমাঞ্চকারী ছিল ॥ ৮৫

ইহারা সকলে শূরবীর, অত্যন্ত বলশালী ও পর্ব্বতসদৃশ বিশালকায় ছিলেন। সকলেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রেই বিদ্বান ছিলেন এবং সকলেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দেবতা ও দানবগণ পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ॥ ৮৬

যুদ্ধস্থলে গর্জ্জন করিতে করিতে সেই সমস্ত যোদ্ধাগণের শব্দ মহামেঘের গর্জনের সমান শুনা যাইতেছিল। এই মহাঘোর শব্দ স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণিগণকে কম্পিত করিয়া তুলিল ॥ ৮৭

দেবতা ও দানবগণের সমূহের দ্বারা উদ্ধূত রক্তবর্ণের ভয়ঙ্কর ধূলি সেখানে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া গেল এবং দশ দিককে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৮৮

পীত, রক্ত ও শুভ্র বহুবর্ণের ধূলিতে পরস্পর আচ্ছাদিত হইয়া সৈন্যগণ তখন কোন কিছুই দেখিতে পাইল না ॥ ৮৯

সেই সময় না ধ্বজ, না পতাকা, না কবচ এবং না অস্ত্রসকল দেখা যাইতেছিল। এইরূপ না অশ্ব বা রথ এবং না সারথিকে দেখা যাইতেছিল ॥ ৯০

পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত সেই যোদ্ধাগণের শব্দ সর্ব্বদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাদের এই তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছিল বটে, কিন্তু ধূলিজালে আচ্ছন্ন থাকায় কাহারও রূপ দেখা যাইতেছিল না ॥ ৯১

সেখানে এই তুমুল যুদ্ধে অতিশয় ক্রুদ্ধ দানবগণ দানবদিগকেই প্রহার করিতে লাগিল এবং দেবগণ দেবতাদিগকে আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৯২

সেই দেবতা ও অসুরগণ এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এবং নিজ পক্ষেরও মহাযোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। এই উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই তখন রণভূমিকে রক্তে আপ্লুত করিয়া দিলেন ॥ ৯৩

শূলশক্তিগদাখড়্গপরিঘপ্রাসতোমরৈঃ
ত্রিদশা দানবাশ্চৈব জঘ্নুরন্যোন্যমাহবে ॥ ৯৫
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্নিঘ্নতঃ পরিধৈস্তথা।
রুদ্রপারিষদান্ সর্বান্ সূদয়ন্তি স্ম দানবাঃ ॥ ৯৬
রুদ্রপারিষদাশ্চৈব মহাব্রুমমহাশ্মভিঃ
ব্যদারয়ন্নভিক্রম্য শস্ত্রৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৯৭
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ কেশী দানবসত্তমঃ।
সংগ্রামমর্ষণোঃ সন্ স্বানানীকানি হর্ষয়ন্।
তেষাং পরমসংক্রুদ্ধো বজ্রমন্ত্রমুদীরয়ৎ ॥ ৯৮

তদনন্তর সেই উত্থিত ধূলি রক্তের প্রবাহে সিক্ত হইয়া বসিয়া যাইল এবং সে স্থানের ধরাতল শত শত মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৯৪

দেবতা ও দানবগণ পরস্পরকে শূল, শক্তি, গদা, খড়্গ, পরিঘ, প্রাস ও তোমরসকলের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫

পরিঘতুল্য বাহুবিশিষ্ট এবং পরিঘের দ্বারা প্রহারকারী সমস্ত রুদ্রগণের উপর দানবেরাও নানাঅস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৯৬

রুদ্রের পার্ষদগণও বড় বড় বৃক্ষ, বিশাল প্রস্তরখণ্ড ও সূর্যতুল্য তেজস্বী অস্ত্রসকলের দ্বারা অগ্রসর হইয়া দানবদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

ইহার মধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ কেশী সংগ্রামে অমর্ষ-বশতঃ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া নিজের সৈন্যগণের হর্ষবর্ধন করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রুদ্রপার্ষদগণের উপর বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিল ॥ ৯৮

এই বিশালদেহ দৈত্য কেশী দিব্যাস্ত্র বজ্রাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে দুর্জয় রুদ্রদেবের সমস্ত মহাপার্ষদগণকে নিহত করিল ॥ ৯৯

সেই যুদ্ধস্থলে বজ্রাস্ত্রে পীড়িত হইয়া রুদ্রপার্ষদগণ ঘুরিতে ঘুরিতে সেইভাবে ধরাতলে পতিত হইলেন, যেরূপ বায়ুবেগে বৃক্ষসমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পতিত হইয়াছে, সেই পর্বতসকল বজ্রাঘাতে পতিত হয় ॥ ১০০

এইভাবে কেশীর রুদ্রের সহিত যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতেছিল, তাহা তখন যেন অদ্ভুত বলিয়াই প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১০১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে ভবিষ্যপর্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরযুদ্ধে কেশি-রুদ্রযুদ্ধকথনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামের মধ্যে কেশী ও রুদ্রের যুদ্ধ বর্ণন-বিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বৃষপর্ব্বণো নিঘুষ্বনামক-বিশ্বেদেবস্য চ প্রহ্লাদস্য কালস্য চ ঘোর-যুদ্ধবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বৃষপর্বা তু দৈত্যেন্দ্রো বিস্ময়ন্নদ্ভুতদর্শনম্।
নিঘুষ্বং যোধয়ামাস লোহিতার্কসমদ্যুতিম্ ॥ ১
ক্রোধমূর্চ্ছিতবক্ত্রস্তু ধুন্বন্ পরমকার্ম্মুকম্।
ধনূংসি প্রেক্ষ্য শত্রূণাং সারথিং ত্বরিতোঽব্রবীৎ ॥ ২
অত্রৈব তাবৎ ত্বরিতং নয় মে সারথে রথম্।
এতে দেবাশ্চ সহিতা ঘ্নন্তি নঃ সমরে বলম্ ॥ ৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[বৃষপর্বা ও নিঘুষ্বনামক বিশ্বেদেবের এবং প্রহ্লাদ ও কালের ঘোর যুদ্ধ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দৈত্যরাজ বৃষপর্বা অরুণ সূর্যসদৃশ কান্তিমান্ এবং অদ্ভুতদর্শন নিঘুষ্বনামক বিশ্বেদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১

তাহার মুখাকৃতি ক্রোধে ব্যাপ্ত ছিল। সে নিজের উত্তম ধনুকে বারংবার কম্পিত করিতে লাগিল এবং শত্রুদের ধনুসমূহ দেখিয়া অতি সত্বর সারথিকে বলিল ॥ ২

সারথে! এই দেবগণ একসঙ্গে সকলে মিলিত হইয়া সমরাঙ্গণে আমাদের সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে, অতএব তুমি আমার রথকে অতিদ্রুত সেস্থানে লইয়া চল ॥ ৩

এতাস্নিহন্তুমিচ্ছামি সমরশ্লাঘিনো রণে।
এতৈর্হি দানবানীকং কৃতচ্ছিদ্রমিদং মহৎ ॥ ৪
ততঃ প্রজবিতাশ্বেন রথেন রথিনাং বরঃ।
অরীনভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ শরজালৈর্মহাসুরঃ ॥ ৫
ন স্থাতুং দেবতাঃ শক্তাঃ কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে
বৃষপর্ব্বেষুনির্ভিন্নাঃ সর্ব্ব এবাভিচক্রমুঃ ॥ ৬
তান্ মৃত্যুবশমাপন্নান্ বৈধব্যস্তবশং গতান্
সমীক্ষ্য নিহতান্ জ্ঞাতীনবস্থে মহাসুরঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা তং তত্র নিহ্নুস্তঃ সর্ব্বে তে ত্রিদশোত্তমাঃ।
সমেত্য সহিতাঃ সর্ব্বে দ্রুতং তং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৮
ব্যবস্থিতং তু নিহ্নুস্তং দৃষ্ট্বা ত্রিদশসত্তমম্।
বভূবুর্বলবন্তো বৈ তস্যাস্ত্রবলতেজসা ॥ ৯
বৃষপর্ব্বা তু শৈলাভং নিহ্নুস্তং সমরে স্থিতম্।
মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১০

যুদ্ধে নিজেদের বল পরাক্রমের প্রশংসাকারী এই দেবতাদিগকে সংগ্রামে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, ইহারা দানবসেনামধ্যে এই বিশাল ছিদ্র উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে ॥ ৪

তাহার পর বেগশালী অশ্বগণে যুক্ত রথের দ্বারা সেস্থানে উপস্থিত হইয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাসুর বৃষপর্ব্বা ক্রোধসহকারে শত্রুগণের উপর বাণসমূহের দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ৫

তখন দেবগণ সেই যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে পারিলেন না ; সুতরাং যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে ? বৃষপর্ব্বার বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারা সকলে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৬

সেস্থানে মৃত্যুকবলিত হইয়া যমরাজের বশীভূত নিজের জ্ঞাতিদিগকে দেখিয়া মহাসুর বৃষপর্ব্বা সেস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭

নিহ্নুতনামক বিশ্বেদেবকে সেস্থানে উপস্থিত দেখিয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ মিলিত হইয়া একসঙ্গে তথায় আসিলেন এবং দ্রুত তাঁহাকে সকলে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৮

দেবশ্রেষ্ঠ নিহ্নুতকে সেস্থানে বিশেষভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার অস্ত্রবল ও তেজে সমস্ত দেবগণ সবল হইয়া উঠিলেন ॥ ৯

পর্ব্বতাকার নিহ্নুতকে সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে দেখিয়া বৃষপর্ব্বা তাঁহার উপর সেইভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥১০

অচিন্তয়িত্বা তু শরান্ শরীরে পতিতান্ বহূন্
স্থিতস্তু প্রমুখে শ্রীমান্ সসৈন্যঃ স মহাবলঃ ॥ ১১
সম্প্রহস্য মহাতেজা বৃষপর্ব্বাণমাহবে
অভিদুদ্রাব বেগেন কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ১২
তস্য ধাবমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা।
বভূব রূপং দুর্দ্ধর্ষং দীপ্তস্যেব বিভাবসোঃ ॥ ১৩
রথং ত্যক্ত্বা মহাতেজাঃ সক্রোধঃ সমপদ্যত।
বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহান্তালং মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ১৪
ততশ্চিক্ষেপ তং বৃক্ষং নিহ্নুস্তো বৃষপর্ব্বণঃ
তং গৃহীত্বা মহাবৃক্ষং পাণিনৈকেন দানবঃ
বিনদ্য সুমহানাদং ভ্রাময়িত্বা চ বীর্য্যবান্
সগজান্ সগজারোহান্ সরথান্ রথিনস্তথা ॥ ১৬
জঘান দানবস্তেন শাখিনা ত্রিদশান্তরা।
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং সমরে প্রাণহারিণম্ ॥ ১৭

নিজের শরীরের উপর পতিত সেই বহুসংখ্যক বাণের বিষয়ে কোনও চিন্তা না করিয়া মহাবল শ্রীমান্ নিহ্নুত যুদ্ধের সম্মুখভাগে সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

এই মহাতেজস্বী বিশ্বেদেব যুদ্ধক্ষেত্রে হাস্য করিয়া পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তীব্রবেগে বৃষপর্ব্বার উপর আক্রমণ করিলেন। যখন তিনি বীর তেজে দেদীপ্যমান ছিলেন। সেই সময় তাঁহার রূপ প্রজ্বলিত অগ্নির সমান দুর্দ্ধর্ষ হইয়া যাইল ॥ ১২-১৩

এই মহাতেজস্বী নিহ্নুত রথকে ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং অতিশয় উচ্চ এক বিশাল তাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিলেন ॥ ১৪

তারপর নিহ্নুত সেই বৃক্ষকে বৃষপর্ব্বার উপর নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু সেই পরাক্রমশালী দানব এক হাতে সেই বিশাল বৃক্ষকে ধরিয়া ফেলিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং উহাকে ঘুরাইয়া উহার দ্বারা অশ্বারোহী সহ হস্তী ও রথসহ রথী যোদ্ধাদিগকে এবং বহু দেবতাকে দানব বৃষপর্ব্বা বধ করিল ॥ ১৫-১৬

সমরাঙ্গণে কুপিত প্রাণহারী কালের ন্যায় বৃষপর্ব্বাকে যুদ্ধে সম্মুখে পাইয়া সমস্ত দেবগণ পলায়ন করিলেন ॥ ১৭

বৃষপর্ব্বাণমাসাদ্য ত্রিদশা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং ত্রিদশানাং ভয়াবহম্ ॥ ১৮
আলোক্য ধন্বী নিভৃষ্টশ্চ ক্রোধ চ ননাদ চ
স তত্র নিশিতৈর্বাণৈস্ত্রিভিঃশক্তির্মর্ম্মভেদিভিঃ
নিরিভেদ মহাবীর্য্যো নিভৃষ্টো দানবাধিপম্।
শরশক্তিভিরুগ্রাভির্দৈত্যানামধিপোঽপ্যমুম্। ২০
বিদ্ধঃ স রণমধ্যস্থো রুধিরঃ প্রাস্রবদ্ বহু।
উদ্বিগ্না মুক্তকেশান্তে ভগ্নদর্পাঃ পরাজিতাঃ
খণ্ডস্তো দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভয়াদ্ বৈ বৃষপর্ব্বণঃ।
অন্যোন্যং প্রমমর্দুস্তে ত্রাসিতা বৃষপর্ব্বণা ॥ ২২
পৃষ্ঠবক্ত্রাঃ সুসংবিগ্নাঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্মুহুঃ।
ত্যক্তপ্রহরণাঃ সর্ব্বে কৃতান্তে বৃষপর্ব্বণা ॥ ২৩
সংগ্রামে যুদ্ধশৌণ্ডেন তদা নিভৃষ্টসৈনিকাঃ।
তত্রৈব তু মহাবীর্য্যঃ প্রহ্লাদঃ কালমাহবে ॥ ২৪

ঘোষয়ামাস রক্তাক্ষো হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ
তস্য দানববীরস্য যুদ্ধকালে জয়ক্রিয়াঃ ॥ ২৫
চকার ত্বরয়া যুক্তো ভার্গবো বিজয়াবহাঃ।
হুতাশনং তর্পয়তো ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতঃ ॥ ২৬
আজ্যগন্ধপ্রতিবহো মারুতঃ সুরভির্ববৌ
ব্রহ্মণশ্চ বিবিধাশ্চিত্রা জয়ার্থমভিমন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭
প্রহ্লাদস্য শুভে মূর্দ্ধন্যাববন্ধোশনাঃ স্বয়ম্
কালেন সহ সংগ্রামে প্রযুদ্ধস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮
প্রহ্লাদস্যাভিবীর্য্যস্য শান্তিং চক্রে স ভার্গবঃ।
দশ শিষ্যসহস্রাণি ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৯
যানি দানববীরাণাং ক্ষেপুঃ শান্তিমনুত্তমাম্।
অথর্ব্বাণমথো দিব্যাং ব্রহ্মসংস্তবচোদিতম্ ॥ ৩০
রণপ্রবেশসদৃশং কর্ম্ম বৈজয়িকং কৃতম্।
ততঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বদ্ভঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৩১

দেবগণের ভয়োৎপাদক ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই দানব বৃষপর্ব্বাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া নিভৃষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ধনু গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥

সেই মহাপরাক্রমশালী নিভৃষ্ট ত্রিশূল তীক্ষ্ণধার ও মর্ম্মভেদী বাণের দ্বারা দানবরাজ বৃষপর্ব্বাকে বিশেষভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯॥

তখন দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বাও ভয়ঙ্কর বাণসমূহ ও শক্তিসমূহের দ্বারা নিভৃষ্টকে বিদ্ধ করিল। বিদ্ধ হইয়া নিভৃষ্ট যুদ্ধস্থলের মধ্যেই অবস্থান করত প্রচুর রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০॥

তখন বৃষপর্ব্বার ভয়ে ভীত হইয়া দর্পহীন ও পরাজিত দেবগণ মুক্তকেশে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২১॥

বৃষপর্ব্বার দ্বারা সন্ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিবার সময় দেবগণ পরস্পরকে মর্দ্দিত করিলেন এবং ভীত হইয়া পিছনের দিকে মুখ করত বারংবার দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। যুদ্ধকুশল বৃষপর্ব্বা সেই সমর সংগ্রামে নিভৃষ্টের সৈন্যদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল ॥ ২২-২৩॥

সেই যুদ্ধেই রক্তবর্ণ নেত্রশোভিত হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহাপরাক্রমশালী প্রহ্লাদ কালের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪॥

এই দানববীর প্রহ্লাদের জন্য যুদ্ধকালে বিজয়জনক ক্রিয়াসমূহে শুক্রাচার্য্য অতিশয় ত্বরাসংকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৫॥

তিনি অগ্নিকে ঘৃতাহুতির দ্বারা তৃপ্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলেন। সেই সময় তাঁহার হোমে আহুতি রূপে প্রদত্ত ঘৃতের সুগন্ধ লইয়া মন্দ সুগন্ধিত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৬॥

সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের সুন্দর মস্তকে বিজয়ের জন্য অভিমন্ত্রিত করিয়া নানাপ্রকারের বিচিত্র পুষ্পহার বাঁধিয়া দিলেন ॥ ২৭॥

যুদ্ধপরায়ণ, অতিশয় পরাক্রমশালী মহাত্মা প্রহ্লাদের কালের সহিত সঙ্ঘর্ষ যুদ্ধে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য শান্তি কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ২৮॥

মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের দশ হাজার শিষ্য ছিলেন, যাঁহারা দানববীরগণের জন্য সর্ব্বোত্তম যুদ্ধ-শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত রূপ করিতেছিলেন ॥ ২৯॥

ইহারা দানব বীরগণের জন্য অথর্ববেদানুসারে পরমাত্মার স্তুতিযুক্ত ও রণপ্রবেশের অনুরূপ বিজয়সাধক দিব্য কর্ম্মও সম্পাদন করিলেন ॥ ৩০॥

তাহার পর সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত, বিদ্বান্, তপস্বী, স্বস্তিবাচনাদি মাঙ্গলিক কৃত্যসম্পন্ন,

বিস্তৃতা তপসা যুক্তাঃ কৃতস্বস্ত্যয়নক্রিয়াঃ।
ধনুর্হস্তাঃ কবচিনো বেগেনাপ্লুত্য দানবাঃ।
বলিমভ্যর্চ্চ রাজানং প্রহ্লাদং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩১
আস্থায় পরমং দিব্যং রথং পরমবাস্কৃতম্
নানাপ্রহরণাকীর্ণং দ্যুমন্তমিব পর্ব্বতম্ ॥ ৩২
তদ্ বভূব মুহূর্ত্তেন ক্ষেড়িতাস্ফোটিতাকুলম্
মেরোঃ শিখরমাকীর্ণং জ্যোতিষামুদয়াগমে ॥ ৩৪
স্রস্তঃ পল্লপলাশানানামুষ্ণা সুবিভূষিতাঃ
বান্ধবান্ সম্পরিত্যজ্য নিপতন্তি রথপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫
মহাধনুর্ধরঃ শ্রীমান্ শুভকর্ম্মধরঃ প্রভুঃ
সত্যসন্ধশ্চিরত্রাণো ধন্বী পরমদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৬
সিংহশার্দ্দূলদর্পাণাং গদ্ভাং কিঙ্কিণীকিনাম্
সৈন্যানাঞ্চ সহস্রাণি প্রয়ান্ত্যগ্রে মহাবলে ॥ ৩৭
সৈন্যপক্ষহিতাস্তত্র রথাঃ পরমদুর্জ্জয়াঃ।

দুর্দ্ধর্ষ ও কবচধারী দানবগণ সবেগে লম্ফপ্রদান করত রাজা বলিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রহ্লাদকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিল ॥ ৩১-৩২

শত্রুপক্ষকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ, নানাবিধ অস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং মেঘযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান এক উত্তম দিব্য রথে প্রহ্লাদ আরোহণ করিলেন ॥ ৩৩

যেরূপ বর্ষাকালে আকাশ মেঘের ঘন ঘটায় আবৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মেরুপর্ব্বতের এই শিখর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দৈত্যগণের তর্জ্জন গর্জ্জন ও বাহুর আস্ফালন শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৩৪

যুদ্ধপ্রিয় দৈত্যগণ পদ্মফুলের মালা ধারণ করত মহাতেজে নিমেষমাত্রে ভূষিত হইয়া বান্ধবগণকে ত্যাগ করিয়া সেস্থানে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৫

মহাধনুর্দ্ধারী এবং সুন্দর ঢাল, কবচ ও শিরস্ত্রাণ ধারণকারী প্রতাপশালী শ্রীমান্ প্রহ্লাদ ধনু গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬

তাঁহার অগ্রে সেই মহাসমরে সিংহ ও ব্যাঘ্রসদৃশ বলাভিমানী এবং কোমরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত কবচধারণকারী সহস্র সহস্র দৈত্য গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥ ৩৭

ইহার সৈন্যবাহিনীতে অত্যন্ত দুর্জ্জয় সত্তর হাজার রথ (রথী বীর) ছিল এবং গজসৈন্যের সংখ্যাও সেইরূপই (সত্তর হাজার) ছিল ॥ ৩৮

সপ্ততির্বৈ সহস্রাণি গজাস্তাবন্ত এব চ ॥ ৩৮
মধ্যে ব্যূহোরসস্তস্য কালনেমির্মহাসুরঃ
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস ননাদ প্রজহাস চ ॥ ৩৯
তস্মিন্ শতসহস্রাণি পুরো যান্তি মহাত্মনঃ
দানবানাং বলবতাং শক্রপ্রতিমতেজসাম্ ॥ ৪০
স সমং বর্ত্তমানস্তু পক্ষাভ্যাং বিস্তৃতো মহান্
অভবল্লোকব্যূহো দুর্ভেদ্যঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ৪১
ষষ্টী রথসহস্রাণি দানবানাং ধনুর্ভৃতাম্।
নানাপ্রহরণানাঞ্চ পরিমাণং ন বিদ্যতে ॥ ৪১
পরশ্বধপরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ শূলমুদ্গরপট্টিশৈঃ
প্রগৃহীতৈর্বরাস্ত্রস্তু দানবাঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৪৩
গর্জ্জন্তো বিনদন্তশ্চ বিক্রোশন্তঃ পুনঃ পুনঃ
আবুধ্নন্ মহাবীর্য্যাঃ সমরেঘনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৪
তত্র তূর্য্যসহস্রাণি ভেরীশঙ্খরবাণি চ
হয়ানাঞ্চ গজানাঞ্চ গর্জ্জিতান্যভিবেগিনাম্ ॥ ৪৫

সেনার মধ্যভাগে ব্যূহের যে উদর ছিল, সেস্থানে অবস্থান করত কালনেমিনামক মহাসুর নিজের ধনুর টঙ্কার বিস্তার করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং অট্টহাস করিতে লাগিল ॥ ৩৯

সেই সৈন্যযূথে মহাতেজস্বী কালনেমির অগ্রে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী এক লক্ষ বলবান্ দানব যাইতে লাগিল ॥ ৪০

সমভাবে বিদ্যমান ও উভয় পক্ষে বিশালভাবে বিস্তৃত এই দানবসৈন্যব্যূহ সমস্ত দেবগণের পক্ষে দুর্ভেদ্য ছিল ॥ ৪১

ধনুর্দ্ধর দানবগণের ষাট্‌হাজার রথ সেস্থানে শোভা পাইতেছিল। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের কোনও পরিসংখ্যা সেস্থানে ছিল না অর্থাৎ অপরিমিত অস্ত্রশস্ত্রে এই দানববাহিনী সুসজ্জিত ছিল ॥ ৪২

পর্ব্বতাকার দানবগণ নিক্ষেপের হস্তে পরশু, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদ্গর ও পট্টিশ লইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৩

উহারা পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন, সিংহনাদ ও চীৎকার করিতেছিল। সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত এই মহাশক্তিশালী দানবগণ তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ৪৪

সেস্থানে সহস্র-তূর্য্য বাজিতে লাগিল এবং ভেরী ও শঙ্খসমূহেরও ধ্বনি হইতে লাগিল। অত্যন্ত বেগশালী অশ্ব ও হস্তিগণের গর্জ্জন শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এই সব ধ্বনির

দুন্দুভীনাঞ্চ নির্ঘোষঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ।
শুশ্রুবে শঙ্খশব্দশ্চ পটহানাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ৪৬
তেন শঙ্খনিনাদেন ভেরীতূর্য্যরবেণ চ
নির্ঘোষেণ রথানাঞ্চ ক্রোশন্তীব নভস্তলম্ ॥ ৪৭
সাগরপ্রতিমৌঘেন বলেন মহতা বৃতঃ।
প্রহ্লাদোঽভ্যদ্রবদ্ রণে কালান্তকযমোপমঃ ॥ ৪৮
তস্য নাদেন রৌদ্রেণ ঘোরেণাপ্রতিমৌজসঃ।
বিনেদুঃ সর্ব্বভূতানি ত্রৈলোক্যানিকৃতৈঃ স্বনৈঃ ॥ ৪৯
অন্তরিক্ষাৎ পরং ত্যক্ত্বা বায়ুশ্চ প্রবুবো ভৃশম্
যমস্যা পাবকং ঘোরং শিবাশ্চৈব বব্যাশিরে ॥ ৫০
প্রহ্লাদস্তু মহাবীর্য্যঃ প্রহসন্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমাংস্তৎকালসমমুত্তমম্ ॥ ৫১
অদ্যাহং দর্শয়িষ্যামি স্ববাহুবলমুর্জ্জিতম্।
অদ্য মদ্বাণনিহতান্ দেবান্ দ্রক্ষ্যথ সংযুগে ॥ ৫২

বান্ধবা নিহতা যেষাং ত্রিদশৈরিহ সংযুগে
অদ্য নির্বর্ত্তয়িষ্যন্তি শত্রুমাংসানি দানবাঃ ॥ ৫৩
ইমমদ্য সমুদ্ভূতং রেণুং সমরমূর্দ্ধনি।
অহং তু শময়িষ্যামি শত্রুশোণিতবিস্রবৈঃ ॥ ৫৪
তিমিরৌঘহতার্কং তু সৈন্যরেণুকৃতং তমঃ
আকাশঃ সম্পতিষ্যন্তি খড়্গোতা ইব মে শরাঃ ॥ ৫৫
দ্রষ্টাঃ সম্পরিমোক্ষ্যন্তি দেবেভ্যস্ত্রাতারো ভয়াৎ।
অদ্যাহং নিঃসনিষ্যামি কালেন্দ্রং ধনুষা রণে ॥ ৫৬
তোষয়িষ্যামি রাজানং বলিং বলবতাং রণে।
ত্রিদশান্ সগণান্ হত্বা রণে চান্তকমন্তিকাৎ ॥ ৫৭
অক্ষয়াঃ সন্তি যে তূণাঃ শরাশ্চাশীবিষোপমাঃ।
স্থাতুং মে পুরতঃ শক্তাঃ কে রণে জীবিতেপ্সবঃ ॥ ৫৮
হত্বা রিপুগণাংস্তুষ্টিমুরাগঞ্চ রাজসু।
হতস্য ত্রিদিবে বাসো নাস্তি যুদ্ধসমা গতিঃ ॥ ৫৯

সহিত দুন্দুভিসকলের গম্ভীর শব্দ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর হইতে লাগিল। শঙ্খনাদ ও পটহসমূহের ধ্বনি বিশেষরূপে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৪৫-৪৬

সেই শঙ্খনাদে, ভেরী ও তূর্য্যনিনাদে এবং রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দে সেস্থানের আকাশ যেন প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৪৭

রণভূমিতে সেই সমুদ্রতুল্য বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া প্রহ্লাদ কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

অনুপমতেজস্বী প্রহ্লাদের ঘোর ও ভয়ঙ্কর নাদে এবং তিন লোককে ভিন্নভিন্নকারী গর্জ্জনে ভীত হইয়া সমস্ত প্রাণী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ৪৯

অন্তরিক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং শিবাগণ ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৫০

মহাপরাক্রমশালী রণদুর্ম্মদ শ্রীমান্ প্রহ্লাদ সেস্থানে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে সেই সময়ের যোগ্য এই উত্তম বাক্য বলিলেন ॥ ৫১

বীরগণ! আজ আমি নিজের পরিবর্দ্ধিত বাহুবল প্রদর্শন করিব। আজ যুদ্ধে তোমরা সকলে আমার বাণসমূহে দেবগণকে নিহত হইতে দেখিবে ॥ ৫২

দেবগণ রণাঙ্গনে যাহাদের বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিহত করিয়াছেন, সেই দানবেরা আজ সেই নিহত বন্ধুবর্গের উদ্দেশে শত্রুগণের মাংস অর্পিত করিবে ॥ ৫৩

যুদ্ধের সম্মুখভাগে এই যে ধূলি উড়িতেছে, ইহাকে আমি আজ শত্রুগণের রক্তের স্রোত বহাইয়া শান্ত করিয়া দিব ॥ ৫৪

যেস্থানে অন্ধকারবশতঃ সূর্য্যকে দেখা যাইতেছে না, সৈন্যবাহিনীর ধূলিতে যাহা অন্ধতমা হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশে আজ আমার প্রদীপ্ত বাণসমূহ জোনাকী পোকাদিগের ন্যায় উড়িতে থাকিবে ॥ ৫৫

এখন তোমরা হর্ষসহকারে আনন্দভোগ কর এবং দেবগণ হইতে উদ্ভূত ভয় পরিত্যাগ কর। আজ আমি রণাঙ্গনে ধনুর দ্বারা কালপতি যমরাজকে বধ করিব ॥ ৫৬

সমরাঙ্গনে সেবকবর্গের সহিত দেবগণকে এবং নিকট হইতে যমরাজকেও বধ করত আজ আমি বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা বলিকে সন্তুষ্ট করিব ॥ ৫৭

আমার অক্ষয় তূণসকল আছে এবং আমার বাণসমূহ বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। যাহারা নিজেদের জীবিত রাখিতে ইচ্ছুক, এরূপ কোন্ যোদ্ধারা রণাঙ্গনে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে? ॥ ৫৮

শত্রুগণকে বধ করিয়া মনের সন্তোষ হইবে, রাজাদের মধ্যে অনুরাগ উৎপন্ন হইবে এবং যদি যুদ্ধে বীর পুরুষ মরিয়াই নিহত হয়, তবে তাহার স্বর্গলোকে বাস হইবে; অতএব যুদ্ধের সমান অন্য কোনও গতি নাই ॥ ৫৯

তদ্ ভয়ং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা রণে দানবসত্তমাঃ
নিহন্তোমানরীন্ সর্বানোদধ্বং নন্দনে বনে ॥ ৬০
এবমুক্ত্বা মহৎ সৈন্যং প্রহ্লাদো দানবোত্তমঃ।
কালসৈন্যং মহারৌদ্রং তরসামর্দ্দতাসুরঃ ॥ ৬১
সর্বাস্ত্রবিদ্বান্ বীরশ্চ নিত্যং চাপাপরাজিতঃ।
যুদ্ধে হ্যভিমুখো নিত্যং স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥ ৬২
ষষ্টিঃ রথসহস্রাণি বিবিধায়ুধধারিণাম্।
প্রহ্লাদস্যাভিবীর্য্যস্য তে তস্য তনয়া নিজাঃ ॥ ৬৩
তৈস্তু ক্রতুশতৈরিষ্টং বিপুলৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ক্ষান্তা ধর্ম্মপরা নিত্যং সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৬৪
দাতারঃ প্রিয়বক্তারো বক্তারঃ শাস্ত্রবস্তুষু।
স্বদারনিরতা দান্তা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যসঙ্গরাঃ ॥ ৬৫
যষ্টারঃ ক্রতুভির্নিত্যং নিত্যং চাধ্যয়নে রতাঃ।
ইষ্বস্ত্রকুশলাঃ সর্বে বহুশো দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ৬৬

মত্তবারণবিক্রান্তাঃ শক্রসৈন্যপ্রমর্দ্দকাঃ
বারয়ন্তঃ পদাক্ষেপৈঃ শুম্ভোরান্ বাতরেচকান্ ॥ ৬৭
যুদ্ধোৎসুকধিয়া নিত্যং ক্রোধরঞ্জিতলোচনাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা দৈত্যা বিনেদুর্ভীমবিক্রমাঃ।
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতরবৈরন্যোন্যং সমহর্ষয়ন্ ॥ ৬৮
বেণুশঙ্খরবৈশ্চৈব সিংহনাদৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
আদ্রুত্যাদ্রুত্য সহসা রণে বজ্ররনেকশঃ ॥ ৬৯
তালমাত্রাণি চাপানি বিকৃষ্য সুমহাবলাঃ।
অযুধ্যমানাঃ সহসা দানবাশ্চাপপাণয়ঃ ॥ ৭০
সুরাসুরৈরপাজিতং যোধয়ন্তি রণেঽন্তকম্।
প্রতপ্তহেমাভরণাঃ সর্বে তে শ্বেতবাসসঃ ॥ ৭১
দানবা মানিনঃ সর্বে সর্বে স্বর্গাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
সর্বে জয়ৈষিণো বীরাঃ সর্বে শক্রবধোদ্যতাঃ ॥ ৭২

দানবশ্রেষ্ঠগণ। অতএব তাহাকে নিধনে করিয়া তথায় এই সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করত স্বর্গের নন্দন বনে আনন্দ ভোগ কর ॥ ৬০

দানবোত্তম অসুর প্রহ্লাদ নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এই কথা বলিয়া কালের মহাভয়ঙ্কর সৈন্যদিগকে সবেগে মর্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ইনি সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, বীর ও নিত্যবিজয়ী ছিলেন ইহার নিজের বাহুবলের উপর গর্ব ছিল, অতএব সদা যুদ্ধের সম্মুখভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

নানাপ্রকার অস্ত্রধারী ষাট হাজার বধী এবং অতিশয় শক্তিশালী প্রহ্লাদের সেই পুত্রগণ এই যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল ॥ ৬৩

ইহারা সকলে পর্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত শত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। সকলেই ক্ষমাশীল, ধর্মপরায়ণ ও সত্যব্রত-পালনে তৎপর ছিল ॥ ৬৪

ইহারা দাতা, প্রিয়ভাষী, শাস্ত্রীয় বিষয়সমূহের বক্তা, নিজের স্ত্রীতে অনুরাগী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিল ॥ ৬৫

ইহারা প্রতিদিন যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিত এবং প্রতিদিন বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায়ে নিরত ছিল। সকলেই ধনুর্বেদে কুশল ও বহুবার নিজেদের সুদৃঢ় পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছে ॥ ৬৬

মত্তহস্তীর ন্যায় ইহাদের পরাক্রম ছিল। ইহারা শত্রু-সৈন্যবিনাশকারী ছিল এবং নিজেদের পদের আঘাতে শত্রুর যুদ্ধাদিকেও বিদীর্ণ করিতে পারিত ॥ ৬৭

ইহাদের চিত্তবৃত্তি সদা যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত ছিল, সেইজন্য ক্রোধে ইহাদের চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছিল। নিজেদের ওষ্ঠকে দন্তের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া সেই সব ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দৈত্যগণ সেখানে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জন ও বাহুর আস্ফোটন শব্দে পরস্পরের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥ ৬৮

বেণু ও শঙ্খের ধ্বনি এবং অন্যান্য সিংহনাদের সহিত যুদ্ধস্থলে সহসা শব্দ প্রদান করিতে করিতে আসিয়া সেই বহুসংখ্যক দৈত্য নিজেদের অস্ত্র গ্রহণ করিল অথবা যুদ্ধে রতী হইল ॥ ৬৯

এই মহাবল দানবগণ হাতে ধনু লইয়া সহসা অমর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা তালপ্রমাণ ধনু আকর্ষণ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা অপরাজিত কালের সহিত সমরাঙ্গণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ৭০;

সমস্ত দানবই তপ্ত সুবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল ও শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। সকলে মানী ছিল এবং স্বর্গলোকে গমন করিতে অভিলাষী ছিল। শত্রুদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া এই সব বীরগণ নিজ পক্ষের বিজয়কামনা করিতেছিল ॥ ৭১-৭২

ততস্তে সা চমূর্দীপ্তা পতাকাধ্বজমালিনী
গজাশ্বরথসম্বাধা স্বর্গমার্গাভিকাঙ্ক্ষিণী ॥ ৭৩
ততঃ কালঃ সুনির্যাতো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
নিনদন্ সুমহাকায়ো ব্যাধিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৭৪
দদর্শ মহতীং সেনাং দানবানাং বলীয়সাম্ ॥
অভিসঞ্জাতদর্পাণাং কালঃ সমভিগর্জ্জতাম্ ॥ ৭৫
তদায়ান্তং তদানীকং দানবানাং ভয়াবিনাম্
প্রতিলোমং চকারাশু ব্যাধিভিঃ সহিতোঽন্তকঃ ॥ ৭৬
প্রবিশ্য রজনীং চৈষাং পাতয়ামাস দানবান্।
কালো রুধিররক্তাক্ষঃ সেনানীকেন সংবৃতঃ ॥ ৭৭
প্রহ্লাদবলমত্যুগ্রং প্রহ্লাদঞ্চ মহাবলম্
আজঘান রণে কালো দণ্ডমুদ্গরপট্টিশৈঃ ॥ ৭৮
শরশক্ত্যৃষ্টিখড়্গাংশ্চ শূলানি মুসলানি চ।
গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব বিচিত্রাংশ্চ পরশ্বধাঃ ॥ ৭৯

ধনূংষি চ বিচিত্রাণি শতঘ্নীশ্চ স্বিরায়সীঃ
পাতয়ন্তে ব্যাধিভির্যুদ্ধে দানবানাং চমূমুখে ॥ ৮০
বহবো ব্যাধয়ো যুদ্ধে বহূনসুরপুঙ্গবান্।
ব্যাধীনপি চ দৈত্যৌঘা নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্ ॥ ৮১
শূলৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ।
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ পরমায়ুধৈঃ ॥ ৮২
কেচিদ্বিধা কৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি।
ব্যাধয়ো দানবৈরেব নানাশস্ত্রৈর্বিদারিতাঃ ॥ ৮৩
তে চাপি ব্যাধিভিঃ সর্ব্বে বিবিধৈরায়ুধোত্তমৈঃ।
খড়্গৈশ্চ মুদ্গলৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রাদত্তোমরমুদ্গরৈঃ।
ভিন্নাশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে নিকৃত্তাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৮৪
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈশ্চৈব ব্যাধিভিশ্চ মহাবলৈঃ।
কৃত্বা শস্ত্রৈরনেকৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ হতা ভুবম্ ॥ ৮৫
বেমুঃ শোণিতমস্ত্রোক্ষ্ণা বিষ্টব্ধদশনেক্ষণাঃ।
আর্ত্তস্বরঞ্চ নদতাং সিংহনাদঞ্চ গর্জ্জতাম্ ॥ ৮৬

রক্ত-পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব ও রথসকলে পূর্ণ, স্বর্গলোকে গমন করিতে ইচ্ছুক ও দীপ্তিমান্ এই দৈত্যসৈন্যগণ তখন অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭৩

তদনন্তর ভীষণ পরাক্রমশালী ভয়ঙ্কর কালদেব বহুসংখ্যক ব্যাধিতে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ অতিশয় বিশাল ছিল এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতেছিলেন ॥ ৭৪

তিনি নিজের সম্মুখে গর্জনকারী ও অভিমানে পূর্ণ মহাবল দানবগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দর্শন করিতেছিলেন ॥ ৭৫

বেগশালী দানবগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া ব্যাধিগণের সহিত কাল সত্বর তাহাদিগকে প্রতিকূল অবস্থায় লইয়া যাইলেন ॥ ৭৬

তারপর নিজের সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া শোণিত-সদৃশ রক্তবর্ণ নেত্রশোভিত কাল দানবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

এই যুদ্ধে কাল দণ্ড, মুদ্গর ও পট্টিশাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা মহাবল প্রহ্লাদ এবং তাঁহার অতিশয় ভয়ঙ্কর সৈন্যদের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

কালের সৈন্য ব্যাধিগণ রণাঙ্গনে বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, বিচিত্র পরশ্বধ, নানাবিধ ধনু এবং লৌহনির্ম্মিত মুদ্গর প্রভৃতি বহুসংখ্যক অস্ত্র দানব-সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৭৯-৮০

এই যুদ্ধে বহু ব্যাধি বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ অসুরগণকে বধ করিল এবং বহু দৈত্যও বহুসংখ্যক ব্যাধিকে বিনাশ করিল ॥ ৮১

কত যোদ্ধা শূলসমূহে মথিত হইয়া যাইল। কত যোদ্ধা পরশ্বধসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল। কাহারা পরিঘসমূহে আহত হইল এবং অনেক আবার অন্য উত্তম অস্ত্রসমূহে আহত হইল ॥ ৮২

কাহারা খড়্গসমূহে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইল এবং অনেকে ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। দানবগণই নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা ব্যাধিসকলকে বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥ ৮৩

ব্যাধিসকলও নানাপ্রকার উত্তম অস্ত্র খড়্গ, তীক্ষ্ণ মুষল, প্রাস, তোমর, মুদ্গর ও পরশ্বধসমূহের দ্বারা দানবগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল ॥ ৮৪

মহাবল ব্যাধিসকল মুদ্গর, পট্টিশ ও অনেক প্রকার অস্ত্রের দ্বারা দৈত্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া বহু দৈত্যকে মুষ্টির আঘাতে বধ করিল ॥ ৮৫

পরস্পর দন্তসমূহ উৎপাটিত করিয়া দিলে ও চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলে অনেক যোদ্ধা মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। এই রোমাঞ্চকারী যুদ্ধে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ও সিংহনাদ পূর্ব্বক গর্জন করিতে করিতে অবস্থিত এই যোদ্ধাগণের শব্দ অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ৮৬

বভূব তুমুলঃ শব্দঃ সংগ্রামে লোমহর্ষণে
মুষ্টিভিশ্চোত্তমাঙ্গানি তলৈর্বাক্রাণি চাসকৃৎ ॥ ৮৭
সাদিতানি মহীং জগ্মুস্তিষ্ঠতামেব সংযুগে।
প্রস্রবেণা জলাবর্তা ছিন্নবাহুমহোরগা ॥ ৮৮
শূলশক্তিমহামৎস্যা চাপপ্রাহসমাকুলা।
রথেনোপলসংঘট্টা জলজক্রমলতাবৃতা ॥ ৮৯
সশব্দঘোষবিস্তারা লোহিতোদাতিবেগিনী।
বধনুঃশক্রধনুষৌ কাঞ্চনাঙ্গদবিত্যতৌ ॥ ৯০
তৌ দৈত্যকালজলদৌ শরধারাঃ বামুক্তাম্।
তৌ মহামেঘসঙ্কাশৌ রত্নাগমগতৌ তদা ॥ ৯১
বভূবতুরভিক্রুদ্ধৌ সাম্বুগর্ভাবিবাম্বুদৌ।
তপ্তকাঞ্চনসন্নাহৌ দিবাহারবিভূষিতৌ ॥ ৯২
তৌ বিরেজতুরায়ত্তৌ সূর্য্যাবৈশ্বানরোপমৌ।
তৌ মহাবলসঙ্কাশাবন্যোন্যস্য চমুমুখে ॥ ৯৩
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্বাণৈর্জগ্মতুরাহবে।

শরস্পরং সমাসাদ্য তত্যজুর্যুধি দুরাসদম্ ॥ ৯৪
নাশংসন্ত তদা যোধাঃ জীবিতাপি সংযুগে।
শরৈর্বিভিন্নসর্বাঙ্গা যুধি প্রক্ষীণবান্ধবাঃ
নিপেতুর্যোধমুখ্যাস্তু রুধিরোক্ষিতবক্ষসঃ ॥ ৯৫
পতিতৈর্নিহতৈর্ভিন্নৈঃ পাত্যমানৈশ্চ সংযুগে
বভূব ভূঃ সমাকীর্ণা যোধৈরুদ্গতজীবিতৈঃ ॥ ৯৬
সংগৃহ্যতোঃ শরান্ ঘোরান্ন চ সন্দধতোস্তয়োঃ
অন্তরং দদৃশে কশ্চিৎ প্রযত্নাদপি সংযুগে ॥ ৯৭
লঘুত্বাচ্চ মহাবাহু যুদ্ধশৌণ্ডৌ মহাবলৌ
মণ্ডলীভূতধনুষৌ সকৃদেব বভূবতুঃ ॥ ৯৮
প্রহ্লাদস্য চ বাণৌঘৈর্দ্রুতাবাস্তরবাহিনী
উদ্যমানং বলবতা বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ৯৯
হতদর্পঃ তু বিজ্ঞায় প্রহ্লাদঃ কালমাহবে
অপযাতঞ্চ সমরে বিষণ্ণং সম্প্রতর্ক্য তম্ ॥ ১০০
মত্বা বশগতং চৈব প্রহ্লাদো যুদ্ধদুর্মদঃ।
ততৈবান্যাং চমূং ভূয়ঃ সম্যমর্দ্দ মহাসুরঃ ॥ ১০১

যুদ্ধস্থলে অবস্থানকারী যোদ্ধাগণের মস্তক এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহ বারংবার মুষ্টি ও হস্ত তলের আঘাতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৮৭॥

সেই সময় সেখানে তীব্র ফেনাযুক্ত রক্তের বিস্তৃত নদী বহিতে থাকিল। অঙ্গ এই নদীর ফেনা ছিল। এইরূপ অঙ্গ আবর্ত (জলভ্রমি), ছিন্ন বাহুসকল মহাসর্প এবং মুণ্ড ও শক্তিনামক অস্ত্রসকল বড় বড় মৎস্য ছিল। ধনুষ্টঙ্কার রূপ পূর্ণ, রথের ঘর্ঘরশব্দরূপ প্রস্তরযুক্ত এবং অঙ্গরূপ বৃক্ষ ও লতাসমূহে এই নদী আবৃত ছিল ॥ ৮৮-৮৯॥

দৈত্য প্রহ্লাদ ও কালদেব উভয়েই মেঘের সদৃশ হইয়া বাণরূপী জলধারা বর্ষণ করিতেছিল। উভয়েই নিজ নিজ ধনুকে ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতীতি করাইতেছিলেন এবং ইহাদের মাঝে ঘর্ষণজনিত যে অনল ছিল, তাহা বিদ্যুতের সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৯০॥

ক্রমশঃ রথ ও হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া এই দুই যোদ্ধা মহামেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং সজল জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৯১॥

তপ্ত সুবর্ণময় কবচ ও দিব্য হারে বিভূষিত হইয়া এই দুই অসুরনাথের ন্যায় যজ্ঞপরায়ণ যোদ্ধা সূর্য্য এবং অগ্নির সমান শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯২॥

মহাপর্ব্বতের তুল্য বিশালদেহ এই দুই বীর সৈন্যদের সম্মুখে যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দুঃসহ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩॥

এই উভয়ের দুর্জয় যুদ্ধে পরস্পর মিলিত যোদ্ধাগণ সমরাঙ্গণে নিজেদের জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৯৪

তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ বাণে আহত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের বন্ধু-বান্ধবগণের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল এবং সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের বক্ষ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তাহারা ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৯৫

যুদ্ধস্থলে পতিত, পতনোন্মুখ ও পাতিত প্রাণহীন যোদ্ধাদিগের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৯৬

সেই যুদ্ধস্থলে এই দুই বীর প্রহ্লাদ ও কাল কখন বাণসমূহ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং কখন ধনুতে সংযোজন করিতেছিলেন—ইহার অন্তর বিশেষ যত্ন করিয়াও তখন দেখা যাইতেছিল না ॥৯৭

এই দুই মহাবল মহাবাহু বীর যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ইহারা নিজ নিজ নৈপুণ্যবশতঃ একই সঙ্গে ধনু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে মণ্ডলাকার করিয়া রাখিলেন ॥ ৯৮

প্রহ্লাদের বাণসমূহে আহত হইয়া কালের সৈন্যবাহিনী সেইভাবে পলাইয়া যাইল, যেরূপ প্রবল বায়ুর দ্বারা বাহিত মেঘমণ্ডল সবই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় ॥ ৯৯

সেই সময়াঙ্গণে কালের দর্প চূর্ণ হইয়াছে জানিয়া এবং নিজের সেই শত্রুকে যুদ্ধ হইতে পলায়িত স্থির করিয়া রণদুর্মদ মহাসুর তাঁহাকে পরাজিত মনে করত অন্য সেনাসেনাকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১০০-১০১

কালপ্রহ্লাদয়োর্যুদ্ধমভবদ্ যাদৃশং পুরা
তাদৃশং সর্ব্বলোকেষু ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১০১
এবমদ্ভুতবীর্য্যৌজা মহারণকৃতব্রণঃ।

প্রহ্লাদস্তত্র যুদ্ধোঽত্র কালস্তূপসৃতো রণাৎ ॥ ১০৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে ভবিষ্যপর্ব্বণি কালপ্রহ্লাদযুদ্ধে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

পূর্ব্বকালে প্রহ্লাদ ও কালের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপ যুদ্ধ সর্ব্বলোকে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ১০২

এইরূপ অদ্ভুত বল-পরাক্রম ও ওজঃসম্পন্ন এবং মহাসমরে আহত প্রহ্লাদ সেই যুদ্ধে বর্জিত হইলেন অর্থাৎ বিজয়ী হইলেন এবং কালদেব যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১০৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুর-সংগ্রামে কাল ও প্রহ্লাদের যুদ্ধবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কুবেরানুহ্লাদয়োর্ভয়ঙ্করযুদ্ধবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনাধ্যক্ষমনুহ্লাদঃ প্রহ্লাদস্যানুজো বলী
সসৈন্যং যোধয়ামাস ক্ষোভয়ন্ যক্ষবাহিনীম্ ॥ ১
মহতা চ বলৌঘেন ক্ষুদ্রানুহ্লাদোঽসুরোত্তমঃ
অর্দ্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো ধনাধ্যক্ষং প্রতাপবান্ ॥ ২
অমৃজ্ঞনাপত্রিদশানাচস্থানমুদাহৃণান্।
চকার কদনং ঘোরং ধনুষ্পাণির্মহাসুরঃ ॥ ৩
আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে বলস্য মহতো মহান্।
ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব সম্প্লবেঃ ॥ ৪

ত্রিদশানাং শরীরৈস্তু দানবানাঞ্চ মেদিনী।
বভূব নিচিতা ঘোরৈঃ পর্ব্বতৈরিব সংপ্লবে ॥ ৫
মেরুপৃষ্ঠং তু রক্তেন রঞ্জিতং সম্প্রকাশতে।
সর্ব্বতো মাধবে মাসি পুষ্পিতৈরিব কিংশুকৈঃ ॥ ৬
হতৈর্বীরৈর্গজৈরশ্বৈঃ প্রাবর্ত্তত মহানদী।
শোণিতৌঘা মহাঘোরা যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধিনী ॥ ৭
শক্রমেদোমহাপঙ্কা সম্প্রকীর্ণাস্ত্রশৈবলা।
ছিন্নকায়শিরোনীলা অঙ্গাবয়বশাদ্বলা ॥ ৮

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[কুবের ও অনুহ্লাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রহ্লাদের বলবান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুহ্লাদ যক্ষসৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে সৈন্যসহ ধনাধ্যক্ষ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১

অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী অনুহ্লাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বিশাল সৈন্যসমূহের দ্বারা কুবেরকে পীড়িত করিল ॥ ২

এই মহাসুর অনুহ্লাদ যুদ্ধস্থলে দেবগণকে অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সে নিজের বিশাল ধনু হস্তে লইয়া তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড পীড়াদান করিতে লাগিল ॥ ৩

যেরূপ প্রলয়কালে ক্ষুব্ধ অপার মহাসাগরে আবর্ত্ত (ঘূর্ণী) উঠিতে থাকে, সেইরূপ এই ক্ষুব্ধ বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেন আবর্ত্ত (মন্থন) হইতে লাগিল ॥ ৪

দেবতা ও দানবগণের মৃতদেহসমূহে সেস্থানের ভূমি সেইভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, যেরূপ প্রলয়কালে বড় ভয়ঙ্কর পর্ব্বতসমূহের দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥ ৫

মেরুপর্ব্বতের এই শিখর (যুদ্ধক্ষেত্রে) রক্তে রঞ্জিত হইয়া বৈশাখ মাসে সর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ পুষ্পসমূহে পূর্ণ পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬

নিহত বীর, হস্তী ও অশ্বগণের দ্বারা সেস্থানে রক্তের এক মহানদী প্রবাহিত হইয়া যাইল, যে মহানদীতে জলের স্থলে রক্তেরই স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এই মহাভয়ঙ্করী নদী যমরাজের রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৭

এই নদীতে বিষ্ঠা ও মেদ-(চর্বী)-রাশি দৃঢ় পঙ্করূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত অস্ত্র-(আঁত)। সমূহ এই নদীর শৈবাল (শেওলা) বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ছিন্ন মস্তক ও দেহসমূহ এই নদীর মধ্যে ছিল এবং অঙ্গের অন্যান্য অবয়বসমূহই ঘাসরূপে প্রতিভাত হইতেছিল ॥ ৮

গৃধ্রহংসসমাকীর্ণা কেকিসারসনাদিতা ।
বসাকেনসমাকীর্ণা প্রেতকুষ্টনিতম্বরা ॥ ৯
তাং কাপুরুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমৌ মহানদীম্ ।
নদীমিবাতপাপায়ে হংসসঙ্ঘোপশোভিতাম্ ॥১০
ত্রিদশা দানবাশ্চৈব তেরুস্তে দুস্তরাং নদীম্ ।
যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ ॥ ১১
ততঃ সুরজ্ঞং বায়ৌঘানগুহ্যাদং রণে স্থিতম্ ।
দদর্শ তরসা দেবো নিয়ন্তাং যক্ষবাহিনীম্ ॥ ১২
ক্রুদ্ধস্ততো দৈত্যবলং সূদয়ামাস বিত্তপঃ
বিক্ষিপন্নিব খে বাতূর্মহাভ্রপটলং বলাৎ ॥ ১৩
সমীক্ষ্য তুমুলং যুদ্ধমনুদ্রাদশ্চ বীর্যবান্ ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন কুবেরমভিদুদ্রুবে ॥ ১৪
স ধনুর্ধরিণাং শ্রেষ্ঠো বিত্তস্য রূপমূর্জিতম্ ।
উৎসসর্জ শিতান্ বাণান্ বিত্তেশস্য মহাসুরঃ ॥ ১৫
কুবেরং প্রাপ্য তে বাণা নির্ভিদ্য সুসমাহিতাঃ
অপরান্ পৃষ্ঠতো জগ্মুর্যাসক্তান্ যক্ষরাক্ষসান্ ॥ ১৬
দেবঃ শরৈরভিহতো নিশিতৈর্মর্মভেদনৈঃ
অনুদ্রাদং প্রত্যনিয়াৎ সংক্রুদ্ধঃ পরমাহবে ॥ ১৭
ততো বৈশ্রবণো রাজা ক্রুদ্ধো যক্ষগণৈঃ সহ
ববর্ষ শরবর্ষাণি দানবং প্রতি বীর্যবান্ ॥ ১৮
তদ্ যথা বারদং বর্ষং গোবৃষঃ শীঘ্রমাগতম্
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রতিগৃহ্নন্নিমীলিতঃ ॥ ১৯
এবমেব কুবেরস্য শরবর্ষং মহাসুরঃ ।
নিমীলিতাক্ষঃ সহসা দৈত্যঃ সহতি দারুণম্ ॥ ২০
রোষিতঃ শরবর্ষেণ ধনদেন মহাসুরঃ ।
ইন্দ্রকেতুপ্রতীকাশমভিতোঽপশ্যত দ্রুমম্ ॥ ২১
প্রবৃদ্ধশাখাবিটপং তরুণাঙ্কুরপল্লবম্ ।
উৎপাট্য কুপিতো দৈত্যস্তরুং ফলসমন্বিতম্ ॥ ২২
নিজঘান ছয়ান শ্রেষ্ঠান্ কুবেরস্য মহাত্মনঃ
তস্য কর্ম্ম মহাঘোরং দৃষ্ট্বা সর্বে মহাসুরাঃ ॥ ২৩

গৃধ্র (শকুনি)-রূপী হংসগণে এই নদী আবৃত ছিল। মদ্য ও মাংসগণের কলরবে উহা মুখরিত ছিল। বসারূপী ফেন-রাশিতে উহা ব্যাপ্ত ছিল এবং চারিদিকে নানা চীৎকারই উহার নাদ ছিল। ৯

যুদ্ধভূমিতে প্রবাহিত এই মহানদী কাপুরুষগণের পক্ষে পার হওয়া সেইরূপ কঠিন ছিল, যেরূপ বর্ষাকালে জলরাশিতে বর্দ্ধিত নদী পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে। হংসগণে এই নদী শোভিত ছিল। ১০

দেবতা ও দানবগণ এই দুস্তর নদীকে সেইভাবে পার হইয়া যাইলেন, যেরূপ পদ্মসমূহের পরাগে ধূসরবর্ণবিশিষ্ট পুষ্করিণীকে গজযূথপতিগণ অনায়াসেই পার হইয়া যায়। ১১

তারপর কুবেরদেব দেখিলেন যে, রথে উপবেশন করত অনুদ্রাদ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া যক্ষসৈন্যবাহিনীকে সবেগে বিনাশ করিতেছে। ১২

তখন যেরূপ বায়ু আকাশে মহামেঘমণ্ডলকে নিজের বলে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনপতি কুবের দৈত্য-সৈন্যদিগকে সংহার করিলেন। ১৩

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া পরাক্রমশালী অনুদ্রাদ সূর্য্যের সমান তেজস্বী রথের দ্বারা কুবেরের দিকে ধাবিত হইল। ১৪

ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দৈত্যবীর যুদ্ধের সম্মুখভাগে নিজের ধনু আকর্ষণ করিয়া মহাত্মা ধনপতি কুবেরের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ১৫

সেই বাণসমূহ কুবেরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরীর ভেদ করত পৃষ্ঠভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া যুদ্ধরত অন্যান্য যক্ষ ও রাক্ষসগণকেও স্থির লক্ষ্যে বিদ্ধ করিল। ১৬

অস্ত্রিত্বলা তেজস্বী ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আহত হইয়া কুবেরদেব সেই মহাসুরের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনুদ্রাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৭

তারপর ক্রুদ্ধ পরাক্রমশালী রাজা কুবের যক্ষগণের সহিত সেই দানবের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৮

যেরূপ কোনও বৃষ শীঘ্র উপস্থিত শরৎকালের বৃষ্টিকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া চক্ষু বন্ধ করত সেই বৃষ্টির আঘাত নীরবে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাসুর দৈত্য অনুদ্রাদ কুবেরের দ্বারা সহসা নিক্ষিপ্ত সেই ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে চক্ষু বন্ধ করিয়া নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। ১৯-২০

কুবেরের বাণবর্ষণে রোষাবিষ্ট সেই মহাসুর অনুদ্রাদ আরও ভীত না হইয়া ইন্দ্রকেতুর ন্যায় বিশাল এক বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় বৃহদাকার ছিল, নব নব অঙ্কুর ও পল্লবশালী ছিল এবং ফলে পূর্ণ ছিল। কুপিত দৈত্য এই বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া তাহার দ্বারা মহাত্মা কুবেরের শ্রেষ্ঠ অনুচরগণকে বিনাশ করিল। ২১-২২।

তাহার এই মহাঘোর কর্ম্ম দেখিয়া সমস্ত মহাসুরগণ অনু-

সিংহনাদং নদন্তি স্ম অসুরাদপ্রহর্ষিতাঃ
তয়োস্তু তুমুলং যুদ্ধং সংজজ্ঞে দেবদৈত্যয়োঃ ॥ ২৪
ততস্তৌ ক্রোধরক্তাক্ষাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ
অস্ত্রাস্ত্রং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্ঘোরৈর্জগ্মতুরাহবে ॥ ২৫
ত্রিদশা দানবান্ সর্বে মথিতা প্রাণসংশয়া
দানবৈস্ত্রিদশাশ্চাপি ক্রুদ্ধৈর্ভুবি নিপাতিতাঃ ॥ ২৬
দানবাস্তথ সংক্রুদ্ধাস্ত্রিশাখৈস্ত্রিশিখৈঃ শরৈঃ।
বিদার্যমাণা দৈত্যৌঘৈস্ত্রিদশাস্তু মহাবলাঃ।
অমথিততরাশ্চক্রুর্যুদ্ধকর্ম্মাণ্যভীতবৎ ॥ ২৮
তৈর্গদাভিঃ সুতীক্ষ্ণাভিঃ পট্টিশৈঃ শূলমুদ্গরৈঃ।
পরিঘৈশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্দানবাঃ পীড়িতাঃ শরৈঃ ॥ ২৯
শরনির্ভিন্নগাত্রাশ্চ খড়্গবিচ্ছিন্নবক্ষসঃ।
ক্ষয়ং জগ্মুস্তে শিলাশ্চৈব ক্রমাংশ্চাসুরসত্তমাঃ ॥ ৩০

ঘ্রাণের দ্বারা অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥২৩॥

এই দেব (কুবের) ও দৈত্যের (অসুরাদের) মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয়েরই চক্ষু এই সময় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উভয়েই এই যুদ্ধে পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬

সমস্ত দেবগণ এই সময় দানবযোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দানবেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল ॥ ২৮

দানবগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রতুল্য তেজস্বী ও রক্তপঙ্কশোভিত সরলগামী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দেবতাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৭

দৈত্যসমূহের দ্বারা বিদারিত হইতে থাকিয়া মহাবল দেবগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে নানাবিধ যুদ্ধকর্ম করিয়া যাইলেন ॥ ২৮

ইহারা ভয়ঙ্কর গদা, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর, পরিঘ এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা দানবগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

সেই অসুরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের অস্ত্র বাণসমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইল এবং ইহাদের বক্ষ খড়্গের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ; কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহারা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড ও বৃক্ষ হস্তে গ্রহণ করিল ॥ ৩০

সেই ভয়ঙ্কর বেগশালী শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য বারংবার

তে তীব্রবেগা বিক্ষিপ্তা বর্দ্ধমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
যমদণ্ডনিভান্ বীর্য্যাদ্ধুতশোভশ সহস্রশঃ ॥ ৩১
ততস্তু তুমুলং যুদ্ধং তেষাং সমভিবর্ত্তত।
শিলাভির্বিপুলাভিশ্চ দ্রুমশৈশ্চৈব পাদপৈঃ ॥ ৩২
পরিঘৈঃ পট্টিশৈর্ভল্লৈর্ভিন্দিপালৈঃ পরশ্বধৈঃ
কেচিন্নিকৃত্তশিরসঃ কেচিচ্চ বিদলীকৃতাঃ ॥ ৩৩
কেচিদ্ বিনিহতা ভূমৌ রুধিরার্দ্রাঃ সুরাসুরাঃ।
কেচিদ্ রথাদ্গিরাগ্রেষ্টাঃ পরস্পরবধার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৪
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিচ্ছিন্নপাদাশ্চ শেরতে।
বিদারিতাস্ত্রিশূলৈশ্চ কেচিত্তত্র গতাসবঃ ॥ ৩৫
তৎ সুভীমং মহদ্ যুদ্ধং দেবদানবসঙ্কুলম্
বভূব তুমুলং যুদ্ধং শিলাপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ৩৬
বভূর্জ্যাতন্ত্রিমধুরং ত্রিক্কাতালসমন্বিতম্
আর্ত্তস্বনিতঘোষাঢ্যং যুদ্ধং গান্ধর্ব্বমাবভৌ ॥ ৩৭

গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বল-পরাক্রমে দেবগণকে মর্দিত করিয়া ফেলিল ॥ ৩১

তদনন্তর তাঁহাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। তাঁহারা বড় বড় শিলাখণ্ড, শত শত বৃক্ষ, পরিঘ, পট্টিশ, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও পরশ্বধসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২॥

এই সবের আঘাতে কাহারও মস্তক উড়িয়া যাইল, কাহারা বিদীর্ণ হইল এবং কাহারা ভূতলে পতিত হইয়া নিহত হইল। এইভাবে সমস্ত দেবতা ও দানবগণ রক্তে আপ্লুত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৩॥

পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া কত যোদ্ধা যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া যাইল। কাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইল। বহু যোদ্ধা পদ ছিন্ন হইয়া ধরাতলে ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিল এবং অনেকে ত্রিশূলসমূহের দ্বারা বিদারিত হইয়া প্রাণহীন হইল ॥ ৩৪-৩৫

দেবতা ও দানবগণের দ্বারা পরিপূর্ণ এই মহাযুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং শিলা ও বৃক্ষসমূহের প্রহারে ব্যাপ্ত থাকায় এই যুদ্ধ আরও তুমুলাকার ধারণ করিল ॥ ৩৬

সেখানে ধনুর গুণরূপী বীণার মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হইতেছিল। যোদ্ধাগণের মধ্যে যে হিক্কা হইতেছিল, তাহাই তখন তালরূপে পরিণত হইয়াছিল। পীড়িতগণের আর্তনাদই মৃদঙ্গাদি বাদ্য-সমূহের ধ্বনিরূপে পূর্ণ ছিল। এইভাবে এই যুদ্ধ গান্ধর্ব-মহোৎসবের (সঙ্গীত-সমারোহের) ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৭

কুবেরঃ স বহুস্পার্শির্ধানবান্ রণমূর্দ্ধনি ।
দিশো বিদ্রাবয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৮
কুবেরেণার্দ্দিতং সৈন্যং বিদ্রুতং প্রেক্ষ্য দানবঃ ।
অভ্যদ্রবদনুহ্লাদঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্ ॥ ৩৯
ক্রোধাদ্ বিগুণরক্তাক্ষঃ পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ ।
শিলাং তাং পাতয়ামাস কুবেরস্য রথোত্তমে ॥ ৪০
আপতন্তীং শিলাং দৃষ্ট্বা গদাপাণির্ধনাধিপঃ ।
সখাদাপ্লুত্য বেগেন বসুধায়াং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৪১
সচক্রকূবরদ্বয়ং সধ্বজং সশরাসনম্ ।
ভঙ্ক্ত্বা রথোত্তমং তস্য নিপপাত শিলা ভুবি ॥ ৪২
বিমথ্য তু কুবেরস্য প্রহ্লাদস্যানুজো রথম্ ।
শূরাণাং কদনং চক্রে সঙ্কর্ষবিটপৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ৪৩
নিভিন্নশিরসো ভগ্নাস্ত্রিবক্ষাঃ শোণিতোক্ষিতাঃ ।
দ্রুমপ্রবাধিতাঙ্গাশ্চ নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৪৪

বিদ্রাবো বিপুলঃ সৈন্যমনুহ্লাদো মহাসুরঃ ।
গিরিশৃঙ্গং গৃহীত্বা তু কুবেরমভিদুদ্রুবে ॥ ৪৫
তমাপতন্তং ধনদো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ।
বিনদিত্বাহ্বয়ামাস দানবেন্দ্রং মহাবলম্ ॥ ৪৬
তস্য দৈত্যস্য সংক্রুদ্ধো গদাং তাং বহুকণ্টকাম্ ।
চিক্ষেপাতুল বিক্রান্তো দানবস্যোরসি প্রভো ॥ ৪৭
দৈত্যঃ স ক্রোধতাম্রাক্ষস্তং প্রহারমচিন্তয়ন্
বিত্তেশস্যোপরি তদা গিরিশৃঙ্গমপাতয়ৎ ॥ ৪৮
স বিস্ফুলিতসর্ব্বাঙ্গো গিরিশৃঙ্গেণ তাড়িতঃ ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিশীর্ণ ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৪৯
বিত্তেশং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে তে যক্ষ-রাক্ষসাঃ ।
পরিবার্য্য মহাত্মানং তস্থুর্ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৫০
মুহূর্ত্তং বিহ্বলো ভূত্বা পুনর্বিশ্রবসঃ সুতঃ
উপতস্থে ऽ সহসা ধনদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫১

সেই সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কুবের হাতে ধনু লইয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে বাণবর্ষণের দ্বারা দানবগণকে নানাদিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ৩৮

নিজের সৈন্যগণকে কুবেরের দ্বারা পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া দানব অনুহ্লাদ এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লইয়া কুবেরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩৯

সেই সময় ইহার চক্ষু ক্রোধে বিগুণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই অনুহ্লাদ নিজের পিতা হিরণ্যকশিপুর তুল্য পরাক্রমশালী ছিল। সে তখন সেই শিলাখণ্ডকে কুবেরের উত্তম রথের উপর নিক্ষেপ করিয়া দিল ॥ ৪০

সেই শিলাকে আসিতে দেখিয়া হাতে গদা গ্রহণ করত কুবের নিজের রথ হইতে সবেগে লম্ফপ্রদান করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

সেই শিলা কুবেরের উত্তম রথকে চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ ও ধনুসহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪২

কুবেরের রথকে বিনষ্ট করিয়া দিয়া প্রহ্লাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুহ্লাদ স্কন্ধ ও শাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা দেবপক্ষের বীরগণকে পীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৪৩

ইহাতে দেবগণের মস্তক উড়িয়া যাইল, অঙ্গ ভগ্ন হইল এবং তাঁহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষের প্রহারে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৪

মহাসুর অনুহ্লাদ দেবগণের বিনাশে সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া এক পর্ব্বতশিখর গ্রহণ করত কুবেরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪৫

তাহাকে আসিতে দেখিয়া পরাক্রমশালী কুবের গদা উত্তোলিত করিয়া গর্জন করত সেই মহাবল দানবরাজকে আহ্বান করিলেন ॥ ৪৬

পরে হে জনমেজয়! ধনপতি কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিনির্গতশরীর দানব অনুহ্লাদের বক্ষে বহু কণ্টকে পূর্ণ গদার দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৪৭

কিন্তু ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত দৈত্য তাঁহার সেই প্রহারের কথা চিন্তা না করিয়াই ধনপতি কুবেরের উপর সেই পর্ব্বতশিখর নিক্ষেপ করিল ॥ ৪৮

এই পর্ব্বতশিখরের দ্বারা তাড়িত হইয়া কুবেরের সর্ব্বাঙ্গ বিহ্বল ব্যাকুল হইয়া যাইল এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সহসা তিনি ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৯

মহাত্মা ধনেশ্বরকে বিহ্বল হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল থাকিবার পর বিশ্রবার পুত্র ধনদাতা কুবের

স নানদ মহানাদং ত্রৈলোক্যমতিনাদয়ন্ ।
জনয়ন্নিব নির্ঘোষং বিধমন্নিব পর্ব্বতান্ ॥ ৫২
তমবধ্যন্ত বিজ্ঞায় নিহন্তুং পুনরুত্থিতম্ ।
প্রেক্ষ্য পিঙ্গাক্ষমায়ান্তং দানবা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৫৩
তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বানুহ্রাদো দ্রুমরোঽব্রবীৎ ।
কালনেমিং দানবঞ্চ বীর্য্যদর্পসমন্বিতম্ ॥ ৫৪
আত্মানঞ্চৈব বীর্য্যঞ্চ বিমৃত্যাভিজনং তথা
ক্ব গচ্ছধ ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা ইব দানবাঃ ॥ ৫৫
নিবর্ত্তধ্বং মহাবীর্য্যাঃ কিং প্রাণান পরিরক্ষধ ।
নালং যুদ্ধায় বঃ কোঽয়ং মহতীয়ং বিভীষিকা ॥ ৫৬
এতাং বিভীষিকাং তস্তু দানবানাং সমুত্থিতাম্
বিক্রম্য বিধমিষ্যামি নিবর্ত্তধ্বং মহাসুরাঃ ॥ ৫৭
তেঽসুরাঃ সন্নিবৃত্তাশ্চ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ
নিজঘ্নুঃ পরমক্রুদ্ধা দেবসৈন্যং মহাসুরাঃ ॥ ৫৮
ক্ষীণপ্রহরণাঃ কেচিন্মহাদ্রেণনিভস্বনাঃ
দর্শেণোৎকটা ভূজৈরেব সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ৫৯
প্রাংশুভিশ্চৈব কাষ্ঠৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ ।
বাহুভিশ্চ তথান্যোন্যমাক্ষিপন্তি স্ম বেগিতাঃ ॥ ৬০
মুষ্টিভিশ্চ তলৈশ্চৈব নখপাতৈর্দ্দারবলাঃ ।
পাদপৈশ্চ মহাশাখৈরযুধ্যন্ত রণাজিরে ॥ ৬১
অনুহ্রাদস্তু সংক্রুদ্ধো দেবতানাং মহাচমূম্ ।
ক্ষময় পরমাস্ত্রজ্ঞো বনাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ৬২
রুধিরার্দ্রাস্তু বহবঃ শেরতে যোধসত্তমাঃ
বিকৃতাঃ পতিতা ভূমৌ তাম্রপুষ্পা ইব দ্রুমাঃ ॥ ৬৩
অনুহ্রাদস্য বিক্রান্তো দেবাংস্ত্রাশৌঘবেগমান্ ।
ঘ্নতামানস্তু সমরে বাসবস্তমিশিতাঞ্জরান্ ॥ ৬৪
ধনাধিপেন বিদ্ধস্তু অনুহ্রাদস্তু সংযুগে ।
অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্তু মুখান্নিশ্চেরুরুচ্ছিখঃ ॥ ৬৫
অথ বাণসহস্রেণ বিত্তেশং দানবোত্তমঃ ।
বিব্যাধ স শরৈঃ ক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৬৬

পুনরায় সহসা উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন লোককে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সিংহনাদ মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন করিতে ও পর্ব্বতসকলকেও যেন নিপাতিত করিতে লাগিল ॥ ৫১-৫২

পিঙ্গলনয়ন কুবের অবধ্য এবং দানবগণকে বধ করিবার জন্য পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সমস্ত দানবেরা পলাইয়া যাইল ॥ ৫৩

তাহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অনুহ্র অনুহ্রাদ বলিল,—মহাপরাক্রমশালী দানবগণ! তোমরা বলশালী ও গর্ব্বিত কালনেমিকে, নিজেকে ও নিজেদের পরাক্রম এবং কুলকে ভুলিয়া নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যদিগের তুল্য ভয়ে ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? ফিরিয়া এস। নিজেদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছ কেন? এই যক্ষ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাহার এই গর্জ্জন মহতী বিভীষিকামাত্র ॥ ৫৪-৫৬

মহাসুরগণ। তোমরা নিবৃত্ত হও—ফিরিয়া এস। দানবগণের জন্য যাহা উত্থিত হইয়াছে, যক্ষরাজের সেই বিভীষিকাকে আমি পরাক্রমপূর্ব্বক নষ্ট করিয়া দিব ॥ ৫৭

ইহা শুনিয়া মদমত্ত হস্তিগণের ন্যায় সেই অসুরগণ ফিরিয়া আসিল এবং মহাসুরেরা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৫৮

কত দৈত্য নিজেদের অস্ত্রসমূহ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কেবল মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছিল। কত দৈত্য আবার নিজের বলগর্ব্বে উদ্ধত হইয়া বাহুযুদ্ধের দ্বারাই প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫৯

এই মহাবলশালী যোদ্ধারা উচ্চ উচ্চ কাষ্ঠ, শিলা ও বাহুসকলের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৬০

মহাবল সৈন্যগণ এই রণাঙ্গনে মুষ্টি, তল (চড়-চাপড়) নখাঘাত ও বড় বড় শাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৬১

অতিশয় ক্রুদ্ধ অনুহ্রাদ অস্ত্রজ্ঞানের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়া দেবগণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে ক্ষয়িত করিল, যেরূপ প্রজ্বলিত দাবানল বনকে ধ্বংস করিয়া থাকে ॥ ৬২

বহু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা রক্তে ভিজিয়া গিয়া বিকৃত অবস্থায় রণভূমিতে পতিত হইয়া শুইয়াছিল। তাহারা তখন রক্তবর্ণ পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬৩

পরাক্রমশালী কুবেরদেব সমরাঙ্গনে যুদ্ধরত অনুহ্রাদের উপর বিষয় সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন ॥ ৬৪

যুদ্ধে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের দ্বারা বাণবিদ্ধ হইয়া অনুহ্রাদের মুখ হইতে ক্রোধবশতঃ অঙ্গারযুক্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৬৫

তখন কুপিত হইয়া দণ্ডধারী যমের ন্যায় দানবশ্রেষ্ঠ অনুহ্রাদ ধনপতি কুবেরকে নিজের সহস্র বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল ॥ ৬৬

কুবেরস্তু শরৈর্ভিন্নঃ সমন্তাৎ ক্ষতজোক্ষিতঃ।
রুধিরং পরিসুস্রাব গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥ ৬৭
লব্ধ্বা স তু পুনঃ সংজ্ঞাং রোষরক্তেক্ষণঃ সুরঃ।
গদামথ সমাসাদ্য ভীমাং ভীমপরাক্রমঃ।
চিক্ষেপ দৈত্যমুদ্দিশ্য বলাৎ ক্রোধেন মূর্ছিতঃ ॥ ৬৮
অপ্রাপ্তানন্তরে সোঽথ তাং গদাং গদয়াসুরঃ।
বভঞ্জ বিনদন্ ক্রুদ্ধস্তদাশ্চর্য্যমভূত্তদা ॥ ৬৯
প্রগৃহ্য তু গদাং ভূয়ো হুঙ্কিপ্তদ্রাব দানবম্।
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বৈব অনুহ্লাদো মহাবলঃ ॥ ৭০
গিরিশৃঙ্গমথোৎপাট্য কৈলাসাচলসন্নিভম্।
ধনাধিপং প্রদুদ্রাব ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৭১
তমন্তকমিবায়ান্তমজেয়ং সকলৈঃ সুরৈঃ।
গ্রসন্তমিব তং দৈত্যং ত্রৈলোক্যমখিলং ক্রমা ॥ ৭২
তমালোক্য তথাভূতং ধনাধ্যক্ষো ভয়ং ভয়াৎ।
অপহায় যযৌ তত্র যত্র শক্রঃ সুরাধিপঃ ॥ ৭৩
তস্য চাপি মহৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা বিত্তপতিস্তদা।
জগাম ভয়সন্ত্রস্তো যত্র সেন্দ্রঃ শচীপতিঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে দেবাসুরসংগ্রামে অনুহ্লাদকুবেরযুদ্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বদিকে বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া কুবের রক্তে স্নাত হইয়া যাইলেন এবং যেরূপ ঝরনাসমূহে যুক্ত পর্ব্বত জলধারা প্রবাহিত করে, সেইরূপ নিজ অঙ্গ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন (ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন)॥ ৬৭

পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত রোষবশতঃ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভয়ানক পরাক্রমশালী দেব কুবের ভয়ঙ্কর গদা হস্তে গ্রহণ করত ক্রোধে যেন মূর্ছিত হইয়া সেই দৈত্যকে লক্ষ্য করিয়া উহা সবলে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬৮

কিন্তু ক্রুদ্ধ অসুর অনুহ্লাদ সেই গদা নিজের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সিংহনাদ করত স্বীয় গদার দ্বারা উহাকে মহাবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন ইহা যেন এক আশ্চর্য্যকর ঘটনা সংঘটিত হইল॥ ৬৯

কুবের পুনরায় অন্য একগদা লইয়া সেই দানবের দিকে ধাবিত হইলেন। মহাবল অনুহ্লাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৈলাস পর্ব্বতসদৃশ এক বিশাল পর্ব্বতশিখরকে উৎপাটিত করিয়া মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় ধনপতি কুবেরের দিকে ধাবিত হইল॥ ৭০-৭১

এই দৈত্য সমস্ত দেবগণের পক্ষেই অজেয় ছিল এবং যমরাজের সমানে রোষবশতঃ সম্পূর্ণ ত্রিলোকেই যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাকে সেইরূপে আসিতে দেখিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের ভয়বশতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া সেস্থ নে চলিয়া যাইলেন, যেস্থানে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ৭২-৭৩

তাঁহার এই মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া ধনপতি কুবের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং যেস্থানে শচীপতি ইন্দ্র ছিলেন, তথায় চলিয়া যাইলেন॥ ৭৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার প্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামে অনুহ্লাদ ও কুবেরের যুদ্ধবর্ণনবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিপ্রচিত্তিনা সহ বরুণস্য যুদ্ধং পরাজয়শ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিপ্রচিত্তিস্তু বরুণং দৈত্যানামাদিরব্রবীৎ
জহ্যানেষুগণৈঃ ক্রুদ্ধো দীপ্তৈরিব মহোরগৈঃ ॥ ১
স দহ্যমানো দৈত্যেন দীপ্তৈঃ শরগতস্তিভিঃ।
নাভ্যজানত কর্ত্তব্যং সংগ্রামে স জলেশ্বরঃ ॥ ২
সর্ব্বলোকেশ্বরস্যেব পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ
ন শক্নোত্যগ্রতঃ স্থাতুং বিপ্রচিত্তের্জলাধিপঃ ॥ ৩
যজ্ঞো নাম মহাব্যূহো নির্ভয়ঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
সংব্যূহ্য প্রত্যযুধ্যন্ত দানবা দেববাহিনীম্ ॥ ৪
বহ্নিজ্বালাসমং তত্র রবিমণ্ডলসন্নিভম্।
মুখমাভাতি দৈত্যস্য বিপ্রচিত্তের্মহাত্মনঃ ॥ ৫
বরুণস্তু মহাতেজা বিপ্রচিত্তিং মহাসুরম্।
প্রদহন্তিব তেজোভির্জিগীষুঃ প্রত্যবৈক্ষত ॥ ৬

স্রগ্দামমালাভরণঃ কেয়ূরাঙ্গদভূষণঃ।
জগ্রাহ পরিঘং দৈত্যঃ কৈলাসশিখরোপমম্ ॥ ৭
পিনদ্ধং কাঞ্চনৈঃ পট্টৈর্হেমমালিনমায়সম্
যমদণ্ডোপমং ঘোরং দৈত্যানাং ভয়নাশনম্ ॥ ৮
ভ্রাময়ামাস সংক্রুদ্ধো মহাশক্রধ্বজোপমম্।
বিননাদ বিবৃত্তাস্যো বিপ্রচিত্তির্মহাসুরঃ ॥ ৯
স কণ্ঠস্থেন নিষ্কেণ ভুজস্থৈরপি চাঙ্গদৈঃ।
কুণ্ডলাভ্যাং বিচিত্রাভ্যাং ভ্রাজতে কাঞ্চনস্রজা ॥ ১০
দানবো ভূষণৈর্ভাতি পরিঘেণায়সেন চ।
যথেন্দ্রধনুষা মেঘঃ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুমান্ ॥ ১১
প্রস্ফুরন্ পরিঘাগ্রেণ বাহুস্কন্ধাস্যলোচনঃ।
জজ্বাল চ সমুচ্ছ্রিতঃ সাঙ্কর্ষণ ইবানলঃ ॥ ১২

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিপ্রচিত্তির সহিত বরুণের যুদ্ধ ও পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দৈত্যগণের আদি-পুরুষ বিপ্রচিত্তি অবিনাশী দেব বরুণকে ক্রোধসহকারে নিজের মর্ম্মভেদী তুল্য অতিশয় তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিল। ১

এই দৈত্য যখন বাণরূপী প্রদীপ্ত কিরণসমূহের দ্বারা বরুণকে দগ্ধ করিতেছিল, তখন যুদ্ধস্থলে অবস্থিত জলপতি বরুণ ইহা বুঝিতে পারিলেন না যে, এখন আমার কি কর্ত্তব্য। ২

যেরূপ সর্ব্বলোকেশ্বর পরমাত্মার সম্মুখে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী অবস্থান করিতে পারেন না, সেইরূপ দানবরাজ বিপ্রচিত্তির অগ্রে জলপতি বরুণ অবস্থান করিতে পারিলেন না। ৩

যজ্ঞ নামক মহাব্যূহের মুখ সর্ব্বদিকেই থাকে, ইহাতে কোনরূপ ভয় থাকে না। এই ব্যূহ অবলম্বন করিয়া দানবগণ দেববাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪

মহাত্মা (অথবা বিশালদেহ) বিপচিত্তি নামক দৈত্যের মুখ সেস্থানে অগ্নিশিখা ও সূর্য্যমণ্ডলের সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। ৫

মহাতেজস্বী বরুণ জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিপ্রচিত্তি নামক মহাসুরের দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যেন তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৬

দৈত্য বিপ্রচিত্তি পুষ্পমালা এবং সুবর্ণাদির মালাসমূহে বিভূষিত ছিল। তাহার বাহুদ্বয়ে কেয়ূর ও অঙ্গদ ভূষিত ছিল। এই দৈত্য তখন কৈলাস-শিখরসদৃশ এক পরিঘ হস্তে গ্রহণ করিল। ৭

এই পরিঘের উপর স্বর্ণের পত্র আচ্ছাদন ছিল। লৌহনির্ম্মিত এই পরিঘ স্বর্ণের মালায় বিভূষিত ছিল। ইহা দেখিতে যম-দণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইলেও দৈত্যগণের ভয় নাশ করিতেছিল। ৮

মহাসুর বিপ্রচিত্তি অত্যন্ত কুপিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজসদৃশ বিশাল সেই পরিঘকে ঘুরাইল এবং মুখ বিস্তার করত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৯

এই দানব তখন কণ্ঠস্থিত সুবর্ণময় পদক, বাহুস্থিত অঙ্গদ-সমূহ, কর্ণদ্বয়ে বিচিত্র কুণ্ডলযুগল এবং বক্ষঃস্থলে সুবর্ণের হারে শোভমান হইতেছিল। ১০

লৌহের পরিঘ এবং স্বর্ণের আভরণসমূহে যুক্ত এই দানব বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১১

পরিঘনামক অস্ত্রের দ্বারা বাহুসমূহকে সঞ্চালিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদকারী এই দৈত্য বিপ্রচিত্তি মুখ ও নিশ্বাসহ প্রলয়কালীন অগ্নির সমান প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১২

বিদ্যাধরগণৈঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বনগরৈরপি
সহ চৈবামরাবত্যা সিদ্ধলোকৈস্তথা সহ ॥ ১৩
গ্রহনক্ষত্রচিত্রং সার্কচন্দ্রবিভূষিতম্
দৈত্যেন্দ্রপরিঘোদ্ধূতং ভ্রমতীব নভস্তলম্ ॥ ১৪
দুরাসদঃ স্বপক্ষস্থে পরিঘাভরণক্ষমঃ।
সুরেন্দ্রনোঽসুরেন্দ্রাগ্র্যৈর্গান্ধারিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৫
ত্রিদশা বরুণশ্চৈব ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ।
তত্রাসৌন্নির্ভয়স্তেষাং কৌশিকো বাসবঃ প্রভুঃ ॥১৬
ভাস্করপ্রতিমং ঘোরং পরিঘং রৌদ্রদর্শনম্।
পাতয়ামাস সেনায়াং জলেশস্য স দানবঃ। ॥ ১৭
পতন্তং তেন সংগ্রামে জলেশস্য মহাত্মনঃ।
ভূতানাং শতসাহস্রং পরিঘেণ সমাহতম্।
তেষাং গাত্রাণি চাসাদ্য বাশীর্য্যন্ত সহস্রশঃ ॥ ১৮
বিশীর্য্যমাণং বিবভাবুল্কাশতমিবাম্বরে।
ভূয়শ্চৈনং তদাত্রাসা বরুণায় ন্যপাতয়ৎ ॥ ১৯

পাত্যমানে তদা তস্মিন্নরীরে বারুণে তদা
স ভিন্নঃ পরিঘো ঘোরো দেবগাত্রে ব্যশীর্য্যত ॥ ২০
শীর্য্যমাণস্য চূর্ণানি খদ্যোতা ইব চাম্বরে
ন তু তেন প্রহারেণ স চচাল জলাধিপঃ ॥ ২১
পরিঘেণ হতঃ সংখ্যে যথা বজ্রহতোঽচলঃ।
স্বসৈন্যেষ্বপি ভগ্নেষু ভিন্নদেহেষু চাহবে ॥ ২২
মুহূর্ত্তমভবৎ ক্ষোভস্তদা সম্পতিতমর্ষণঃ।
সোঽমর্ষঞ্চ সমাপন্নো বরুণোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ২৩
সর্ব্বসংহারমকরোৎ স্বপক্ষস্যারিমর্দ্দনঃ
স সাগরৈশ্চতুর্ভিশ্চ বৃতো দীপ্তৈশ্চ পন্নগৈঃ ॥ ২৪
শঙ্খমুক্তামণিচিতো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ।
পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥ ২৫
বরুণঃ পাশধৃক্ শ্রীমান্ কুর্ম্মনীনসমাকুলঃ।
বরুণস্তু তদা ক্রুদ্ধস্তান্নিরীক্ষ্য স্বসৈনিকান্ ॥ ২৬

বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বনগরসমূহ, অমরাবতীপুরী এবং সিদ্ধলোক-সকলের সহিত ও গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডল সহ সূর্য্য এবং চন্দ্রে বিভূষিত আকাশে এই দৈত্যরাজের পরিঘে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যেন ঘুরিতে লাগিল। ১৩-১৪

পরিঘাস্ত্র ধারণ করিতে ও সর্ব্বদিকে ঘুরাইতে সমর্থ এই দৈত্য তখন ক্রুদ্ধ হইয়া যাইল। অতিবুলা তেজস্বী এই অসুররাজ বিপ্রচিত্তি প্রলয়কালের অগ্নির সমান উত্থিত হইল এবং দেবগণ ইহার তাপে ইন্ধনের (কাষ্ঠের) ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ১৫

দেবগণ ও বরুণ ইহার ভয়ে স্পন্দিত হইতেও পারিলেন না। এস্থানে একমাত্র সাধর্ম্যশালী কৌশিক ইন্দ্রই নির্ভয় ছিলেন। ১৬

এই দানব বিপ্রচিত্তি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর পরিঘকে জলেশ্বর বরুণের সৈন্যের উপর পাতিত করিল। ১৭

সংগ্রাম ভূমিতে পতিত হইতে হইতে সেই পরিঘ মহাত্মা বরুণের এক লক্ষ ভূতকে হতাহত করিল। এই পরিঘের আঘাতে তাহাদের শরীর সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া যাইল। ১৮

ক্রমে বিদীর্ণ হইতে হইতে বরুণের সৈন্যগণ আকাশে শত উল্কার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তদনন্তর বিপ্রচিত্তি পুনরায় সেই পরিঘকে ঘুরাইয়া বরুণের উপর নিক্ষেপ করিল। ১৯

বরুণের শরীরে পতিত হইতেই সেই পরিঘ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইল। এই ভয়ঙ্কর পরিঘ বরুণদেবের শরীরে আঘাত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। ২০

খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত হইবার সময় সেই পরিঘের চূর্ণ-সমূহ আকাশে জোনাকীপোকাসকলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু এই প্রহারে জলেশ্বর বরুণ বিচলিত হইলেন না। পরিঘের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যুদ্ধে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১।

যুদ্ধস্থলে নিজের সৈন্যগণ ভগ্ন ও আহত হইয়া পড়িলেও অমর্ষপরায়ণ জলেশ্বর বরুণ মুহূর্ত্তকাল ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর অমিত পরাক্রমশালী বরুণদেব আরও অমর্ষপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। ২২-২৩

তাহার পর সত্যসন্ধ বরুণ বীরগণের সমস্ত সৈন্যদিগকে পূর্ণরূপে সংগঠিত করিলেন। তিনি জলময় শরীর ধারণ করত শঙ্খ ও মুক্তামণিসমূহে বিভূষিত হইলেন। এই সময় চার সমুদ্র ইহাকে পরিবেষ্টিত করিল এবং তেজস্বী সর্পগণও ইহার সহিত অবস্থান করিতে লাগিল। ইহার শ্বেত বস্ত্র বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং ইনি নানাবিধ রত্নসমূহে বিভূষিত ছিলেন। ২৪-২৫

কচ্ছপ ও মৎস্যসকলে পরিব্যাপ্ত, পাশধারী শ্রীমান্ বরুণদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের সৈন্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং

উবাচ দৃষ্ট্বা বৃত্রাণাং দানবানাং ভিদাংসয়া
অহমেনং হনিষ্যামি তয়ং মুঞ্চত্ব তু বৃত্রত ॥ ২৭
ততস্তে পন্নগাঃ সর্বে মহার্ণবতলাশ্রয়াঃ।
জগ্মুর্দৈত্যান্ রণমুখে নদন্তো ভয়বৃদ্ধিনঃ ॥ ২৮
তে তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুসলৈস্তথা
অভ্যঘ্নন্ দানবান্ হৃষ্টা মুদিতা বরুণানুগাঃ ॥ ২৯
বিপ্রচিত্তিস্তু সংক্রুদ্ধো মহাবলপরাক্রমঃ
পন্নগানাং শরীরাণি ব্যধমদ্ বৃত্রহর্ম্মদঃ ॥ ৩০
গরুড়েনাপি চাস্ত্রেণ পন্নগান্ দানবোত্তমঃ
সমরে ত্রাতয়ামাস গরুড়ঃ পন্নগাশনৈঃ ॥ ৩১
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ শাতকুম্ভবিভূষিতৈঃ।
পন্নগান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩২
সমরে ভিন্নগাত্রাস্তে পন্নগাঃ শরপীড়িতাঃ
পেতুর্গতিতসর্ব্বাঙ্গা গঙ্গা ইব মহাগজৈঃ ॥ ৩৩
তপন্তং ভার্গবাদিত্যং দীপ্তৈর্বাণগভস্তিভিঃ
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ সমরে বরুণঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
ততস্তু দানবাস্তত্র ভিন্নদেহাঃ সহস্রশঃ
ব্যথিতা বিদ্রবন্তি স্ম দিশো দশ বিচেতসঃ ॥ ৩৫
ইন্দ্রস্যার্থে পরাক্রম্য বরুণস্ত্যক্তজীবিতঃ
বিনর্দ্দমানো বুবুধে সমরে পাশভৃদ্বরঃ ॥ ৩৬
বরুণঃ পন্নগাশ্চৈব মুষ্টিভিঃ সমরোৎকটাঃ
অভ্যবর্ত্তন্ত সমরে বিপ্রচিত্তিং মহাসুরম্ ॥ ৩৭
ততোঽস্ত্রৈশ্চ শিলাভিশ্চ প্রাহরৎ স বলোৎকটঃ।
বাপোহস্য মহাতেজা বিপ্রচিত্তির্মহাসুরঃ ॥ ৩৮
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈঃ স মুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
বরুণস্য মহাবেগান্ বিভেদ সমরে হয়ান্ ॥ ৩৯
কর্ম্মণা তেন মহতা বিপ্রচিত্তের্মহাত্মনঃ।
অস্ত্রেরাজ্যাহুতস্যেব তেজঃ সমভিবর্দ্ধত ॥ ৪০
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ সুমুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
বারুণীং তাং মহাসেনাং নির্ম্মমন্থ মহাবলঃ ॥ ৪১

বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা দানবদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ কর। আমি এই দানব বিপ্রচিত্তিকে বধ করিব। তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাক ॥ ২৬-২৭

তারপর মহাসাগরের জলে নিবাসকারী সমস্ত সর্পগণ জয়াভিলাষী হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখভাগে দৈত্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

বরুণের অনুগামী হৃষ্ট ও উল্লসিত সর্পগণ নালীক, নারাচ, গদা ও মুসলসমূহের দ্বারা দানবদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

তখন মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী বৃত্রঘ্ন বিপ্রচিত্তি অত্যন্ত কুপিত হইয়া সর্পগণের শরীরসমূহ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০

দানবশ্রেষ্ঠ বিপ্রচিত্তি গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সর্পভোজী গরুড়গণের দ্বারা সমরাঙ্গণে সর্পদিগকে বধ করাইল ॥ ৩১

সমরাঙ্গণে বীর বিপ্রচিত্তি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত দুর্জয় সর্পগণকে ব্যথিত করিল ॥ ৩২

রণস্থলে বাণসমূহে পীড়িত ও ক্ষত-বিক্ষত দেহ সেই সর্পগণ সেই সময় বাণদের সর্ব্বাঙ্গ পন্নগরাজদিগের দ্বারা মথিত হইয়া গিয়াছে, সেই সব হস্তীর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৩

সেই সময় সমরাঙ্গণে বাণরূপী দীপ্তিমান্ কিরণসমূহের দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তাপপ্রদানকারী সেই দৈত্য বিপ্রচিত্তির দিকে প্রভাব-শালী বরুণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইলেন ॥ ৩৪

তখন ইঁহার দ্বারা শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় সেখানে পীড়িত সহস্র সহস্র দানব যেন অচেতন হইয়া দশদিকে পালায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৫

পাশধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বরুণদেব জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া পরাক্রম পূর্ব্বক গর্জন করিতে করিতে সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

বরুণ এবং সর্পগণ যুদ্ধে উৎকটবলশালী ছিলেন, ইঁহারা মুষ্টির দ্বারা শত্রুদিগকে প্রহার করিতে করিতে মহাসুর বিপ্রচিত্তিকে যুদ্ধস্থলে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৭

তাহার পর উৎকট বলশালী মহাতেজস্বী মহাসুর বিপ্রচিত্তি অস্ত্র ও শিলাসমূহের দ্বারা প্রহার করিল এবং শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিল ॥ ৩৮

তারপর নিজের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা বরুণের মহাবেগশালী অশ্বগণকে সমরাঙ্গণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল ॥ ৩৯

যেরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে পর অগ্নির তেজ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই মহৎকর্ম্মের দ্বারা মহাত্মা বিপ্রচিত্তির তেজ এবং প্রতাপ আরও বর্দ্ধিত হইল ॥ ৪০

সেই মহাবল দানব তখন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী ও

ক্ষীণাস্ত্রাং সায়কাক্রান্তাং শরজালেন মোহিতাম্ ।
মূলশক্ত্যষ্টিভিন্নাঙ্গ চকার কবিরোক্ষিতাম্ ॥ ৪২
স শরৈর্বাহ্নিসঙ্কাশৈঃ সুমুখৈর্নতপর্ব্বভিঃ ।
বরুণস্য মহাবেগান্ বিব্যাধ সমরে হয়ান ॥ ৪৩
অভিক্রুতোঽথ দৈত্যেন সৈন্যেন সলিলাধিপঃ ।
মহেন্দ্রং শরণং প্রাপ্তো বিপ্রচিত্তের্ভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনে বিপ্রচিত্তিযুদ্ধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা বরুণদেবের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিল । ৪১

এই দানব বরুণের সৈন্যবাহিনীর অশ্বসকলকে নষ্ট করিয়া দিল, তাঁহাদিগকে বাণসমূহে আক্রান্ত করিল ও নিজ বাণজালে মোহিত করিল । বিপ্রচিত্তি ইহাদের সকলকে মূল, শক্তি ও অষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া রক্তে আপ্লুত করিয়া দিল । ৪২

এই দানব উন্নতরূপে নিক্ষিপ্ত নতপর্ব্বযুক্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গনে বরুণদেবের মহাবেগশালী অশ্বগণকে আহত করিল । ৪৩

এই দৈত্য জলপতি বরুণকে সৈন্যসহ পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিল । সেই বরুণ যখন বিপ্রচিত্তির ভয়ে পীড়িত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন । ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে বরুণ ও বিপ্রচিত্তির যুদ্ধবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[অগ্নিদেবের দৈত্যানাং পরাজয়ঃ, বৃহস্পতিনাগ্নিদেবস্য স্তুতিশ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
পরাজয়ং তু দেবানাং দৃষ্ট্বাগ্নির্দেবসত্তমঃ ।
চকার বুদ্ধিং দৈত্যানাং বধে ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তুতঃ ॥ ১
স্বয়ম্প্রভায়াঃ শাণ্ডিল্যা যঃ পুত্রো হব্যবাহনঃ ।
হিরণ্যরেতাঃ পিঙ্গাক্ষো দেবদূতো হুতাশনঃ ॥ ২
রোহিতো লোহিতগ্রীবো ধূম্রো দাতা রবিঃ কবিঃ ।
পাবকো বিশ্বভুগ্ দেবঃ সর্ব্বদেবাননঃ প্রভুঃ ॥ ৩
সুব্রহ্মণ্যা সুবর্চ্চস্কঃ সহস্রার্চ্চিবিভাবসুঃ ।
কৃষ্ণবর্ত্মা চিত্রভানুর্দেবানামপি দেবরাট্ ॥ ৪
লোকসাক্ষী দ্বিজহুতঃ সদক্ষিণ্যান্ বষট্কৃতঃ ।
হব্যভুক্ শমীগর্ভযোনিঃ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ ॥ ৫
পাবনঃ সর্ব্বভূতানাং ত্রিদশানাং তপোনিধিঃ ।
শমনঃ সর্ব্বপাপানাং লেলিহানস্তপোময়ঃ ॥ ৬

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

[অগ্নিদেবের দ্বারা দৈত্যগণের পরাজয় এবং বৃহস্পতি কর্তৃক অগ্নিদেবের স্তুতি ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! দেবগণের এই পরাজয় দেখিয়া ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা স্তুত দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি দৈত্যদিগকে বধ করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন । ১

যিনি স্বয়ম্প্রভা শাণ্ডিলীর পুত্র, অগ্নিতে আহুত হবিঃ বহন করেন, সুবর্ণ যাঁহার রেতঃ (বীর্য্য), যাঁহার নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, দেবগণ যাঁহার আবাহন করেন, যিনি আহুতিতে প্রাপ্ত হবিঃ ভক্ষণ করেন, যাঁহার বর্ণ রক্ত, যাঁহার গ্রীবাও রক্তবর্ণ, যিনি সমস্ত দোষ হরণ করেন, যিনি হব্য-কব্যস্বরূপ, যিনি সকলকে পবিত্র করেন, যিনি বিশ্বভোক্তা অর্থাৎ সর্ব্বভুক্, যিনি সর্ব্বদা দেবতাগণের মুখ, যিনি সমস্ত দেবগণেরই মুখ, যিনি সব কিছুই করিতে সমর্থ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদ যাঁহার স্বরূপ, যিনি উত্তম তেজস্বী, যাঁহা হইতে সহস্র শিখা উত্থিত হয়, বিভাই (উৎকৃষ্ট প্রভাই) যাঁহার বসু (ধন), যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, যিনি বিচিত্র কিরণসমূহে প্রকাশিত হন, যিনি দেবগণেরও দেবরাজ, যিনি লোকসকলের সাক্ষী, দ্বিজগণ যাঁহাকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করেন, যিনি উত্তম দক্ষিণাসমূহে সম্পন্ন, যিনি বষট্কারস্বরূপ, যিনি হবিঃ ভক্ষণ করেন, শমীগর্ভ—অরণিই যাঁহার আবির্ভাবের দ্বিতীয় কারণ, যিনি সর্ব্বপ্রকার বৈদিক কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করেন, সমস্ত ভূতগণকে যিনি পবিত্র করেন, দেবতাগণের মধ্যে যিনি তপোনিধি (অথবা যিনি দেবগণেরও তপস্যার আশ্রয়স্বরূপ), সর্ব্ববিধ পাপকে যিনি শান্ত করেন,

প্রদক্ষিণাবর্তশিখঃ শুচিরোমা মধাকৃতিঃ
হব্যভুগ্ ভূতভব্যেশো যজ্ঞভাগহরো হরিঃ ॥ ৭
সোমপঃ সুরসাত্মেজ্যা ভূতেশঃ শুদ্ধভাতপাঃ।
অমৃত্যুঃ পাবকো ভূতির্ভূতাত্মা বৈ স্বধাধিপঃ ॥ ৮
স্বাহাপতিঃ সানগীতঃ সোমপূতাশনোঽগ্নিভূক্।
দেবদেবো মহাক্রোধো রুদ্রাস্ত্রো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৯
লোহিতাক্ষঃ বায়ুচক্রঃ রথমাস্থায় ভূতভৃক্।
ধূমকেতুর্ধূমশিখো নীলবাসা সুরোত্তমঃ ॥ ১০
উজ্জ্বলা দিব্যমাল্যেয়ং শস্ত্রং দেবো রণে মহান্
দানবানাং মহত্রাণি প্রমুষ্ণাত্যর্জুনানি চ ॥ ১১
দদাহ ভগবান্ বহ্নিঃ সংক্রুদ্ধঃ প্রলয়ে যথা
প্রাণো যঃ সর্বভূতানাং দেহে তিষ্ঠতি পঞ্চধা ॥ ১২
যস্তা যশ্চ হুতাশশ্চ সখা চ প্রভুরীশ্বর।
প্রভঞ্জনো যো লোকানাং যুগান্তে সর্বনাশনঃ ॥ ১৩
সপ্তস্বরগতা যস্য যোনির্গীতিরুদীর্যতে
যো দ্যাকাশময়ো দেবো দূরগঃ সর্বসম্ভবঃ ॥ ১৪
যশ্চ কর্তা বিকর্তা চ গতির্গতিমতাং প্রভুঃ
বেদকর্তা সমো লোকে ব্রহ্মণা যঃ সনাতনঃ ॥ ১৫
অমূর্তিমন্তং যং প্রাহুর্মহাভূতং মহত্তরম্
সোঽগ্নিং সমীরয়ামাস শমীগর্ভং সমীরণঃ ॥ ১৬
ত্রিদিবারোহিভির্মার্গৈর্ভ্রাজমানো দিশো দশ।
দানবানামভাবায় যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৭
মেদোমজ্জাময়ঃপঙ্কাং কেশশৈবলশালিনীম্
যোধনীর্ঘোপলবতাং মৃতদ্বিপতটাংকটাম্ ॥ ১৮
শোণিতোদাং রণে দৃষ্ট্বা সংগ্রামসরিতং বিভুঃ।
বহ্নিং প্রজ্বলয়ামাস দৈত্যানাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ১৯
তত্তোঽগ্নিরিন্দ্রিতজ্ঞান্ সর্বান্ প্রহারপ্রমুখাংস্তথা
পরাক্ষিপানঃ স বিভুঃ ক্রোশনাদো মহানভূৎ ॥ ২০

যিনি নিজের জ্বালাময়ী জিহ্বাকে সর্বদা লেলায়মান করিতে থাকেন, যিনি তপোময়, যাঁহার শিখা দক্ষিণদিকে ঘুরিতে থাকে, যাঁহার ধূম পবিত্র, যজ্ঞ যাঁহার স্বরূপ, যিনি হবিঃ ভোজন করেন, যিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের পতি, যিনি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন (যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া দেবতার নিকট উপস্থাপিত করেন), যিনি শ্রীহরিরই স্বরূপ, যিনি সোমপান করেন, যিনি অতিশয় মহাতেজস্বী, যিনি ভূতগণের (নিত্য সিদ্ধগণের অথবা প্রাণিগণের) পতি, যিনি মহাতপস্বী, অজের পাবক, ঈশ্বর্যস্বরূপ, সমস্ত ভূতগণের আত্মা এবং স্বধার পতি, সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা যাঁহার মহিমা গান করা হইয়াছে, যিনি স্বাহাদেবীর পতি, যিনি সোমরাজের দ্বারা পবিত্র সোমরস পান করেন, যাঁহার জন্য সোমরস নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শিলাখণ্ড (লোড়া) ধারণ করা হয়, যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি অত্যন্ত ক্রোধী, যিনি রুদ্রস্বরূপ এবং যিনি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই সমস্ত ভূতগণের ধারক, ধূমরূপী ধ্বজ ও শিখা-বিশিষ্ট, নীলবস্ত্রধারী, সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব ভগবান্ অগ্নি লোহিত-বর্ণের অশ্ববোজিত ও বায়ুরূপী চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করত রণাঙ্গনে দিব্য আয়োধন উদ্যত করিয়া এবং প্রলয়কালের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত, দক্ষ ও অর্জুন সংজ্ঞক দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২-১১॥

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে পঞ্চ প্রাণরূপে নিবাস করেন, যিনি অগ্নিদেবের সারথি ও সখা, যিনি প্রভাবশালী ও ঈশ্বর, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত লোকসকলকে ভক্ষণ (বিনাশ) করেন, যিনি সর্বসংহারকারী, যাঁহার উৎপত্তির কারণভূত আকাশ শ্রুতি-সমূহের দ্বারা সপ্তস্বরযুক্ত সংগীতজ্ঞের প্রাপ্ত হয় বলিয়া কথিত আছে, যিনি আকাশময় দেবতা, যিনি দূরগামী অর্থাৎ বহু দূর পর্যন্ত গমন করিবার শক্তি যাঁহার আছে, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ, যিনি কর্তা (সৃষ্টা) ও বিকর্তা (সংহারক), যিনি গতিশীল প্রাণিগণের গতি ও প্রভু, যিনি পরমাত্মার নিঃশ্বাসরূপে বেদমন্ত্রসমূহের প্রকাশকারী, যিনি জগতে ব্রহ্মার ন্যায় সনাতন পুরুষ এবং যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা মহান্ অমূর্ত মহাভূত বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সর্বপ্রেরক বায়ুদেব শমী গর্ভ হইতে উৎপন্ন অগ্নিদেবকে প্রেরণাদান করিয়া সবল করিলেন ॥ ১২-১৬

তখন অগ্নিদেব স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত নিজের জ্বালা-(শিখা) সমূহের দ্বারা দশ দিকে বর্ধিত হইয়া উঠিলেন এবং দানবগণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় তখন উত্থিত হইলেন ॥ ১৭

মেদ ও মজ্জা যাহার মধ্যে মহাপঙ্করূপে পরিণত হইয়াছিল, যাহা কেশরূপী শৈবাল (শেওলা)-সমূহে সুশোভিত, যোদ্ধা-গণের ছিন্ন মস্তকসমূহ যাহার মধ্যে প্রস্তরখণ্ডসকলের সমান প্রতীত হইতেছিল, রক্তরূপিণী সেই সংগ্রাম-নদীকে দেখিয়া দৈত্যগণের ভয়বর্ধনকারী ভগবান অগ্নিদেব সেই নদীকে আরও তীব্র গতিতে প্রবাহিত করিলেন ॥ ১৮-১৯

তদনন্তর সেই মহাসমরে গর্জন করিতে করিতে ব্যাপক

কেচিৎ প্রদীপ্তৈর্মুকুটৈঃ কেচিদ্দীপ্তৈঃ শিরোরুহৈঃ
কেচিৎ প্রদীপ্তবসনৈঃ কেচিদ্দীপ্তৈর্ভুজানলৈঃ ॥ ২১
কেচিৎ প্রদীপ্তৈরুরসি কেচিচ্ছ্রোত্রৈর্ধ্বজৈঃ রবৈঃ
অম্বরাণ্যত্র দৃশ্যন্তে প্রদীপ্তেনাগ্নিনা বৃতাঃ ॥ ২২
তাংস্তু যূথানি সর্ব্বাণি সত্ত্বজাংশ্চ রথোত্তমান্ ।
প্রয়ান্তি সমরে ভীতাঃ পাবকেন পরাজিতাঃ ॥ ২৩
ন চ পশ্যন্তি তে বহ্নিং প্রদীপ্তং ধ্বজিনীমুখে ।
দিশঃ খড়্গাংশ্চ মেঘাংশ্চ দীপ্তান্ পশ্যন্তি দানবাঃ ॥২৪
ধ্রুবঃ স্বয়ম্ভুবা সৃষ্টো যুগান্তস্তোয়যোনিনা ।
ইত্যেবং দানবাঃ সর্ব্বে মেনিরে ত্রস্তচেতসঃ ॥ ২৫
মযশ্চ শম্বরশ্চৈব মহামায়াবরৌ তদা ।
পার্জ্জন্যবায়বী মায়ে সৃজতাং বারিবিপ্লবে ॥২৬
তাভ্যাং বহ্নিঃ স মায়াভ্যাং সিচ্যমানঃ সমন্ততঃ ।
তোয়ৌঘৈঃ পর্ব্বতনিভৈর্মুহুশ্চিরতরদ্রুতে ॥ ২৭

শম্যমানে তু সমরে পাবকে দৈত্যনাশিনি ।
বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহত্তেজা বহ্নিমাহ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৮

গুরুরুবাচ ।

চিরপ্রবৃত্তঃ সুমুখ জলনাহ্বয় সর্ব্বভুক্
সপ্তজিহ্বাননঃ কামং লেলিহান মহাবল ॥ ২৯
আত্মা বায়ুস্তব বিভো শরীরং সর্ব্ববীরুধঃ
যোনিরাপশ্চ তে প্রোক্তা যোনিস্ত্বমসি চাত্মভূঃ ॥ ৩০
ঊর্দ্ধং চাবশ্চ গচ্ছন্তি সঙ্করন্তি চ পার্শ্বতঃ ।
অচ্চিস্তে মহাভাগ সর্ব্বতঃ প্রভবন্তি চ ॥ ৩১
ত্বমেবাগ্রে সর্ব্বমিদং ত্বয়ি সর্ব্বমিদং জগৎ
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥ ৩২
ত্বমগ্নে হবিষাং বাহুরেকস্ত্বমেব পরমং হবিঃ
যজন্তি চ সদা সত্ত্বাস্ত্বমেব পরমাধ্বরে ॥ ৩৩

অগ্নিদেব প্রহ্লাদাদি সমস্ত দৈত্যদিগকে পরাজিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০

তখন কাহাদের মুকুট জ্বলিতে লাগিল, কাহাদের মস্তকের কেশসমূহ জ্বলিয়া উঠিল। সেখানে সমস্ত অসুরগণকে প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা আবৃত হইয়া থাকিতে দেখা যাইত ॥ ২১-২২

সেই অগ্নিদেবের দ্বারা পরাজিত ও ভীত হইয়া সমস্ত দানবগণ সমরভূমিতে নিজের সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র এবং অনেক উত্তম রথসমূহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইত ॥ ২৩

এই দানবগণ দৈত্যদের সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। তাহারা সমস্ত দিক্‌কে, খড়্গ ও মেঘসকলকেও জ্বলিতে দেখিল ॥ ২৪

সেই ভীতচিত্ত সমস্ত দানবগণ ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই জলশায়ী ভগবান্ নারায়ণ অথবা জলের কারণভূত অগ্নিদেব প্রলয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৫

ময় ও শম্বর—এই দুই দানব সেই সময় অতিশয় মায়াবী ছিল। ইহারা উভয়ে সেখানে পার্জন্য ও বায়বীয় মায়া সৃষ্টি করিল। এই দুই অস্ত্র তখন জলবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৬

সেই দুই মায়া অর্থাৎ পার্জন্য ও বায়বীয় যখন পর্ব্বতসদৃশ জলপ্রবাহসমূহে অগ্নিদেবকে সর্ব্বদিকে সিঞ্চন আরম্ভ করিল, তখন সেই রণভূমিতে অগ্নির জ্বালা কিছু মন্দ হইয়া যাইল ॥ ২৭

সংগ্রামে দৈত্যনাশন অগ্নিদেব শান্ত হইলে পর মহাবলশালী বৃহস্পতি সেই অগ্নিদেবকে বলিলেন ॥ ২৮

দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেন,—অগ্নিদেব! সুবর্ণ আপনার বীর্য্য এবং আপনার মুখ সুন্দর। আপনি জ্বলন নামে বিখ্যাত ও সর্ব্বভুক্। আপনার মুখে সাতটি জিহ্বা আছে। আপনি সকলকে ক্ষীণ (ধ্বংস)-কারী। লম্বা লম্বমান জিহ্বার দ্বারা আপনি সব কিছুই লেহন করেন অর্থাৎ চাটিয়া থাকেন এবং আপনি মহাবলশালী। আপনার জয় হউক ॥ ২৯

বিভো (ব্যাপক)! বায়ু আপনার আত্মা। সর্ব্ব প্রকারের বৃক্ষ বনস্পতি আপনার শরীর। জলকে আপনার যোনি বলা হইয়াছে; কিন্তু আপনিও সেই জলের যোনি ॥ ৩০

মহাভাগ! আপনার জ্বালাসমূহ ঊর্দ্ধ ও নিম্নদিকেও গমন করে এবং পার্শ্বভাগেও সঞ্চরণ করে। আপনার জ্বালাসমূহের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বদিক্ হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৩১

অগ্নে! আপনিই সব কিছুই হইয়া থাকেন অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বস্বরূপ এবং এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি সমস্ত ভূতগণকে এবং সকল ভুবনকে ধারণ-পোষণ করেন ॥ ৩২

অগ্নে! একমাত্র আপনিই দেবগণের নিকট নিজ নিজ ভাগের হবিঃ উপস্থিত করিয়া থাকেন। আপনিই উত্তম হবিঃ। সংপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে সদা আপনারই যজন করেন ॥ ৩৩

ত্বমন্নং প্রাণিনাং ভুক্তে জগৎত্রাতাসি ত্বং প্রভো।
ত্বয়ি প্রবৃত্তো বিজয়স্ত্বয়ি লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৪
সর্ব্বাল্লোকাংস্ত্রীনিমান্ হব্যবাহ
প্রাপ্তে কালে ত্বং পচস্যেব দীপ্তঃ।
ত্বমেবৈকস্তপসে জাতবেদো
নান্যস্ত্বত্তো বিদ্যতে গোষু দেব ॥ ৩৫
বৃষাকপিঃ সিন্ধুপতিস্ত্বমগ্নে
মহামখেষ্বগ্র্যহরস্ত্বমেব।
বিশ্বস্য ভূয়স্ত্বমসি প্রসূতি-
স্ত্বক প্রতিষ্ঠা ভগবন্ প্রজানাম্ ॥ ৩৬
সৃজস্তপো রশ্মিভির্জাতবেদ-
স্তথৌষধীরোষধীনাং রসাংশ্চ।
বিশ্বং ত্বমাদায় যুগান্তকালে
স্রষ্টা ভবস্যানল সর্গকালে ॥ ৩৭
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাং যোনির্বেদেষু গীয়সে।
ত্বয়া দেবহিতার্থায় নিহতা দানবা রণে ॥ ৩৮
স্বযোনিস্তে মহাতেজস্তোয়ং মথশতাচ্চিতম্
তাং স্বযোনিং সমাসাদ্য কিং বিষীদসি পাবক ॥ ৩৯
ত্রায়স্ব সমরে দেবান্ দৈত্যেভ্যঃ সুরসত্তম।
পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ত্মন্ হুতাশন ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনেঽগ্নিস্তবে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

প্রভো! আপনি সমস্ত প্রাণিগণের অন্ন ভোজন করেন এবং আপনিই সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষা করেন। আপনার মধ্যেই বিজয়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং আপনার মধ্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৪

হব্যবহনকারী দেব! প্রলয়কাল আসিলে পর আপনি প্রজ্বলিত হইয়া এই সম্পূর্ণ ত্রিলোককে পাক করেন অর্থাৎ দগ্ধ করেন। অগ্নিদেব! একমাত্র আপনিই সূর্য্যরূপে তাপদান করেন। আপনি ব্যতীত অন্য কেহই সেই কিরণসমূহে তাপদায়ক হন না ॥ ৩৫

অগ্নে! আপনিই সূর্য্যরূপে জলকে বর্ষণ করেন ও শুষ্ক করেন। আপনিই সিন্ধুপতি এবং মহাযজ্ঞসমূহে আপনিই অগ্র-ভাগের অধিকারী। ভগবন্! আপনি এই বিরাট্ বিশ্বের প্রসবস্থান এবং আপনিই সমস্ত প্রজাগণের আধার ॥ ৩৬

অগ্নিদেব! আপনি নিজের কিরণসমূহের দ্বারা জলের সৃষ্টি করেন। আপনিই ওষধি ও তাহাদের রসসমূহের উৎপাদক। অনল! আপনি যুগান্তকালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে লইয়া নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া থাকেন এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় জগৎ-সংসারের স্রষ্টা হন ॥ ৩৭

অগ্নিদেব! সকল বেদে আপনিই সমস্ত প্রাণিগণের যোনি বলিয়া বর্ণিত হন। দেব! আপনিই দেবগণের হিতের জন্য রণভূমিতে দানবদিগকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩৮

শত শত যজ্ঞসমূহের দ্বারা পূজিত মহাতেজস্বী পাবক! জল আপনার নিজ যোনি। সেই নিজ যোনিকে প্রাপ্ত হইয়া আপনি কেন বিষাদ করিতেছেন? ৩৯

সুরশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণবর্ত্মন্! পিঙ্গলনয়ন! লোহিতগ্রীব! হুতাশন! আপনি সমরাঙ্গণে দৈত্যদের নিকট হইতে দেবগণকে রক্ষা করুন ॥ ৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে অগ্নিদেবের স্তুতিবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজানং বলিং প্রতি প্রহ্লাদস্য বাক্যম্, দেবসৈন্যানামুপরি বলেরাক্রমণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহস্পতেস্তু বচনং শ্রুত্বা সত্যং সমীরিতম্।
ভূয়ঃ প্রজজ্বাল রণে হবির্যেব মহামখে ॥ ১
হত্বাস্ত্র মায়া দৈত্যানাং প্রদীপ্তেনাগ্নিনা রণে।
হতমায়া হতবলা বলিং তে সমুপস্থিতাঃ ॥ ২
পরাজিতেষু দৈত্যেষু বহ্নিনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
প্রহ্লাদস্তূত্তরং বাক্যমাহ দৈত্যপতিং বলিম্ ॥ ৩
ভবানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ ভাস্করঃ সলিলং শশী।
নক্ষত্রাণি দিশো ব্যোম ভূশ্চ দানবসত্তম ॥ ৪
ভবিষ্যং চৈব ভূতঞ্চ ভবচ্ছাসুরসত্তম।
দত্তং চৈতদ্ভগবতা বরদেন স্বয়ম্ভুবা ॥ ৫
ইন্দ্রত্বং চামরত্বঞ্চ যুদ্ধে চাপ্যপরাজয়ঃ
ঐন্দ্রিত্বঞ্চ বলিত্বঞ্চ বলং চৈবাখিলং শুভম্ ॥ ৬
সর্ব্বভূতেশ্বরত্বঞ্চ দৈত্যরাজ সদা তব।
মহাযোগীশ্বরত্বঞ্চ শূরত্বঞ্চ মহামুধে ॥ ৭
অণিমা লঘিমা চৈব যে চান্যে সাত্ত্বিকা গুণাঃ।
তৎ পরাজিত্য দৈতেয়ান্দ্র দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ সানুগান্ ॥ ৮
যথোক্তং ব্রহ্মণা রাজংস্তত্তথা ন তদন্যথা।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
বলিঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রায়াচ্ছক্ররথং প্রতি ॥ ৯
ততঃ প্রয়ান্তং ত্রিদশেন্দ্রসন্নিধৌ
মহাসুরেন্দ্রং বলিমুত্তমশ্রিয়ম্।
তমঞ্জসা জগ্মুরতিপ্রদক্ষিণং
দ্বিজাস্ত্র পুণ্যাঃ পশবশ্চ সত্তমাঃ ॥ ১০
মহাজটাভারধরাস্তপস্বিন-
স্তদা তমাহুর্বিবিধমঙ্গলৈঃ।
অভিষ্টুবন্তঃ কবয়ঃ স্বলঙ্কৃতং
বলিং প্রয়ান্তং রণমূর্দ্ধনি স্থিতাঃ ॥ ১১
প্রতপ্তজাম্বূনদচিত্রভূষণৈ-
র্দিব্যৈশ্চ রত্নৈর্বিবিধৈরলঙ্কৃতাঃ।
বিরাজমানঃ পরমেণ বর্চ্চসা
রণে বিভাত্যগ্নিশিখেব দানবঃ ॥ ১২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

[রাজা বলির প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য এবং দেবসৈন্যগণের উপর বলির আক্রমণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! বৃহস্পতির কথিত এই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব সেই রণাঙ্গনে পুনরায় মহাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্বলনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১

রণক্ষেত্রে প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা দৈত্যগণের সমস্ত মায়া নষ্ট হইয়া যাইল। মায়া ও বল নষ্ট হইয়া যাইলে পর সেই দৈত্যগণ বলির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। ২

অদ্ভুত কর্ম্মকারী অগ্নিদেবের দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণ পরাজিত হইলে পর প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ বলিকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন। ৩

দানবশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, জল, চন্দ্র, নক্ষত্র ও দিক্‌সমূহ এবং আকাশ ও পৃথিবী—এই সব কিছুই তুমি। ৪

অসুরপ্রবর! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত তুমিই। দৈত্যরাজ! বরদাতা ভগবান্ স্বয়ম্ভু তোমাকে এই বর দিয়াছেন যে, তুমি ইন্দ্রত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে, যুদ্ধে তোমার পরাজয় হইবে না। ঐন্দ্রিত্ব, বলিত্ব, অপরিমিত শুভ বল এবং সম্পূর্ণ ভূতগণের অধীশ্বরত্ব তোমার সদালাভ হইবে। তুমি মহাযোগীশ্বর হইবে এবং মহাসমরে শৌর্য্য প্রাপ্ত হইবে। অণিমা, লঘিমা ও অন্য যে সব সাত্ত্বিকগুণ আছে, তৎসমস্তই তোমার সুলভ হইবে। দৈত্যরাজ! অতএব তুমি দেবকর্দ্দিগের সহিত সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া সেই সব লাভ কর। রাজন্! ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সেইরূপেই সত্য হইবে; তাহা কোনরূপেই অন্যথা হইবে না। ৫-৮।

মহাত্মা প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলি অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রের রথের দিকে গমন করিলেন। ৯

দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গমনকারী উত্তম শোভাসম্পন্ন মহাসুরেন্দ্র বলিকে সেই সময় পবিত্র পক্ষী ও শ্রেষ্ঠ পশুগণ অনায়াসেই প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিল। ১০

সেই সময় যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থিত, বিশাল জটাভারধারী ও বিদ্বান্ তপস্বিগণ যুদ্ধোপযোগী বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া যুদ্ধযাত্রাকারী রাজা বলির বিধিপূর্ব্বক মঙ্গলময় মন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১১

তপ্ত সুবর্ণের বিচিত্র আভরণসমূহে এবং নানাপ্রকার দিব্য

স বৈ তদা শক্রবলাদ্বিতঃ বলঃ
বলির্মহেন্দ্রোত্তমসত্ত্ববীর্য্যবান্।
জলাগমে ভীমদিবাভ্রমণ্ডলং
বিস্ফূর্জমাণঃ নভসীব বায়ুনা ॥ ১৩
ততো মহেন্দ্রাথ বলানি সর্ব্বতো
রণে প্রগৃহ্যানি হুতাশনেন বৈ।
সমুচ্ছ্রিতাস্যাগ্রতরাণি তত্র বৈ
সমুদ্রবেগানিব পর্ব্বসন্ধিষু ॥ ১৪
সশূলশক্ত্যৃষ্টিগদাসিসায়কান্
ক্ষিপন্ রিপূণাং সমরে মহাস্বনান্
নদন্ সিংহর্ষভমত্তনাগবৎ
জলাগমে তোয়দবচ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৫
দিবাস্ত্রভূৎ সুদৃঢ়োগ্রবাহু-
র্মহাবলঃ পৌরুষবিক্রমঃ স্বয়ং
প্রভা দিবক্ষত্রিব কালবহ্নিঃ
সুঘোররূপো বিবভৌ রণে বলিঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

যজ্ঞসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম বেশে প্রকাশমান দানবরাজ বলি রণভূমিতে অগ্নিশিখার সমান উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন। ১২

সেই সময় উত্তম সত্ত্ব ও বল-পরাক্রমসম্পন্ন রাজা বলি দেখিলেন যে, শত্রুসৈন্যগণ আমার সৈন্যদিগকে পীড়িত করিয়া দিয়াছে। যেরূপ বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলকে বায়ু আকাশে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ দৈত্য-দৈত্যগণ শত্রু সৈন্যদের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ১৩

তদনন্তর তিনি আরও দেখিলেন যে, শত্রুসৈন্যগণ রণভূমিতে অগ্নির দ্বারা সর্ব্বদিকে সুরক্ষিত রহিয়াছে। তাহারা বিস্তর উৎকর্ষ লাভ করত ক্রমশঃ উন্নততর হইয়া উঠিতেছে। পর্ব্বসন্ধি-বেলায় (পূর্ণিমায়) সমুদ্রের বেগ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শত্রু সৈন্যদের প্রগতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৪

তখন এই পরাক্রমশালী রাজা বলি সমরাঙ্গনে মহান্ শত্রুগণের উপর শূল, শক্তি, অষ্টি, গদা, খড়্গ ও শাণিতমুখ বর্ষণ করিতে করিতে সিংহ, বৃষ, মদমত্ত হস্তী ও বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১৫

সেই রণভূমিতে মহাবলবান্ রাজা বলি সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে উদ্যত প্রলয়কর অগ্নির সমান অত্যন্ত ঘোররূপে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। দিব্যাস্ত্রই এই অগ্নিস্বরূপ বলির মুখ ছিল। উত্তম বাহুদ্বয়ই তাহাকে উত্তেজিতকারী প্রবল বায়ু ছিল এবং পুরুষার্থ ও পরাক্রমই সেই অগ্নির উদ্দীপক ইন্ধন (কাষ্ঠ) ছিল। ১৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলেরিন্দ্রস্য চ যুদ্ধম্, ইন্দ্রস্য রণভূমিতঃ পলায়নঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বলিনা তু সুরাঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা সুরাধিপম্।
রণে শরশতৈর্ভিন্নাঃ সসৈন্যা বৈ পরাজিতাঃ ॥ ১
বিমুখা যান্তি দৈত্যেন্দ্রৈর্বধ্যমানা মহাচমূঃ।
জিত্বাস্তু বলিনা দেবাঃ শক্রমাদুর্মহাবলম্ ॥ ২
দেবা ঊচুঃ।
ভবানিন্দ্রশ্চ ধাতা চ লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ।
ত্বমপ্রতিমকর্ম্মা চ তথৈবানুপমদ্যুতিঃ ॥ ৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং ইন্দ্রের রণভূমি হইতে পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত দেবগণকে সৈন্যসহ পরাজিত করিলেন। তখন সব দেবতারাই রণাঙ্গনে ইহার শত শত বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিলেন। ১

দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সৈন্য-বাহিনী রণভূমি হইতে বিমুখ হইয়া পলাইয়া যাইল। বলির দ্বারা পরাজিত দেবগণ মহাবল ইন্দ্রের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন। ২

দেবগণ বলিলেন,—দেবরাজ! আপনিই ইন্দ্র অর্থাৎ মহা-ঐশ্বর্যশালী, আপনিই সম্পূর্ণ লোকসমূহের ধারণপোষণকারী অবিনাশী প্রভু, আপনার বীরোচিত কর্ম্মসমূহের কোনও উপমা নাই এবং আপনি অনুপম তেজসম্পন্ন। ৩

বিক্রুতানীহ সৈন্যানি সহাস্মাভিঃ সুরেশ্বর
রথচক্রধ্বজাক্ষাণি বিভিন্নানি মহাসুরৈঃ ॥ ৭
রথহস্তাশ্বযোধাশ্চ পদাতাশ্চ সহস্রশ
ভিন্নচ্ছিন্নাশ্চ শতশো গদামুষলপট্টিশৈঃ ॥ ৪
মহাভৈরবরূপং কি দৈত্যৌঘেণ কৃতং রণে।
কিমুপেক্ষসি দৈত্যৌঘৈর্হন্যমানাং মহাচমূম্ ॥ ৬
ত্রায়স্ব ত্রিদশশ্রেষ্ঠ শরণাঃ শরণাগতান্
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং দেবানামমরাধিপঃ ॥ ৭
সংবর্ত্তাগ্নিসমক্রুদ্ধঃ সর্ব্বান্ দহতি দানবান্।
দিবাকরকরাকারং কিরীটং ধারয়ন্ প্রভুঃ ॥ ৮
বৈদূর্য্যবর্ণসঙ্কাশো নানারত্নচিতাঙ্গদঃ।
মধুপরোমা রক্তাক্ষঃ শতবাহুঃ সহস্রদৃক্ ॥ ৯
হরিরেকো হরিশ্মশ্রুর্নানাকেতুর্মহাবলঃ
বজ্রপ্রহরণঃ শ্রীমান্ যোগী শতশিরোধরঃ ॥ ১০

মহাসুরগণ আমাদের সহিত সমস্ত দেবসৈন্যদিগকে এস্থানে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের রথসকলের চক্র, ধ্বজ ও অক্ষসমূহকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ॥ ৪

শত শত রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং সহস্র সহস্র পদাতি সৈন্য গদা, মুষল ও পট্টিশসমূহের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ৫

দৈত্যরাজ বলি রণাঙ্গনে মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা হন্যমান বিশাল দেবসৈন্যবাহিনীকে আপনি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন? দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি শরণাগত-বৎসল, অতএব শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬॥

সেই দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সংবর্ত্তক অগ্নির সমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত দানবদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭॥

এই প্রভাবশালী দেবরাজ সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ বৈদূর্য্যমণির সমান উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার বাহুযুগল অঙ্গদে নানাপ্রকারের রত্ন খচিত ছিল। তাঁহার রোমাবলি মধুরসদৃশ ছিল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল। ইনি শত বাহু ও সহস্র নয়নে সুশোভিত ছিলেন ॥ ৮-৯

এই ইন্দ্র অগ্নিতুল্য বীর ছিলেন। ইহার শ্মশ্রু (দাড়ি-গোঁফ) হরিতবর্ণের ছিল। ইহার রথের উপর নানাপ্রকারের ধ্বজ-পতাকা উড়িতেছিল। এই মহাবল ইন্দ্রের বজ্রই অস্ত্র ছিল এবং শত মস্তকধারী এই ইন্দ্র তেজস্বী যোগী ছিলেন ॥ ১০

মহদুর্দ্ধসন্নাহঃ শতাদিত্যসমপ্রভঃ
দেবগন্ধর্ব্বসঙ্ঘৌঘৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ ॥ ১১
সামগৈশ্চ জপৈশ্চাপি স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ
শতপর্ব্বং মহারৌদ্রং স্ফোটনং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১২
প্রগৃহ্য রুচিরং বজ্রং দীপ্তং রৌদ্রাট্টহাসিনম্
দৈত্যানবোধয়ৎ সর্ব্বান্ মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥ ১৩
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানামিত্যুক্ত্বা দয়িতঃ সুতঃ।
ততঃ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামো বলি-বাসবয়োস্তদা ॥ ১৪
উভয়োঃ দেবদৈত্যাভ্যামচিরাদ্রূপমদ্ভুতঃ।
অতিবীর্য্যবলোদগ্রস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ ॥ ১৫
প্রহ্লাদেন স্তুতিপরৈঃ কর্ম্মভির্জয়সংযুতৈঃ
প্রবোধিতো দৈত্যপতিরগ্নিরিদ্ধ ইবাবভৌ ॥ ১৬
সুরাসুরেন্দ্ররোদ্ধৃষ্টো সংগ্রামং লোমহর্ষণম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ চুক্রো যুদ্ধমদুষ্করম্ ॥ ১৭

কবচ ধারণ করিয়া হস্তে বজ্র ধারণ করত দেবরাজ ইন্দ্র শত সূর্য্যের ন্যায় দিব্য প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের সমুদায় তাঁহার অনুগমন করিতে-ছিল ॥ ১১

সামগানকারী মহর্ষিগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই পাকশাসন (পাক-সুরনাশী) ইন্দ্র দীর্ঘ-বিদীর্ঘকারী, মহাভয়ঙ্কর, সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট ও রৌদ্র অট্টহাস্যকারী, শত পর্ব্বযুক্ত, দীপ্তিমান্ ও মনোহর বজ্র হস্তে লইয়া সমস্ত দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অদিতির প্রিয় পুত্র এই দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে অজেয় ছিলেন ॥ ১২-১৩॥

তদনন্তর শীঘ্রই রাজা বলি ও ইন্দ্রের মধ্যে অতিশয় অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইঁহাদের মধ্যে একদিকে দেব (ইন্দ্র) ছিলেন এবং অন্যদিকে দৈত্য (বলি) ছিলেন। এই উভয়ের সংগ্রাম অত্যন্ত বল-পরাক্রমে সম্বন্ধ, ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ছিল ॥ ১৪-১৫

প্রহ্লাদ শত স্তুতি ও বিজয়ের জন্য অনুমোদিত কর্ম্মসমূহের বর্ণনা করিয়া দৈত্যরাজ বলির শৌর্য্য এবং উৎসাহকে জাগরিত করিলেন, ইহাতে সেই বলি প্রজ্বলিত অগ্নির সমান প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৬

দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রের এই রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম দেখিয়া

ততোঽবিধ্যন্মহেন্দ্রস্তং বলিমস্ত্রৈর্মহাবলম্ ।
তানস্ত্রাণি মহাবাহুশ্চিচ্ছেদ শতধা রণে ॥ ১৮

ততঃ ক্রুদ্ধঃ পুনস্তত্র নিজঘ্নে দানবং মহৎ ।
আগ্নেয়মথ শক্রঘ্নঃ চিক্ষেপেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ১৯

তদ্ দৃষ্ট্বা বে সমাগচ্ছৎ প্রলয়ানলসন্নিভম্
পাতয়ামাস তচ্ছৈত্রঃ বারুণাস্ত্রেণ দানবঃ ॥ ২০

সংক্রুদ্ধো মঘবা বজ্রমগৃহ্নাৎ পর্ব্বতোপমম্ ।
হন্তুকামো রণশ্লাঘী বলিং দৈত্যাধিপং রণে ॥ ২১

ততঃ শুশ্রাব দেবেন্দ্রঃ কৌশিকো হরিবাহনঃ
অশরীরাং শুভাং বাণীং তস্মিন্মহতি বৈশসে ॥ ২২

নিবর্ত্তস্ব মহাবাহো সুরাণাং নন্দিবর্দ্ধন ।
পুরন্দর সুরশ্রেষ্ঠ ন জেষ্যসি রণে বলিম্ ॥ ২৩

তপসাত্যুত্তমো দৈত্যো বরদানেন চাধিকঃ ।
স্বয়ম্ভূপরিতোষাচ্চ সত্যধর্ম্মাচ্চ বাসব ॥ ২৪

নৈষ শক্যস্ত্বয়া জেতুং ত্রিদশৈশ্চাপি সুরেশ্বর ।
যো হ্যস্য জেতা ভগবাংস্তং শৃণুষ্ব সমাহিতঃ ॥ ২৫

ব্রহ্মণঃ স হি সর্ব্বস্বং দেবানাং চৈব সা গতিঃ ।
পরং রহস্যং ধর্ম্মস্য পরস্য চ পরা গতিঃ ॥ ২৬

পরাৎপরতরঃ শ্রীমান্ পরাবরগতিঃ প্রভুঃ
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৭

শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাঃ সুরারিহা ।
জেতাজেয়ো জয়ঃ শ্রীমান্ সোঽস্য জেতা ভবিষ্যতি ॥ ২৮

শ্রুত্বা দিব্যাস্তু মধুরাং বাণীং তামশরীরিণীম্ ।
অপবাহো রণাচ্ছক্রঃ সার্দ্ধং সর্ব্বৈঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ২৯

অপহাতে তু দেবেন্দ্রে কৌশিকে হরিবাহনে ।
সিংহনাদো মহানাসীদ্দানবানাং মহামৃধে ॥ ৩০

ততঃ কিলকিলাশব্দঃ ক্ষেড়িতাস্ফোটিতস্বনঃ ।

সেই সময় দেবতা ও দানবগণের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৭

মহেন্দ্র মহাবলবান্ বলিকে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু বলি রণভূমিতে ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেইসব অস্ত্রকে শত খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৮

তারপর মহাবল ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সেখানে বিশাল দানবদলকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি তখন শত্রুনাশক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৯

প্রলয়াগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া দানব বলি বারুণাস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্রকে পাতিত করিলেন ॥ ২০

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রণশ্লাঘী ইন্দ্র রণাঙ্গনে দৈত্যরাজ বলিকে বধ করিবার জন্য পর্ব্বতাকার বজ্রকে হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

তদনন্তর এই সময় হরিবাহন (হরিতবর্ণের বাহনবিশিষ্ট) কৌশিক দেবেন্দ্র সেই মহাসংগ্রামের মধ্যে এই শুভ আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন ॥ ২২

মহাবাহো। তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। দেবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুরশ্রেষ্ঠ পুরন্দর। তুমি বলিকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না ॥ ২৩

বাসব। দিতিনন্দন বলি তপস্যায় অতিশয় উত্তম এবং বরদানের দ্বারাও তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া রহিয়াছে; ব্রহ্মার সন্তোষে ও সত্যধর্ম পালনেও ইহার শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ২৪

সুরেশ্বর। তুমি অথবা অন্য দেবগণও ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। যে ভগবান্ ইহাকে জয় করিবেন, তাঁহার কথা বলিতেছি, সাবধানে তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৫

তিনি ব্রহ্মার সর্ব্বস্ব, দেবগণেরও গতি, ধর্ম্মের পরম রহস্য এবং উৎকৃষ্ট পুরুষেরও পরম গতি ॥ ২৬

এই ভগবান্ পর হইতেও পরতর অর্থাৎ উত্তম হইতেও পরম উত্তম, লক্ষ্মীসম্পন্ন এবং ইনিই কারণ ও কার্য্য অথবা ভূত ও ভবিষ্যতেরও গতি। ইনি সকলের অন্তর্যামী আত্মা। ইনি সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন ও সহস্র পদে বিভূষিত ॥ ২৭

ইঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছে। ইনি পীত বস্ত্রধারী ও দেবদ্রোহীদিগের বিনাশকারী। এই ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ সকলকেই জয় করেন, কিন্তু ইনি সকলেরই অজেয়; কারণ, ইনিই জয়স্বরূপ। এই ভগবান্ই বলিকে জয় করিবেন ॥ ২৮

এই দিব্য মধুর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া চলিয়া যাইলেন ॥ ২৯

হরিবাহন দেবরাজ ইন্দ্র চলিয়া যাইলে পর সেই মহাসমরে দানবগণের মহান্ সিংহনাদ হইতে লাগিল ॥ ৩০

শঙ্খানাং নিনদশ্চাত্র ঘোষাণাং বল্লিতস্বনঃ ॥ ৩১
বাদিত্রাণাঞ্চ নির্ঘোষস্তুমুলশ্চাভবত্তদা।
জয়শব্দরবাশ্চৈব দেবানাঞ্চ পরাজয়ে ॥ ৩২
সসৈন্যো দৈত্যরাজস্তু ত্বরমাণঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
বলীন্দ্রো বিবভৌ দৈত্যো হিরণ্যকশিপুর্যথা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনে দেবাসুরসংগ্রামে শক্রাপযানে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

তারপর আনন্দবাচক কিলকিলাশব্দ হইতে লাগিল, গর্জন ও বাহুর আস্ফোটন শব্দ হইতে লাগিল, শঙ্খসমূহের ধ্বনি ও যোদ্ধাগণের সানন্দে লম্ফন উল্লম্ফনাদি শব্দও হইতে লাগিল ॥ ৩১

সেই সময় দেবগণের পরাজয় হইলে পর দৈত্যদলের মধ্যে নানাপ্রকার বাদ্যের তুমুল শব্দ এবং জয়-জয়কার শব্দও চারিদিকে হইতে লাগিল ॥ ৩২

সুহৃদ্গণ সেই সময় সৈন্যসহ দৈত্যরাজ বলির স্তব করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজা বলি দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবাসুরসংগ্রামে ইন্দ্রের পলায়নবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিজয়িনো বলেঃ সমীপে রাজলক্ষ্মীপ্রভৃতীনামাগমনবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিষ্প্রযত্নেষু দেবেষু ত্রৈলোক্যে দৈত্যপালিতে
জয়ে বলের্বলবতো মহ-শম্বরয়োস্তথা ॥ ১
সুখাসু দিক্ষু সর্ব্বাসু প্রবৃত্তে ধর্ম্মকর্ম্মণি।
অপাবৃত্তে চন্দ্রমসি অম্বরস্থে দিবাকরে ॥ ২
প্রহ্লাদশম্বরময়ৈরসুরাদ্যৈশ্চ বৈ হি
দিক্ষু সর্ব্বাসু গুপ্তাসু গগনে দৈত্যপালিতে ॥ ৩
দৈত্যেষু মখশোভাঙ্কে স্বর্গার্থং দর্শয়ৎসু চ।
প্রকৃতিস্থে তদা লোকে বর্ত্তমানে চ সৎপথে ॥ ৪
অভাবে সর্ব্বপাপানাং ভাবে চৈব তথা স্থিতে
ভাবে তপসি সিদ্ধানাং সর্ব্বত্রাশ্রমরক্ষিষু ॥ ৫
চতুষ্পাদে স্থিতে ধর্ম্মে অধর্ম্মে পাদবিগ্রহে।
প্রজাপালনযুক্তেষু ভ্রাজমানেষু রাজসু ॥ ৬
স্বধর্ম্মসম্প্রযুক্তেষু সর্ব্বাশ্রমনিবাসিষু
অভিষিক্তোঽসুরৈঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৭
হৃষ্টেষ্বসুরসঙ্ঘেষু নদৎসু মুদিতেষু চ
অথাভ্যুপগতা লক্ষ্মীর্বলিং পদ্মাসনে স্থিতা ॥ ৮

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[বিজয়ী বলির নিকট রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির আগমনবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখনকার দেবগণ জয়-লাভের প্রযত্ন ত্যাগ করিলে পর ত্রিভুবনের রাজা দৈত্যরাজ বলির দ্বারা পালিত হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে বলবান্ বলি, মহাসুর ও শম্বরাসুরের জয়লাভ হইল ॥ ১

সমস্ত দিক্‌সমূহ সুখময় হইয়া উঠিল। ধর্ম্মকর্ম্মসমূহ পালিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মপথ উন্মুক্ত হইয়া যাইল এবং সূর্য্যদেব নিজ গগনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২

প্রহ্লাদ, শম্বরাসুর, মহাসুর ও অন্যান্যদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ সুরক্ষিত হইল। আকাশকেও দৈত্যগণ পালন করিতে লাগিলেন। স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায় দৈত্যগণ যজ্ঞভোক্তা ধর্ম্মন করাইতে লাগিলেন। সেই সময় সমস্ত জনসমূহের প্রকৃতিস্থ হইয়া সৎপথে চলিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার পাপ কর্ম্মের অভাব হইল। পুণ্য কর্ম্মের ব্যাপক সত্তা দেখা যাইল। সিদ্ধ পুরুষগণ তপস্যায় নিরত হইলেন। সর্ব্বত্র আশ্রমসমূহ সুরক্ষিত হইল। ধর্ম্ম নিজের চার পাদে (অহিংসা, তপ, দয়া (দান) ও সত্য—ধর্ম্মের এই চার পাদ) পূর্ণভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অধর্ম্ম একপদে অবস্থিত হইল। তেজস্বী রাজারা প্রজাপালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বপ্রকার আশ্রমবাসীরা নিজ নিজ ধর্ম্মে অবস্থান করত ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন। এরূপ শুভ সময়ে সমস্ত অসুরগণ দৈত্যরাজ বলিকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিল ॥ ৩-৭

সেই সময় অসুরসঙ্ঘ হৃষ্ট হইল এবং আনন্দিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। অনন্তর পদ্মাসনে বিরাজমানা রাজলক্ষ্মী রাজা বলির নিকটে আসিলেন। দেবমোহিনী এই বরদাত্রী

পদ্মোদ্ভবকরা দেবী বরদা সুরমোহিনী।

শ্রীরুবাচ।

বলে বলবতাং শ্রেষ্ঠ মহারাজ মহাদ্যুতে ॥ ৯

প্রীতাস্মি তব ভদ্রং তে দেবতানাং পরাজয়ে।

যত্ত্বয়া যুধি বিক্রম্য দেবরাজঃ পরাজিতঃ ॥ ১০

দৃষ্ট্বা তে পরমং সত্ত্বং ততোঽহং স্বয়মাগতা।

নাশ্চর্য্যং দানবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপোঃ কুলে ॥ ১১

প্রসূতস্যাসুরেন্দ্রস্য তব ঈদৃশমীদৃশম্।

বিশেষিতস্ত্বয়া রাজন্ দৈত্যেন্দ্রঃ প্রপিতামহঃ ॥ ১২

যেন ভুক্তং হি নিখিলং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্।

বিশেষিতস্তব বিভো সর্ব্বে ধর্ম্মপথে স্থিতাঃ ॥ ১৩

তেন ত্রৈলোক্যমুখেন ভোক্ষ্যস্যমিতবিক্রম

এবমুক্ত্বা তু সা দেবী লক্ষ্মীর্দৈত্যপতিং বলিম্ ॥ ১৪

প্রবিষ্টা বরদা সৌম্যা সর্ব্বভূতমনোরমা

সিদ্ধাশ্চ দেব্যঃ প্রবরা হ্রীঃ কীর্ত্তির্দ্যুতিরেব চ ॥ ১৫

প্রভা বৃত্তিঃ ক্ষমা ভূতির্নীতির্বিদ্যা দয়া স্মৃতিঃ।

কৃতির্লজ্জা তথা মেধা লক্ষ্মীরীহা গতিস্তথা ॥ ১৬

শ্রুতিঃ প্রীতিরিলা কীর্ত্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়াস্তথা।

সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো দিব্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ১৭

পতিং প্রাপ্যাঃ সুদৈত্যেন্দ্রং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।

প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যমমিতং বলিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামন-প্রাদুর্ভাবে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

দেবী এই সময় নিজ হস্তে একটি পদ্মফুল ধারণ করিয়া ছিলেন ॥ ৮॥

লক্ষ্মী বলিলেন,—বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী মহারাজ বলি! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যে দেবগণকে পরাজিত করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৯॥

তুমি যুদ্ধে যে পরাক্রম করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার সেই উত্তম সত্ত্ব (ধৈর্য্য ও বল-পরাক্রম) দেখিয়া আমি স্বয়ংই তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥ ১০॥

দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তোমার এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের কথা নয় ॥ ১১॥

রাজন্! তুমি নিজের প্রপিতামহ সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মহত্ত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছ, যে প্রহ্লাদরূপে চিরস্থায়ী এই সমস্ত ত্রিভুবনের রাজত্ব উপভোগ করিয়াছে ॥ ১২॥

প্রভো! সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কথা হইল যে, তোমার এই রাজ্যে সকল লোকই ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতেছে। অমিত-পরাক্রমী দৈত্যরাজ! এই ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বস্তু ধর্ম্মের সহিত থাকিয়া তুমি রাজ্য উপভোগ করিবে ॥ ১৩॥

এই কথা বলিয়া সকল প্রাণীরই মনোরমা সৌম্যরূপা বরদায়িনী লক্ষ্মীদেবী রাজা বলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন ॥ ১৪॥

অবশিষ্ট যে সব শ্রেষ্ঠ দেবী ছিলেন, সেই কীর্ত্তি, দ্যুতি, প্রভা, বৃত্তি, ক্ষমা, ভূতি, নীতি, বিদ্যা, দয়া, স্মৃতি, কৃতি, লজ্জা, মেধা, লক্ষ্মী, ঈহা, গতি, শ্রুতি, প্রীতি, ইলা (স্তোত্রক্রিয়া), কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি ও ক্রিয়া প্রভৃতি এবং নৃত্য-গীতবিশারদ সমস্ত দিব্য অপ্সরাগণ উত্তম দৈত্যকুমার রাজা বলিকে পতি (পালক) রূপে প্রাপ্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মবাদী বলি চরাচর প্রাণিবর্গের সহিত সমস্ত ত্রিভুবনের অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন ॥ ১৫-১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অদিত্যা কশ্যপেন চ সহ দেবানাং ব্রহ্মলোকে গমনম্]

জনমেজয় উবাচ ।

পরাজিতাঃ সুরা দৈত্যৈঃ কিমকুর্ব্বত বৈ মুনে
কথঞ্চ ত্রিদিবং লব্ধং পুনর্দেবৈর্দ্বিজোত্তম ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা বাণীং তু তাং দিব্যাং সহ দেবৈঃ সুরাধিপঃ
প্রদক্ষিণং প্রচক্রাম শ্রীমানদিত্যালয়ং প্রভুঃ ॥ ২
প্রাপ্যাদিত্যালয়ং শক্রঃ কথয়ামাস তাং গিরম্ ।
অদিত্যাং সা হতা যুদ্ধে তেন বাণী পুরা শ্রুতা ॥ ৩

অদিতিরুবাচ ।

যস্ত্বেবং পুত্র যুষ্মাভির্ন শক্যো হন্তুমাহবে ।
বলির্বিরোচনসুতঃ সর্ব্বৈরেষৈব মরুদ্গণৈঃ ॥ ৪
সহস্রশিরসা চক্রুঃ কেবলং শক্রতেঽসুরঃ ।
তেনৈকেন সহস্রাক্ষ ন হন্তব্যেন শতক্রতো ॥ ৫
তদ্ যঃ পৃচ্ছত্ব পিতরং কশ্যপং সত্যবাদিনম্ ।
পরাজয়ার্থং দৈত্যস্য বলেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬

ততোঽদিত্যা সহ সুরাঃ সম্প্রাপ্তাঃ কশ্যপান্তিকম্ ।
অপশ্যন্ কশ্যপং তত্র মুনিং দিবাতপোনিধিম্ ॥ ৭
আদ্যং দেবং গুরুং দিব্যং ক্লিন্নং ত্রিষবণাপ্লুতিঃ ।
তেজসা ভাস্করাকারং গৌরমগ্নিশিখাপ্রভম্ ॥ ৮
ন্যস্তদণ্ডং তপোযুক্তং বল্কলকৃষ্ণাজিনোত্তরম্
বল্কলাজিনসংবীতং প্রদীপ্তং ব্রহ্মবর্চ্চসা ॥ ৯
হুতাশনমিব দীপ্তমাজ্যমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ।
স্বাধ্যায়নিরতং শান্তং বপুষ্মন্তমিবানলম্ ॥ ১০
তং ব্রহ্মবাদিনাং শ্রেষ্ঠং সুরাসুরগুরুং প্রভুম্ ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মারীচং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১১
যঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং প্রজানাং পতিরুত্তমঃ ।
আত্মভাববিশেষেণ তৃতীয়ো যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[অদিতি ও কশ্যপের সহিত দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন ।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দৈত্যদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া দেবগণ কি করিলেন ? পুনরায় তাঁহারা স্বর্গরাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত হইলেন ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! দেবগণের সহিত শ্রীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র সেই দিব্য আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বদিকে অদিতিদেবীর উত্তম ভবনে গমন করিলেন । ২

অদিতিদেবীর ভবনে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র মুক্তস্থলে পূর্ব্বে যে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সেস্থানে মাতা অদিতি দেবীকে বলিলেন । ৩

তখন অদিতিদেবী বলিলেন,—পুত্র ! সহস্রলোচন ! শতক্রতো ! যদি একপই হয়, যদি তোমরা ও সমস্ত মরুদ্গণও রণক্ষেত্রে বিরোচনকুমার বলিকে বধ করিতে না পার, যদি এই অসুর সেই কেবল একমাত্র সহস্রমস্তক ভগবানের দ্বারাই নিহত হয়, অন্য কাহারও দ্বারা নহে, তাহা হইলে তুমি নিজের সত্যবাদী পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসা কর যে, দিতিনন্দন মহাত্মা সেই বলির পরাজয়ের জন্য কি উপায় আছে ? ৪-৬

তখন সমস্ত দেবগণ অদিতিদেবীর সহিত পিতা কশ্যপের নিকট গমন করিলেন । সেখানে তাঁহারা দিব্য তপোনিধি মুনিবর কশ্যপকে দর্শন করিলেন ॥ ৭

ইনি আদিদেব ও দিব্য গুরু । তিন বেলায় তিনবার স্নান করায় তাঁহার শরীর জলে আর্দ্র হইয়া (ভিজিয়া) রহিয়াছে । ইনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন এবং তাঁহার গৌরবর্ণ অগ্নিশিখার সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৮

তিনি দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তপস্যায় নিরত ছিলেন । ইঁহার অঙ্গের উপরিভাগে চাদররূপে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম বদ্ধ ছিল । ইনি বল্কল ও মৃগচর্ম্মের দ্বারা নিজের দেহকে (দেহের অধোভাগকে) আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন । দীপ্ত ব্রহ্মতেজে ইনি প্রদীপ্ত ছিলেন ॥ ৯

মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতের আহুতি দানে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান তিনি সদা দেদীপ্যমান হইতেছিলেন । ইনি সদা স্বাধ্যায়ে আসক্ত ও শান্ত ছিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ১০

ইনি ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবতা ও অসুরগণের গুরু এবং প্রভাবশালী ছিলেন । তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় ইঁহার তেজ সদা উদ্দীপ্ত ছিল । এই মরীচিনন্দন কশ্যপকে দেবগণ দর্শন করিলেন ॥ ১১

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের স্রষ্টা উত্তম প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহার

ততঃ প্রণম্য তে বীরাঃ সহাদিত্যা সুরর্ষভাঃ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ব্রহ্মাণমিব মানসাঃ ॥ ১৩

তচ্ছ্রুত্বং বুধি শব্দেন সরস্বত্যা সমীরিতম্
অজেয়ত্রিদশৈঃ সর্বৈর্বলির্দানবসত্তমঃ। ১৪

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং পুত্রাণাং কশ্যপস্তদা।
চকার গমনে বুদ্ধিং ব্রহ্মলোকাচ্চ লোককৃৎ ॥ ১৫

কশ্যপ উবাচ

গচ্ছাম ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্
যথাশ্রুতঞ্চ তত্রৈব ব্রহ্মণে যদতানঘাঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽদিত্যা সহ সুরা যাতাঃ কশ্যপমন্বয়ুঃ।
প্রস্থিতং ব্রহ্মসদনং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ১৭

তে মুহূর্তেন সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মলোকং দিবৌকসঃ।
দিব্যৈঃ কামগমৈর্যানৈর্মহাহৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৮

নিষ্ণুবন্তে ব্রহ্মাণং তপসো রাশিমব্যয়ম্।
অভ্যগচ্ছন্ত বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মণঃ পরমাং সভাম্ ॥ ১৯

ষড়ঙ্গপদোদ্গীতনিনদাং সামগীতবিমিশ্রিতাম্।
শ্রেয়স্করীমনিন্দ্যাং দৃষ্ট্বা সজ্জহ্রুর্মুদা ॥ ২০

ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
ঋচো বহ্বৃচমুখ্যাশ্চ শিক্ষানিষ্ঠিতয়া দ্বিজৈঃ ॥ ২১

শব্দনির্বচনার্থঞ্চ প্রযোগপদাক্ষরাঃ
শুশ্রূষুভিস্তদধ্যাত্মা বিততেষু চ কর্মসু ॥ ২২

যজ্ঞবেদাঙ্গবিদ্ভিশ্চ পদক্রমবিদাং তথা।
ঘোষেণ পরমর্ষীণাং সা বভূব নিনাদিতা ॥ ২৩

যজ্ঞসংস্তববিদ্ভিশ্চ শিক্ষানিষ্ঠিতয়া দ্বিজৈঃ।
শব্দনির্বচনার্থজ্ঞৈঃ সর্ববিদ্যাবিশারদৈঃ ॥ ২৪

মীমাংসাধিতবাক্যজ্ঞৈঃ সর্ববাদবিশারদৈঃ।
দৃষ্টপুষ্টৈশ্চরৈস্তত্র দ্বিজৈস্তৈর্বহ্বৃবাদিভিঃ।
নাদিতং ব্রহ্মসদনং প্রবরং দেবসত্তবৎ ॥ ২৫

আদিত্যদেবের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায় কশ্যপ (মরীচি অপেক্ষা) তৃতীয় প্রজাপতি ছিলেন ॥ ১১

অদিতিদেবীর সহিত এই সব বীর ও শ্রেষ্ঠ দেবগণ কশ্যপকে প্রথমে করত সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেভাবে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ব্রহ্মাকে নিজেদের কথা নিবেদন করেন ॥ ১৩

যুদ্ধস্থলে ইন্দ্র আকাশবাণী কর্তৃক কথিত যে বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন—এই দানবশ্রেষ্ঠ বলি সমস্ত দেবগণেরই অজেয়, তাহা পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন ॥ ১৪

সেই সময় নিজের সেই পুত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করত লোকস্রষ্টা কশ্যপ ব্রহ্মলোকে গমন করিবার বুদ্ধি করিলেন ॥ ১৫

কশ্যপ বলিলেন,—নিষ্পাপ দেবগণ! আমরা বেদমন্ত্রসমূহের সুন্দর গীতাধ্বনিতে মুখরিত ব্রহ্মলোকে গমন করিব। সেখানেই এই কথা, যেরূপ তোমরা শ্রবণ করিয়াছ, সেইরূপেই ব্রহ্মাকে সব বলিবে ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন অদিতিদেবীর সহিত সমস্ত দেবগণ দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত ব্রহ্মলোকের দিকে প্রস্থিত কশ্যপের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

সেইসব দেবগণ ইচ্ছানুসারে গমনকারী পরম মনোহর বহুমূল্য দিব্য বিমানসমূহের দ্বারা মুহূর্তকালের মধ্যেই ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

তাঁহারা তপস্যার অক্ষয় রাশিস্বরূপ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত বিস্তৃত উত্তম সভায় গমন করিলেন ॥ ১৯

সেস্থান তখন ঋগ্বেদগণের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল এবং উহার সহিত সামগানের ধ্বনিও মিশ্রিত হইয়াছিল। এই সভা সকলের কল্যাণকারিণী ও শত্রুনাশিনী ছিল। এরূপ সভা দর্শন করিয়া সেই দেবগণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২০

বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী বিদ্বান্ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ, ঋগ্বেদবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ এবং শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ ঋক্‌সমূহ পাঠ করিতেছিলেন ॥ ২১

সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ আয়োজিত যজ্ঞকর্মসমূহে শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাহাদের এক এক পদ ও অক্ষরসমূহের উচ্চারণ হইতেছিল, সেই ঋক্‌মন্ত্রসকল শ্রবণ করিলেন ॥ ২২

যজ্ঞ, বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের বিদ্বান্ এবং পদপাঠ ও ক্রমপাঠবিষয়ে অভিজ্ঞ মহর্ষিগণের বৈদিক শব্দধ্বনিতে এই ব্রহ্মার সভা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ॥ ২৩

যাঁহারা যজ্ঞসমূহে করণীয় স্তুতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, শিক্ষাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থবিৎ, সর্ববিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, মীমাংসাশাস্ত্রের অনুকূল বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্যবিৎ, সর্ববাদবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, দৃষ্টপুষ্ট (গুরু-গম্ভীর অথচ শ্রুতিমধুর) বাক্যযুক্ত এবং মধুরভাষী ছিলেন, সেই সব দ্বিজগণের দ্বারা কৃত বেদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসদন দেবসভার ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২৪-২৫

তে তত্র সমনুপ্রাপ্য শুশ্রুবুস্তা দৈ গিরঃ সুরাঃ
পূতাত্মানস্তনূরাশি মেনিরে তু ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

তূষ্ণীভূতা একচিত্তা ব্রহ্মণ্যগতমানসাঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না নিরীক্ষন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৭

ননমুর্ব্বব্জি চ পুনর্ত্তকং লোকগুরুং প্রভুম্।
মনসৈব সুরশ্রেষ্ঠাঃ পুরস্কৃত্য তু কশ্যপম্ ॥ ১৮

পুনঃ সম্পূজ্য পরমং বেদোচ্চারণনিঃস্বনম্
গম্ভীরোদারমধুরং সুস্বরং হংসগদ্গদম্ ॥ ১৯

ঐকানানাত্বসংযোগসমবায়বিশারদৈঃ
লোকায়তিকমুখ্যাংশ্চ তত্রস্থান্ স্বনমীরিতম্ ॥ ৩০

তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রান্নিয়তান্ সংশিতব্রতান্
জপহোমপরান্মুখ্যান্ দদৃশুঃ কশ্যপাত্মজাঃ ॥ ৩১

তস্যাং সভায়ামাসীনং স্ম ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সুরাসুরগুরুঃ শ্রীমান্ বিধিবদ্দেবমায়য়া ॥ ৩২

উপাসতে চ তত্রৈনং প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্।
দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৩

ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ গৌতমো নারদস্তথা
মনুর্দ্যৌরন্তরিক্ষঞ্চ বায়ুস্তেজো জলং মহৎ ॥

শব্দস্পর্শৌ চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ
প্রকৃতিশ্চ বিকারাশ্চ যচ্চান্যৎ কারণং মহৎ ॥ ৩৫

সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সরহস্যপদক্রমাঃ
ক্রিয়াশ্চ ক্রতবশ্চৈব সঙ্কল্পঃ প্রাণ এব চ ॥ ৩৬

এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ম্ভুবমুপস্থিতাঃ।
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ ক্ষেমো দর্পশ্চ নিত্যদা ॥ ৩৭

শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব সংবর্ত্তো বুধ এব চ
শনৈশ্চরোঽথ রাহুশ্চ গ্রহাঃ সর্ব্বে ত্বশেষতঃ ॥ ৩৮

মরুতো বিশ্বকর্ম্মা চ নক্ষত্রাণি চ ভারত
দিবাকরশ্চ সোমশ্চ ব্রহ্মাণং সমুপাসতে ॥ ৩৯

সাবিত্রী দুর্গতরণী বাণী সপ্তবিধা তথা
দর্শনানি শ্রুতিশাস্ত্রাণি গাথাশ্চ বিবিধাস্তথা ॥৪০

ভাষ্যাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি দেবর্ষয়ো বিশাম্পতে।
কলা লবা মুহূর্ত্তাশ্চ দিবা রাত্রিশ্চ ভারত ॥ ৪১

সেস্থানে উপস্থিত হইয়া সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে এই দেবগণ নিঃসন্দেহে নিজেদের দেহসমূহকে পবিত্র হইয়া যাইল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ মৌন ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মায় মনোনিবেশ করত বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে কশ্যপকে অগ্রে করিয়া মনে মনে লোকগুরু ভগবান্ ব্রহ্মাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

গম্ভীর, উদার, মধুর, উত্তম স্বরযুক্ত ও হংসের ন্যায় গদ্‌গদ বাণীতে উচ্চারিত বেদপাঠের সেই উত্তম ধ্বনিকে বারংবার প্রশংসা করত একত্ববাদ (জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদনকারী), নানাত্ববাদ (জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি—এই তিন অনাদি তত্ত্বসমূহের প্রতিপাদনকারী), সংযোগবাদ (প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির প্রতিপাদনকারী) এবং সমবায়বাদে প্রবীণ পুরুষগণ ও লোকায়তিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মুখ্য মুখ্য বিদ্বান্‌গণের দ্বারা উচ্চারিত শব্দও সেই দেবগণ শ্রবণ করিলেন ॥ ১৯-৩০

কশ্যপের এই পুত্রগণ তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কঠোর ব্রত-পালনকারী এবং নিয়মপূর্ব্বক জপ ও হোমপরায়ণ বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন ॥ ৩১

সেই সভায় দেবতা ও অসুরগণের গুরু শ্রীমান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবমায়ার সহিত বিধিপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ৩২

সেইস্থানে এই ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা সমস্ত প্রজাপতিগণ করিতেছিলেন। দক্ষ, প্রচেতা (বরুণ), পুলহ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, মনু, দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি ও তাহার বিকারসকল, অন্যান্য মহৎ কারণ, অঙ্গ ও উপাঙ্গসহ চার বেদ, রহস্য, পদ, ক্রম, ক্রিয়া, ক্রতু, সঙ্কল্প এবং প্রাণ—ইহারা ও অন্যান্য বহু ভাব-পদার্থসমূহ সেস্থানে ব্রহ্মার সেবায় (শরীর ধারণকরত) উপস্থিত ছিলেন ॥ ৩৩-৩৭

ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ, শনৈশ্চর ও রাহু প্রভৃতি সমস্ত গ্রহগণ সেস্থানে বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৩৮

ভারত! মরুদ্‌গণ, বিশ্বকর্ম্মা, নক্ষত্র, সূর্য্য এবং চন্দ্রও সেস্থানে ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছিলেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! সাবিত্রী, দুর্গম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণকারিণী তদ্বতী দুর্গা, সপ্ত স্বরভেদে সপ্তবিধ বাণী, সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র (বৈদিক সাহিত্য), গাথা, বিবিধ, ভাষ্য ও সমস্ত শাস্ত্র—ইহারা দেহ ধারণ করত ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪০-৪১

অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবঃ ষট্ তথৈব চ।
সংবৎসরাশ্চতুর্যুগং মাসা রাত্রিশ্চতুর্বিধা ॥ ৪২
কালচক্রঞ্চ যদ্বিধামনিত্যাং ধ্রুবমব্যয়ম্।
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ম্ভুবমুপস্থিতাঃ ॥ ৪৩
তে প্রবিষ্টাঃ সভাং দিব্যাং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকামদাম্।
কশ্যপস্ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং পুত্রৈর্ধর্ম্মবিশারদৈঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বতেজোময়ীং দিব্যাং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতাম্।
ব্রাহ্মীং শ্রিয়া দীপ্যমানমচিন্ত্যাং বিগতক্লমম্ ॥ ৪৫

ভারত। ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, চার যুগ, দিবা মাস, চার প্রকার রাত্রি, দিবা, অনিত্য, ধ্রুব এবং অব্যয় কালচক্র—ইহারা ও অন্য বহু পদার্থ শরীর ধারণ করত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ৪১-৪৩

সেই সব আগন্তুক দেবগণ ব্রহ্মার সমস্ত কামনাপ্রদানকারিণী ও দিব্য সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। ধর্ম্মবিশারদ নিজের পুত্রগণের সহিত কশ্যপ সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। ৪৪

সম্পূর্ণ তেজোময়ী এই দিব্য সভা ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সেবিত ছিল। ইহার মধ্যে এক উত্তম আসনে অচিন্তনীয়, ক্লেশহীন ও ব্রাহ্মী শোভায় দেদীপ্যমান ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত দেবগণ সেই ব্রহ্মার মঙ্গলময় চরণদ্বয়ে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ৪৫-৪৬

ব্রহ্মাণং বীক্ষ্য তে সর্ব্বে আসীনং পরমাসনে
জগ্মুর্মূর্দ্ধা শুভৌ পাদৌ ব্রহ্মণস্তে দিবৌকসঃ ॥ ৪৬
শিরোভিঃ স্পৃশ্য চরণৌ তস্য তে পরমেষ্ঠিনঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শান্তা বিগতকল্মষাঃ ॥ ৪৭
দৃষ্ট্বা তু তান্ সুরান্ সর্ব্বান্ কশ্যপেন সহাগতান্।
আহ ব্রহ্মা মহাতেজা দেবানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৪৮

এই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার চরণদ্বয় নিজেদের মস্তকসমূহে স্পর্শ করিয়া সেই সব দেবগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত, শান্ত ও সন্তাপ-রহিত হইয়া যাইলেন। ৪৭

কশ্যপের সহিত আগত সেই সব দেবগণকে দেখিয়া মহাতেজস্বী দেবেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মলোকগমনে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতারপ্রসঙ্গে দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমনবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মণা স্ব স্তুত্যা কশ্যপেনাদিতিদেব্যা চ সহ দেবানাং ক্ষীরসাগরস্যোত্তরতীরে গমনং তপস্যারম্ভশ্চ।]

ব্রহ্মোবাচ

যদর্থমিহ সম্প্রাপ্তা ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।
বিজানামাহমব্যগ্র এতৎ সর্ব্বং মহাবলাঃ ॥ ১
ভবিষ্যন্তি চ বঃ সোঽর্থঃ কাঙ্ক্ষিতো যঃ সুরোত্তমাঃ।
বলের্দানবমুখ্যস্য যো বিজেতা ভবিষ্যতি ॥ ২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ ও অদিতিদেবীর সহিত দেবগণের ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গমন ও তপস্যা আরম্ভ।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাবল দেবগণ! তোমরা সকলেই যে উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছ, তৎসমস্তই আমি ব্যগ্রতারহিত হইয়া জানিতে পারিয়াছি। ১

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ, তোমাদের সেই মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। দানবরাজ বলিকে যিনি

ন স্বয়ম্ভুরসহায়ানামেকো জেতা স বিশ্বকৃৎ।
ত্রৈলোক্যাদ্যাপি জেতাসৌ দেবানামপি চোত্তমঃ ॥ ৩
ধাতা চৈব হি লোকানাং বিশ্বযোনিঃ সনাতনঃ।
পূর্ব্বদেবঃ সদা প্রাহুর্হৈমগর্ভনিদর্শনম্ ॥ ৪

জয় করিবেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ শীঘ্রই প্রকটিত হইবেন। ২

এই বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মা কেবল অসুরগণকেই জয় করিবেন তাহা নহে, ত্রিভুবনের রাজ্যও জয় করিবেন। তিনি সমস্ত দেবগণ অপেক্ষাও উত্তম। ৩

তিনিই লোকসকলের ধাতা (ধারণ-পোষণকারী), সম্পূর্ণ বিশ্বের যোনি (উৎপত্তিস্থান) এবং সনাতন পুরুষ। বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকেই সদা আদিদেব বলেন। হিরণ্যগর্ভা (ব্রহ্মা) আমি তাঁহারই নিদর্শন (প্রতিবিম্ব অথবা পুত্র)। ৪

আত্মা যোনেন বিভুনা কৃতোঽস্মেহো মহাত্মনা।
বলেরসুরমুখ্যস্য বিশ্বস্য ভগবংস্তথা ॥ ৫
প্রভবঃ স হি সর্বেষামস্মাকমপি পূর্বজঃ।
অচিন্ত্যঃ স হি বিশ্বাত্মা যোগযুক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ৬
তং দেবাপি মহাত্মানং ন বিদুঃ কোঽপ্যসাবিতি।
বেদাত্মানঞ্চ বিশ্বঞ্চ স দেবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭
তস্যৈব তু প্রসাদেন প্রবক্ষ্যোঽহং পরাং গতিম্।
যত্র যোগং সমাস্থায় তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৮
ক্ষীরোদস্যোত্তরে কূলে উদীচ্যাং দিশি দেবতাঃ।
অমৃতং নাম পরমং স্থানমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৯
ভবন্তস্তত্র বৈ গত্বা তপসা সংশিতব্রতাঃ।
অমৃতং স্থানমাসাদ্য তপশ্চরত দুশ্চরম্ ॥ ১০
তত্র শ্রোষ্যথ বিস্পষ্টাং স্নিগ্ধগম্ভীরনিস্বনাম্।
ঊষ্মগে তোয়পূর্ণস্য তোয়দস্য সমস্বনাম্ ॥ ১১
যুক্তাক্ষরপদশ্লিষ্টাং রম্যামভয়দাং শিবাম্।
বাণীং পরমসংস্কারাং বরদাং ব্রহ্মবাদিনীম্ ॥ ১২
দিব্যাং সরস্বতীং সত্যাং সর্বকিল্বিষনাশিনীম্।
সর্বদেবাধিদেবস্য ভাবিতাং ভাবিতাত্মনঃ ॥ ১৩
তস্য ব্রতসমাপ্তৌ তু যাবদ্ ব্রতবিসর্জনম্
অমোঘস্য তু দেবস্য বিদ্ধ্যেবো মহাত্মনঃ ॥১৪
স্বাগতং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মৎসকাশে ব্যবস্থিতাঃ।
কস্য কিং বা বরং দেবা দদামি বরদঃ স্থিতঃ ॥ ১৫
তং কশ্যপোঽদিতিশ্চৈব বরং গৃহ্ণীত বৈ ততঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্য যোগাত্মনো ভদা ॥ ১৬
ভবানেব চ নঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
উক্তশ্চ পরয়া ভক্ত্যা তথাস্ত্বিতি স বক্ষ্যতি ॥ ১৭
দেবা ব্রুবন্তু তং সর্বে ভ্রাতা নস্ত্বং ভবেতি হ।
তথাস্ত্বিতি চ স শ্রীমান্ বক্ষ্যতে সর্বলোককৃৎ। ১৮
তস্মাদেবং গৃহীত্বা তু বরং ত্রিদশসত্তমাঃ।
কৃতকৃত্যাঃ পুনঃ সর্বে গচ্ছধ্বং স্বং স্বমালয়ম্ ॥ ১৯
তথাস্ত্বিতি সুরাঃ সর্বে কশ্যপোঽদিতিরেব চ।
বন্দিত্বা ব্রহ্মচরণৌ গতাঃ সৌম্যাং দিশং প্রতি ॥ ২০

সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মাদেবই অসুরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বলিকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। তিনিই সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তির কারণ এবং সকল দেবতা আমাদেরও পূর্বজ। শত্রুতাপন এই যোগযুক্ত বিশ্বাত্মা অচিন্ত্য (মন ও বুদ্ধির অগোচর) ॥ ৩-৬

দেবগণও সেই পরমাত্মার বিষয়ে ইহা জানেন না যে, তিনি কে ? কিন্তু এই পুরুষোত্তমদেব নিজকে এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকেও জানেন ॥ ৭

তাঁহারই কৃপাপ্রসাদে আমি তাঁহার পরাগতির (উৎকৃষ্ট আশ্রয়ের) পরিচয়ের কথা বলিব, যেখানে যোগ অবলম্বন করিয়া তিনি দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন ॥ ৮

দেবগণ ! মনীষী পুরুষগণ বলেন যে উত্তরদিকে ক্ষীর-সাগরের উত্তর তীরে অমৃত নামক উৎকৃষ্ট স্থান (পরমপদ) আছে ॥ ৯

তোমরা সেখানে যাইয়া তপস্যাপূর্বক কঠোর ব্রত পালন কর। সেই অমৃতস্থানে উপস্থিত হইয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ কর ॥ ১০

সর্বদেবগণ ! সেখানে ব্রত সমাপ্তি হইলে পর ব্রতবিসর্জনের পূর্বেই তোমরা বর্ষাকালের সজল জলধরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে সেই অমোঘ পরমাত্মার সুস্পষ্ট বাণী শুনিতে পাইবে ; যে বাণী উপযুক্ত অক্ষর ও পদসমূহে যুক্তা, তোয়পূর্ণ, রমণীয়, অভয়দায়িনী, মঙ্গলকারিণী, উত্তম সংস্কারসম্পন্না, বরদায়িকা ও ব্রহ্মবাদিনী হইবে। সেই শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট সর্বাধিদেব ভগবানের কথিত সেই দিব্যা সত্যা বাণী সমস্ত কলুষনাশকারিণী হইবে। তিনি বলিবেন,—আমার নিকটে অবস্থিত সুরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমাদের স্বাগত হউক অর্থাৎ তোমাদের এস্থানে আগমন সুখময় হউক। এই আমি বরদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। বল, কাহাকে কোন্ বর প্রদান করিব ? সেই সময় কশ্যপ, অদিতি ও তোমরা সকলে তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিবে। কশ্যপ ও অদিতি সেই যোগাত্মা শ্রীহরির চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণামকরত নিঃসংশয়ে এই কথা বলিবে যে, আপনিই আমাদের পুত্র হইয়া আবির্ভূত হউন ॥ ১১-১৬

পরম ভক্তিসহকারে এই কথা বলিলে পর সেই ভগবান্ 'তথাস্তু' অর্থাৎ তাহাই হইবে, এই কথা বলিবেন। তখন সমস্ত দেবগণও এই কথা বলিবে যে, আপনি আমাদের ভ্রাতা হউন। ইহাতে সেই সর্বলোকস্রষ্টা শ্রীমান্ ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া তোমাদের প্রার্থনা স্বীকার করিয়া লইবেন ॥ ১৭-১৮

শ্রেষ্ঠ দেবগণ ! এইভাবে তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করত কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় তোমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইবে ॥ ১৯

তখন সমস্ত দেবগণ, কশ্যপ ও অদিতিদেবী 'তাহাই হউক'

তেঽচিরেণৈব সম্প্রাপ্তাঃ ক্ষীরোদস্যোত্তরং তটম্ ।
যথোদ্দিষ্টং ভগবতা ব্রহ্মণা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ১১
তেঽতীত্য সাগরান্ সর্ব্বান্ পর্ব্বতাংশ্চ বহূন্ ক্ষণাৎ ।
নদীশ্চ বিবিধা দিব্যাঃ পৃথিব্যাং পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১২
পশ্যন্তি চ সুরোদারাং বৈ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতাম্ ।
অতাম্রতামনাদাদ্যাং তমসা সংবৃতাং দিশম্ ॥ ১৩
অমৃতং স্থানমাসাদ্য কশ্যপেন সুরাঃ সহ ।
দীক্ষিতাঃ কামদং দিব্যং ব্রতং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৪

প্রসাদার্থং সুরেশায় তস্মৈ যোগায় ধীমতে
নারায়ণায় দেবায় সহস্রাক্ষায় ধীমতে ॥ ১৫
ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্থানবীরাসনেন চ
দমেন চ সুরাঃ সর্ব্বে তপো দুশ্চরমাস্থিতাঃ ॥ ১৬
কশ্যপস্তত্র ভগবান্ প্রসাদার্থং মহাত্মনঃ
উদীরয়তি বেদোক্তং যমাহুঃ পরমং স্তবম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করত উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিলেন । ২০

ব্রহ্মবাদী ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা শীঘ্রই ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন । ২১

সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ অল্পকালের মধ্যে সমস্ত সাগর, বহু সংখ্যক পর্ব্বত ও নানাপ্রকার দিব্য নদীসমূহ অতিক্রম করিয়া যখন ভূতলে অবস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সর্ব্ব প্রকার প্রাণিহীন, সূর্য্যপ্রকাশরহিত, সীমাহীন ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন দিক্ দেখিতে পাইলেন । ২২-২৩

কশ্যপের সহিত অমৃতের স্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেবগণ সেই যোগেশ্বরূপ, বুদ্ধিমান্, দেবেশ্বর ও সহস্র লোচনধারী নারায়ণদেবের প্রসন্নতার জন্য এক সহস্র বর্ষব্যাপী দিব্য কামদ-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । ২৪-২৫

সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মচর্য্যপালন, মৌনধারণ, বীরাসনগ্রহণ এবং দম ও ইন্দ্রিয়সংযমের সংযমের দ্বারা দুষ্কর তপস্যায় নিরত হইলেন । ২৬

সেখানে সেই পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য ভগবান্ কশ্যপ এক বেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, যাহাকে 'পরম-স্তব' বলিয়া মহাত্মাগণ অভিহিত করেন । ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-বিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কশ্যপেন পরমপুরুষস্য পরমাত্মনঃ স্তবঃ ।]

কশ্যপ উবাচ ।

নমোঽস্তু দেবদেবেশ একশৃঙ্গ বরাহ বৃষাকপে বৃষ-সিন্ধো বৃষাকপে সুরবৃষভ শুচিনিস্মিত অমিস্মিত ভূতকপিল বিশ্বকর্ম্মসেন ধ্রুব ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ বৈকুণ্ঠ ত্রেতাবর্ত্ত অনাদিমধ্য-নিধন ধনঞ্জয় শুচিশ্রবঃ অগ্নিজ বৃষিজ অজ অজয়ামৃতেশয় সনাতন বিধাতস্ত্রিকাম ত্রিধাম ত্রিককুৎ ককুদ্মিন্ ছন্দুতে মহানাভ লোকনাভ পদ্মনাভ বিশ্বিক্ষে বরিষ্ঠ বহুরূপ বিরূপ বিশ্বরূপাক্ষয়াক্ষর সত্যাক্ষর হংসাক্ষর হব্যভুক্ খণ্ডপরশো শুক্র বৃহৎকেশ হংস মহাহংস মহদক্ষর হৃষীকেশ সূক্ষ্ম পরসূক্ষ্ম তুরাষাড্ বিশ্বমূর্ত্তে সুরাগ্রজ নীল নিতম্বো

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

[কশ্যপ কর্ত্তৃক পরমপুরুষ পরমাত্মার স্তব ।]

কশ্যপ বলিলেন,—দেবদেবেশ্বর । আপনাকে নমস্কার । আপনি এক শৃঙ্গধারী মৎস্য ও বরাহরূপী । আপনি ধর্ম্মের কিরণসমূহে প্রকাশিত, ধর্ম্মের সাগর এবং জলবর্ষণকারী ও জলশোষণকারী সূর্য্য । আপনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের স্রষ্টা । আপনি অন্য কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত হন নাই অর্থাৎ আপনি নিত্যসিদ্ধ । আপনি কল্যাণময় কপিল-স্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মসেন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আদিবারাহই সজ্জনসঙ্ঘদিগকে আপনি চারিদিকে বিস্তৃত করত বিস্তারিত করিয়া থাকেন । আপনি ধ্রুব—চিরন্তন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ ও বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি । আপনি গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির আবর্ত্তক, আপনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত । আপনি ধনঞ্জয় অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ, পবিত্র কীর্ত্তিমান্, অগ্নিজ (কার্ত্তিকেয়), বৃষিজ (শ্রীকৃষ্ণ), অজন্মা, অজয় (অপরাজিত), অমৃতেশয় অর্থাৎ জলশায়ী নারায়ণ এবং সনাতন পরমপুরুষ । আপনিই বিধাতা, ত্রিকাম (ত্রিভুবনে কামনার বিষয় অথবা তিন বেদের প্রতিপাদ্যরূপে পক্ষে কমনীয়), ত্রিধাম (ত্রিলোকের আশ্রয়), ত্রিককুদ্ (ধর্ম্ম, জ্ঞান ও

বিরজস্তমোরজঃসত্ত্বধাম সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠ শিপিবিষ্ট মুক্তপ-স্তপোগ্র অগ্র অগ্রজ ধর্ম্মনাভ গভস্তিনাভ ধর্ম্মনেমে সত্যাধাম সত্যাক্ষর গভস্তিনেমে বিশ্বাপ্যুন্ ঋতস্তব তমেব সমুদ্রবাসাঃ অজৈকপাৎ সহস্রশীর্ষ সহস্রদন্মিত মহাশীর্ষ সহস্রদৃক্ সহস্রপাৎ অধোমুখ মহামুখ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম সহস্রবাহো সহস্রমূর্ত্তে সহস্রাক্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রভুজ সহস্র-ভব সহস্রশস্ত্রামাহুর্ব্বেদাঃ ॥ ১

বিশ্বেদেব বিশ্বসম্ভব সর্ব্বেষামেব দেবানাং সৌভগ আদৌ গতিঃ বিশ্বং ত্বমাপ্যায়নঃ বিশ্বং ত্বামাহুঃ পুষ্পহাস পরমবরদস্ত্বমেব বৌষট্ ওঙ্কারবষট্কারঃ ত্বামেকমাহুরগ্র্যং মখত্যাগপ্রাশিনম্ ॥ ২

শতধার সহস্রধার ভূর্ ভুবর্দ স্বর্দ ভূর্ভুবঃস্বর্দ ও বৈরাগ্যরূপ তিন ভেদবিশিষ্ট). ককুদ্মী (বিশাল ককুদযুক্ত), দুন্দুভি (বিজয়বাদ্যসূচক বাদ্যবিশেষ), মহানাভ (বিশাল নাভিযুক্ত), লোকনাভ (যাঁহার নাভিকমল হইতে সমস্ত লোককে প্রকাশিতকারী, পদ্মনাভ, বিষ্টরশ্রবা (ব্রহ্মস্বরূপ), বরিষ্ঠ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), বহুরূপধারী), বিরূপ (বিবিধ রূপধারণকারী অথবা রূপহীন পরব্রহ্মস্বরূপ), বিশ্বরূপ, অক্ষর, অজর (অবিনাশী), সত্যাক্ষর (সত্য ও অবিনাশী অথবা সত্য অক্ষরবিশিষ্ট বেদস্বরূপ), হংসাক্ষর (অজপা মন্ত্রস্বরূপ), হব্যভোক্তা (অগ্নি), অগ্রপেয় (শিব), শুক্র (বল-বীর্য্যকারী), মুঞ্জকেশ (মুঞ্জতৃণতুল্য কেশশোভিত), হংস (সারগ্রাহী) ও মহাহংস। আপনি মহান্ অক্ষর প্রণব, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক, সূক্ষ্ম, পরমসূক্ষ্ম, ইন্দ্র, বিশ্বরূপ, দেবগণের অগ্রজ, নীলবর্ণ, তমোগুণ ও রজোগুণ-রহিত এবং তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের আশ্রয়। আপনি সর্ব্বলোকেই প্রতিষ্ঠিত, শিপিবিষ্ট (সূর্য্যকিরণে অবস্থানকারী উত্তম তপস্যাযুক্ত, শ্রেষ্ঠ তপোরূপ, অগ্র (সকলের আদি অগ্রজ (সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত), ধর্ম্মনাভ (ধর্ম্মরূপ নাভিবিশিষ্ট), গভস্তিনাভ (কিরণময় নাভিবিশিষ্ট), ধর্ম্মনেমি (ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক), সত্যধাম (বৈকুণ্ঠস্বরূপ), সত্যাক্ষর (বেদস্বরূপ), গভস্তিনেমি (রশ্মিমণ্ডল হইতে প্রকাশিত), পাপরহিত এবং চন্দ্ররূপী (মনরূপী) রথে আরূঢ়। আপনিই সমুদ্রবাসা (সমুদ্ররূপী বস্ত্র পরিধানকারী), অজৈকপাৎ (একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন অথবা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র), সহস্র মস্তকধারী, সহস্রদন্মিত (আপনার সব কিছুই সহস্রসংখ্যক অর্থাৎ সংখ্যার অতীত), মহামস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্রচরণ, অধোমুখ, মহাবাহু, মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম, সহস্রবাহু, সহস্র মূর্ত্তি, সহস্রমুখ, সহস্রলোচন, সহস্রভুজ ও সহস্ররূপে প্রকটিত। বেদ আপনাকে সহস্র সহস্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ১

আপনিই বিশ্বেদেবস্বরূপ, বিশ্বকে উৎপন্নকারী, সমস্ত দেবতাগণের সৌভাগ্যস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপ। আপনিই সম্পূর্ণ বিশ্বকে পুষ্ট ও তুষ্টকারী। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই বিশ্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। আপনার হাস্য পুষ্পবিকাশের ন্যায় সুশোভিত হয়। আপনিই সর্ব্বোত্তম বরদাতৃ দেবতা, আপনিই বৌষট্, ওঙ্কার ও বষট্কার। একমাত্র আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞভাগের ভোক্তা বলিয়া কথিত হন। ২

আপনিই শতধার ও সহস্রধার (শত সহস্র ধারায় সুধাবর্ষণ-কারী) সোম। আপনিই ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক-প্রদানকারী। আপনি উক্ত তিন লোককে একসঙ্গে দান করায় ভূর্ভুবঃস্বর্দ অর্থাৎ ত্রিলোকপ্রদ বলিয়া অভিহিত হন। আপনি ভূত ও ভুবন। আপনিই স্বধা (পিতৃযজ্ঞস্বরূপ) আপনিই ব্রহ্মসদ (ব্রহ্মার সভা) ও ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্মার অধিকারীও আপনিই। ৩

আপনিই দ্যুলোক, পৃথ্বী, পৃথানামক আদিত্য, মাতরিশ্বা (বায়ু), ধর্ম্ম, ইন্দ্র, হোতা (হবনকর্ত্তা), পোতা (এক ঋত্বিক্), নেতা (নায়ক অথবা অগ্রগামী), হন্তা (দুষ্টগণের বিনাশক-কর্ত্তা), মন্তা (সম্মানদাতা), হবনীয় পদার্থসমূহের হোমকারী, পরাৎপর পরমাত্মা এবং হবনীয় পদার্থস্বরূপ। ৪

আপনিই অজ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বের যাণী। বিধাতা উত্তম যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নির তৃপ্তির জন্য ঋক্‌সমূহ হইতে যে ঋকের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারই স্বরূপ। ক্রুক্‌ভাণ্ড (ক্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞসামগ্রীও) আপনিই। আপনিই সদ (ঋত্বিগ্‌দিগের

স্থবিষ্ঠ স্থবির বিশ্ব তুরাষাড়, হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যনাভ হিরণ্যনারায়ণ নারায়ণাত্মক নৃনাময়ন আদিত্যবর্ণ আদিত্যতেজঃ মহাপুরুষ পুরোত্তম আদিদেব পদ্মনাভ পদ্মেশয় পদ্মাক্ষ পদ্মগর্ভ হিরণ্যাস্ত্রকেশ শুক্র বিশ্বদেব বিশ্বভোক্তৃষ বিশ্বাক্ষ বিশ্বসম্ভব বিশ্বভুক্ত্বমেব ॥ ৬

ভূরিবিক্রম চক্রক্রম ত্রিভুবন সুবিক্রম স্ববিক্রম যজ্ঞঃ সুবিভুঃ প্রভাকরঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভূক্ ভূতাদির্ভূতাত্মন্ মহাভূত

বিশ্বভুক্ ত্বমেব বিশ্বগোপ্তাসি বিশ্বস্তর পবিত্রমসি হবির্বিশারদ হবিঃকর্ম্মা অমৃতেক্ষন সুরাসুরগুরো মহাদিদেব নৃদেব ঊর্দ্ধকর্ম্মন্ পৃতাত্মন্ অমৃতেশ দিবস্পৃক্ বিশ্বস্য পতে ঘৃতাচাসি অনন্তকর্ম্মন্ ক্রতিগরংশ স্বয়ংশ বিশ্বপাত্বং ত্বমেব বিশ্বং বিভর্ষি বরাবিনো নস্ত্রায়স্বেতি ॥ ৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে মহাপুরুষস্তবে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

সম্বুদ্ধ)। আপনাকেই যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজন করা হইয়াছে, আপনিই স্রষ্টা। (বিশ্বকর্মা) ও প্রজাপতি অগ্নি। আপনি সমস্ত প্রাণিগণের পতি, লোক, ঘোষ, গুরু, সিদ্ধ, বসু, ধাতা, পরম (উৎকৃষ্ট) যজ্ঞ, সোম, যূপ, দক্ষিণা, দীক্ষা এবং বিশ্ব অর্থাৎ সব কিছুই আপনি। ৩

আপনি ইন্দ্র ও হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)। আপনার নাভিতে হিরণ্য আছে, সেইজন্য আপনি হিরণ্যনারায়ণ বলিয়া অভিহিত হন। আপনি অন্তর্যামী নারায়ণ এবং নরগণের অয়ন (আশ্রয়)। আপনার বর্ণ আদিত্যের ন্যায় কান্তিমান্ এবং আপনার তেজও আদিত্যের (সূর্যের) ন্যায়। আপনিই মহাপুরুষ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আদিদেব ও পদ্মনাভ। আপনি পদ্মের সৃজনকারী ও পদ্মলোচন। পদ্মকে গর্ভ হইতে প্রকটিত করেন বলিয়া আপনি পদ্মগর্ভ। আপনার কেশাগ্রভাগ স্বর্ণবর্ণ অথবা আপনার কেশ স্বর্ণতুল্য সুন্দর। আপনার অঙ্গকান্তি তাহার শুক্ল। আপনি সমস্ত দেবগণ-স্বরূপ। আপনার সর্ব্বদিকেই মুখ ও সর্ব্বদিকেই নেত্র। আপনিই এই বিশ্বের উৎপাদক ও বিশ্বের ভোক্তা (রক্ষক ও সংহারক)। ৪

আপনি প্রভূত পরাক্রমশালী এবং চরণের (সুদর্শনের অথবা জগতের) সঞ্চালনকারী। এই তিন ভুবন আপনারই স্বরূপ। আপনার বিক্রম উত্তম ও বিক্রম আপনার স্বরূপ। আপনি স্বর্গলোকের অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। আপনি যজ্ঞ (অগ্নি বিষ্ণুরূপী), সুবিভু (ব্যাপক), প্রভাকর, (সূর্যরূপী শম্ভু (কল্যাণময় শিব), স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা), ভূতাদি (মহত্তত্ত্ব অথবা অথবা সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ। ভূতাত্মা (প্রাণিগণের আত্মা), মহাভূত (পরমাত্মা অথবা পঞ্চ মহাভূত-স্বরূপ), বিশ্বভোক্তা ও বিশ্বপালক। হে বিশ্বস্তর! আপনি পবিত্র, হবির্যজ্ঞসংস্থাসমূহে বিশেষজ্ঞ, হবিষ্যকে হোম-কর্মে প্রয়োগকারী এবং অমৃত (ঘৃত)-রূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত অগ্নি। সুরাসুরগুরো, মহাদিদেব। নরদেব। আপনার কর্ম ঊর্দ্ধগতি প্রদান করে। পূতাত্মন্! আপনি অমৃতপদের পতি ও দ্যুলোকস্পর্শকারী। বিশ্বপতে। আপনি ঘৃতাচী (ঘৃতকে আহুতিদানকারিণী ক্রুবা) আপনার কর্ম অনন্ত। ব্রহ্মা আপনার বংশজ সন্তান। আপনি স্বয়ংশ (স্বয়ম্ভূ)। আপনিই বিশ্বের পালক এবং আপনিই বিশ্বের ধারণ পোষণকারী। বরপ্রার্থী হইয়া আপনার নিকটে আগত আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন। ৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে মহাপুরুষের স্তববিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কশ্যপাদিভ্যো দেবেভ্যশ্চ ভগবতো বিষ্ণোর্বরদানম্, অদিতিদেব্যা গর্ভত আবির্ভাবশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নারায়ণস্তু ভগবান্ শ্রুত্বৈতৎ পরমং স্তবম্।
ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিজেন্দ্রেণ কশ্যপেন সমীরিতম্ ॥ ১
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষঞ্চকার মুদিতস্বননিঃস্বনম্।
মনসা প্রীতিযুক্তেন বিবুধানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২
উবাচ বচনং সম্যগ্ হৃষ্টপুষ্টপদাক্ষরম্।
আকাশাচ্ছ্রুবে শব্দো দর্শনং নোপলভ্যতে।
শ্রীমান্ প্রীতমনা দেবঃ প্রোবাচ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩

বিষ্ণুরুবাচ

প্রীতোঽস্মি বঃ সুরশ্রেষ্ঠাঃ সর্বে যত্তো বিনিশ্চয়ম্।
বরং বৃণুত ভদ্রং বো বরদোঽস্মি সুরোত্তমাঃ ॥ ৪

কশ্যপ উবাচ।

যদৈব ভগবান্ প্রীতঃ সর্বেষামমরোত্তমঃ
তদৈব কৃতকৃত্যাঃ স্ম ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ৫
যদি প্রসন্নো ভগবান্ দাতব্যো বা বরো যদি।
বাসবস্যানুজো ভ্রাতা জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্ধনঃ।
অদিত্যাং বামনঃ শ্রীমান্ ভগবানস্তু বৈ সুতঃ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অদিতির্দেবমাতা চ এতমেবার্থমুত্তমম্।
পুত্রার্থে বরদং প্রাহ ভগবন্তং বরাঙ্গিনী ॥ ৭

অদিতিরুবাচ।

যাচে ত্বাং পুত্রকামা বৈ ভবান্ পুত্রো ভবিষ্যতি।
নিঃশ্রেয়সায় সর্বেষাং দেবানাং হি মহাত্মনাম্ ॥ ৮

দেবা ঊচুঃ।

ভ্রাতা ভর্তা চ দাতা চ শরণঞ্চ ভবস্ব নঃ।
অদিত্যাঃ পুত্রতাং যাতে ত্বয়ি দেবাঃ সবাসবাঃ
দেবলব্ধং বহিষ্যন্তি কশ্যপস্যাত্মজো ভব ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তানব্রবীদ্ বিষ্ণুর্দেবান্ কশ্যপমেব চ।
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথেষ্টং কামমাপ্নুত ॥ ১০
সর্বেষামেব যুষ্মাকং যে ভবিষ্যন্তি শত্রবঃ।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কশ্যপ, অদিতি ও দেবগণকে ভগবান বিষ্ণুর বরদান এবং অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্রহ্মজ্ঞ দ্বিজবর কশ্যপ-কর্তৃক কৃত পরম স্তব শ্রবণ করত ভগবান্ নারায়ণের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সেই মহাত্মা দেবগণকে হর্ষগর্জন-সদৃশ স্নিগ্ধ গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে হৃষ্ট-পুষ্ট পদ ও অক্ষরযুক্ত উত্তম বাক্যে বলিলেন; সেই সময় আকাশ হইতে কেবল তাঁহার শব্দমাত্র শুনা যাইল, তাঁহার দর্শন লাভ হইল না। সর্বসমর্থ এই শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণদেব এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তোমরা সকলে আমার নিকট হইতে সুনিশ্চিত বর প্রার্থনা কর। সুরোত্তমগণ! আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিব ॥ ৪

কশ্যপ বলিলেন,—প্রভো! আপনি দেবগণের মধ্যে উত্তম; আপনি যখন আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমরা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি; কারণ, আপনিই আমাদের পরম গতি ॥ ৫

যদি ভগবান্ আমাদের উপর প্রসন্ন হন অথবা যদি আমাদিগকে আপনি বরদান করা উচিত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনি অদিতির গর্ভ হইতে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া শ্রীমান্ ভগবান্ 'বামন' নামে বিখ্যাত হউন এবং ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া জ্ঞাতিগণের (দেবগণের) আনন্দবর্ধন করুন ॥ ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বরলাভ করিতে ইচ্ছুক দেবমাতা অদিতি-দেবীও বরদাতৃক ভগবান্‌কে পুত্রের জন্যই এই উত্তম মনোরথ প্রকাশ করত বলিলেন ॥ ৭

অদিতিদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আমি পুত্র কামনা করিয়া এই প্রার্থনা আপনার নিকট করিতেছি যে, আপনি সমস্ত মহাত্মা দেবগণের কল্যাণের জন্যই আমার পুত্র হউন ॥ ৮

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাদের ভ্রাতা, ভর্তা (ভরণ-পোষণকারী), দাতা ও আশ্রয়। আপনি যখন অদিতিদেবীর পুত্র হইবেন, তখন ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ দেব-সঙ্ঘের (দেবগণের) ভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন; অতএব আপনি কশ্যপের পুত্র হউন ॥ ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন ভগবান্ বিষ্ণু

মুহূর্তমপি তে সর্ব্বে ন স্থাস্যন্তি মমাগ্রতঃ ॥ ১১
হত্বাসুরগণান্ সর্ব্বান্ যে চান্যে দেবশত্রবঃ
করিষ্যে দেবতাঃ সর্ব্বা যজ্ঞভাগাগ্রভোজিনঃ ॥ ১২
হব্যাদাংশ্চ সুরান্ সর্ব্বান্ কব্যাদাংশ্চ পিতৃনপি।
করিষ্যে বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ পাত্রমেষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৩
যথাগতেন মার্গেণ নিবর্ত্তধ্বং সুরোত্তমাঃ।
দেবমাতুস্তথাদিত্যাঃ কল্পস্যাস্যামিতাত্মনঃ।
যথামনীষিতঃ কর্ত্তা গচ্ছধ্বং স্বং স্বমালয়ম্ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দেবাঃ প্রহৃষ্টমনসঃ পূজয়ন্তি স্ম সর্ব্বশঃ ॥ ১৫
বিশ্বে দেবা মহাত্মানঃ কল্পপোঽগ্নিস্তিরেব চ।
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বসবশ্চৈব মহাবলাঃ ॥ ১৬
নমস্কৃত্য সুরেশায় তস্মৈ দেবায় রংহসে
প্রযাতা প্রাগ্‌দিশং দিব্যাং বিপুলাং কল্পসাশ্রমম্ ॥ ১৭
গত্বা তে আশ্রমং তত্র ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্।
চেরুঃ স্বাধ্যায়নিরতা অদিত্যা গর্ভমীপ্সবঃ
অদিতির্দেবমাতা চ গর্ভং দধ্রে চতির্তেজসম্
ভূতাত্মানং মহাত্মানং দিব্যং বর্ষশতত্রয়ম্ ॥ ১৯
পূর্ণে বর্ষশতে তু প্রসূতা গর্ভমুত্তমম্।
সুরাণাং শরণং দেবমসুরাণাং বিনাশনম্ ॥ ২০
গর্ভস্থেন তু দেবেন পরিত্রাতাঃ সুরাস্তদা।
আদদানেন তেজাংসি ত্রৈলোক্যস্য মহাত্মনা ॥ ২১
তস্মিন্ জাতে তু দেবেশে ত্রৈলোক্যস্য সুখাবহে।
স্তবৈর্দৈত্যসঙ্ঘানাং সুরাণাং নন্দিবর্দ্ধনে ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

দেবগণকেও বলিলেন,—এরূপই হউক। তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা নিজেদের অভীষ্ট মনোরথ প্রাপ্ত হও ॥ ১০

তোমাদের সকলের যাহারা শত্রু হইবে, তাহারা সকলে আমার সম্মুখে মুহূর্ত্তকালও অবস্থান করিতে পারিবে না ॥ ১১

সমস্ত অসুরগণকে এবং অন্যান্য দেবদ্রোহীকে বধ করিয়া আমি সকল দেবগণকেই যজ্ঞভাগের অগ্রভোজী করিব ॥ ১২

দেবশ্রেষ্ঠগণ। আমি নিজের পরাক্রমোচিত কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে হবিষ্যভোজী এবং পিতৃগণকেও কব্যভোজী (আজ্যভোজী) করিব ॥ ১৩

সুরোত্তমগণ। তোমরা যে পথে আসিয়াছ, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি দেবমাতা অদিতি ও মহাত্মা কল্পের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিব। তোমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন কর ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! প্রভাবশালী বিষ্ণু এইরূপ কথা বলিলে পর দেবগণের মন অতিশয় আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের পূজা করিলেন ॥১৫

মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ, কল্পগণ, অগ্নিগণ, সাধ্য এবং মরুদ্‌গণ ও মহাবল বসুগণ—ইহারা সকলে বেগশালী দিব্যরূপ দেবেশ্বরকে নমস্কার করত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কল্পদেবের দিব্য ও বিশাল আশ্রম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৬-১৭

ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সেবিত সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই দেবগণ সেখানে নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায়ে নিরত হইয়া অদিতিদেবীর গর্ভের প্রতীক্ষা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তারপর দেবমাতা অদিতিদেবী অত্যন্ত তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। যে গর্ভে সমস্ত জ্ঞানিগণের আত্মা পরমাত্মা শ্রীহরি বিরাজমান ছিলেন। দেবমাতা এক সহস্র দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত সেই গর্ভ ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ১৯

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পর দেবী অদিতি দেবগণের শরণদাতা এবং অসুরগণের বিনাশক নারায়ণদেবকে নিজের উত্তম গর্ভ (শিশু)-রূপে জন্মদান করিলেন ॥ ২০

গর্ভে অবস্থান করত তিন লোকের তেজোরাশিকে গ্রহণ করিতে করিতে মহাত্মা নারায়ণদেব সমস্ত দেবগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ত্রিভুবনের সুখদায়ক, দৈত্যদলের ভয়দাতা এবং দেবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী দেবেশ্বর শ্রীহরি অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলে পর সর্ব্বত্র আনন্দের মহাপ্লাবন আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-বিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ঋষিভির্বিবিধৈর্দেবৈশ্চ বামনদেবস্য নমস্কারঃ, গন্ধর্বাপ্সরসাঞ্চ নৃত্য-গীতম্, ভগবতো বৈশিষ্ট্যবর্ণনম্, দেবগণ-সমীপত্তেষাং মনোরথঃ পৃষ্টো বৃহস্পতিনা সহ শ্রীভগবতো বলের্যজ্ঞে গমনম্, তত্র স্বীয়-বাক্‌পাটবেন সর্বেষাং বিস্ময়োৎপাদনম্, রাজ্ঞা বলিনা তস্য পরিচয়স্য তথাগমনকারণস্য জিজ্ঞাসা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রজানাং পতয়ঃ সপ্ত সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ।
তস্য দেবস্য জাতস্য নমস্কারং প্রচক্রিরে ॥ ১

ভরদ্বাজঃ কশ্যপো গৌতমশ্চ
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বসিষ্ঠঃ।
যজ্ঞোদিতো ভাস্করে সম্প্রনষ্টে
সোঽপ্যত্রাত্রির্ভগবানাজগাম ॥ ২

মরীচিরঙ্গিরাশ্চৈব পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
দক্ষপ্রজাপতিশ্চৈব নমস্কারং প্রচক্রিরে ॥ ৩

ঊর্ণো বসিষ্ঠপুত্রশ্চ তস্বঃ কাশ্যপ এব চ।
কপীবানকপীবাংশ্চ দত্তো নিষ্চ্যবনস্তথা ॥ ৪

বসিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বাসিষ্ঠা ইতি বিশ্রুতাঃ।
হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ পূর্বজাতাঃ সুতেজসঃ ॥ ৫

গার্গ্যঃ পৃথুশ্চৈবাজ্যো জহ্নো বামন এব চ।
দেববাহুপথুশ্চৈব পর্জন্যশ্চৈব সোমজঃ ॥ ৬

হিরণ্যরোমা বেদশিরাঃ সপ্তমেত্রস্তথৈব চ।
বিশ্বোঽতিবিশ্বশ্চ্যবনঃ সুধামা বিরজাস্তথা ॥ ৭

অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ নমস্কারমকুর্বত।
ঊর্দ্ধোত্তমানা বপুষা সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ৮

উপনৃত্যন্তি দেবেশং বিষ্ণুমপ্সরসাং বরাঃ।
ততো গন্ধর্বতূর্যেষু প্রণদৎসু বিহায়সি ॥ ৯

বহুভিঃ সহ গন্ধর্বৈঃ প্রাগায়ত চ তুম্বুরুঃ।
মহাশ্রুতিশ্চিত্রশিরা ঊর্ণায়ুর্বনবস্তথা ॥ ১০

সোমায়ুঃ সূর্যবর্চাশ্চ সোমবর্চাশ্চ সপ্তমঃ।
বৃষপস্তৃণপঃ কাক্ষির্নন্দিশ্চ ত্রিশিরাস্তথা ॥ ১১

ত্রয়োদশঃ শালিশিরাঃ পর্জন্যশ্চ চতুর্দশঃ।
কলিঃ পঞ্চদশশ্চাত্র তত্রৈব তু মহীপতে ॥ ১২

দশ পঞ্চ বিনে প্রোক্তা নারদশ্চৈব ষোড়শঃ।
হাহা হুহুশ্চ গন্ধর্বৌ হংসশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৩

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ঋষি ও বিবিধ দেবগণের বামনদেবকে নমস্কার, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের নৃত্য-গীত, ভগবানের বৈশিষ্ট্য বর্ণন, দেবগণের নিকট হইতে তাঁহাদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করিয়া বৃহস্পতির সহিত শ্রীভগবানের বলির যজ্ঞে গমন, সেখানে নিজের বাক্‌-পটুতায় সকলের বিস্ময়োৎপাদন এবং রাজা বলি কর্তৃক তাঁহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। সেখানে আবির্ভূত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে সপ্ত প্রজাপতি ও সপ্ত মহর্ষিগণ নমস্কার করিলেন ॥ ১

ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ এবং সূর্যদেব নষ্ট (অন্যান্য হইতে ভ্রষ্ট) হইয়া যাইলে পর যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ অত্রি ও শ্রীহরিকে প্রণাম করিবার জন্য এস্থানে আগমন করিলেন ॥ ২

মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ প্রজাপতি—এই প্রজাপতিগণও সেখানে আসিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন ॥ ৩

ঊর্ণ, বসিষ্ঠপুত্র শক্তি, তন্ত্ব, কাশ্যপ, কপীবান্, অকপীবান্, দত্তাত্রেয়, নিষ্চ্যবন ও বসিষ্ঠনামে বিখ্যাত বসিষ্ঠের এই সাত পুত্র, যাঁহারা পূর্বে হিরণ্যগর্ভের পরম তেজস্বী পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (ইঁহারাও ভগবান্‌কে প্রণাম করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন।) ॥ ৪-৫

গার্গ্য, পৃথু, অজ, বামন, দেববাহু, বহ্নি, সোমবংশী পর্জন্য, হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, সপ্তমেত্র, বিশ্ব, অতিবিশ্ব, চ্যবন, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু—ইঁহারা সকলে সেখানে আসিয়া ভগবান্‌কে নমস্কার করিলেন ॥ ৬-৭

নিজেদের শরীরে উদ্দীপিত হইয়া সর্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ দেবেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তদনন্তর আকাশে গন্ধর্বগণের বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। সেই সময় বহুসংখ্যক গন্ধর্বের সহিত তুম্বুরু গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

নৃপতে! ইঁহারা ব্যতীত মহাশ্রুতি, চিত্রশিরা, ঊর্ণায়ু, অনঘ, সোমায়ু, সূর্যবর্চা, সপ্তমে সোমবর্চা, বৃষপ, তৃণপ, কাক্ষি, নন্দি, ত্রিশিরা, ত্রয়োদশে শালিশিরা, চতুর্দশে পর্জন্য এবং পঞ্চদশে কলি—ইঁহারা সকলেও সেখানে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১২

এই পঞ্চদশ (পনের জন) গন্ধর্ব কথিত হইয়াছেন।

সর্ব্বে তে দেবগন্ধর্ব্বা উপগায়ন্তি কেশবম্ ।
তথৈবাপ্সরসো হৃষ্টাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ১৪
ঘনপুষ্পস্তনঃ সুভগনাঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরদর্শনাঃ
নলিনাক্ষ্যো মহাভাগা শুক্লাচারুলোচনাঃ ॥ ১৫
সুমধ্যাশ্চারুমধ্যাশ্চ প্রিয়মুখ্যো বরাননাঃ ।
অনূকাশ তথা ভামী মিশ্রকেশী বলমুখা ॥ ১৬
মরীচিঃ শুচিকা চৈব বিদ্যুৎপূর্ণা তিলোত্তমা ।
অদ্রিকা লক্ষণা চৈব রম্ভা তদ্বন্মনোরমা ॥ ১৭
অসিতা চ সুবাহুশ্চ সুপ্রিয়া সুভগা তথা ।
ঊর্ব্বশী চিত্রলেখা চ সুগ্রীবা চ সুলোচনা ॥ ১৮
পুণ্ডরীকা সুগন্ধা চ সুরথা চ প্রমাথিনী ।
নন্দা শমরতী চৈব তথাশ্চান্যত্র সম্ভবঃ ॥ ১৯
মেনকা সহজন্যা চ পনিকা পুঞ্জিকস্থলা ।
এতাশ্চাপ্সরসোঽন্যাশ্চ প্রনৃত্যন্তি সহস্রশঃ ॥ ২০
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা ॥ ২১
কপির্ভো বিষ্ণুরিত্যেবং কাশ্যপেয়া গণস্তথা ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা অমলাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥ ২২
চক্রুস্তস্য সুরেশস্য নমস্কারং মহাত্মনঃ ।
মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৩
অজৈকপাদহির্ব্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চাপরাজিতঃ ।
দহনোঽথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতে ॥ ২৪
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে ।
অশ্বিনৌ বসবশ্চাষ্টৌ মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২৫
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ তস্য প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ।
শেষাদ্যুজা মহাভাগা বাসুকিপ্রমুখাস্তথা ॥ ২৬
কম্বলশ্চাপরশ্চৈব তক্ষকশ্চ মহাবলঃ ।
অনুষ্টাস্তেজসা যুক্তা মহাক্রোধা মহাবলাঃ ॥২৭
এতে নাগা মহাত্মানস্তস্মৈ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ।
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চ মহাবলঃ ॥ ২৮
অরুণশ্চারুণিশ্চৈব বৈনতেয়া হ্যপস্থিতাঃ ।
পিতামহশ্চ ভগবান্ স্বয়মাগম্য লোককৃৎ ।
প্রাহ চৈবং গুরুঃ শ্রীমান্ সহ সর্ব্বৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ২৯

ইহাদের সহিত ষোড়শে নারদ এবং হাহা ও হূ হূ নামক দুই গন্ধর্ব এবং মহাতেজস্বী তুম্বুরুও ছিলেন ॥ ১৩

এই সব দেবগন্ধর্বগণ ভগবান্ কেশবের নিকটে গান করিতে লাগিলেন। এইভাবে হৃষ্টচিত্তা মহাভাগা অপ্সরাগণ সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা হইয়া সেখানে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলের নাসা সুন্দর ছিল। ইহাদের জঘনপ্রদেশ অতিশয় মনোহর ছিল। ইহারা সকলেই দেখিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন এবং ইঁহাদের নয়ন বিস্তৃত ছিল। ইঁহাদের শরীরের মধ্যভাগ সুন্দর ও মনোরম ছিল। এই সুমুখী অপ্সরাগণের মুখ সকলেরই প্রিয়দায়ক ছিল ॥ ১৪-১৫॥

ইঁহাদের নাম—অনূকা, ভামী, মিশ্রকেশী, বলমুখা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপূর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুভগা, ঊর্ব্বশী, চিত্রলেখা, সুগ্রীবা, সুলোচনা, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরথা, প্রমাথিনী, নন্দা, শমরতী, মেনকা, সহজন্যা, পনিকা ও পুঞ্জিকস্থলা—ইহারা এবং আরও অন্যান্য স্থান হইতে সহস্র অপ্সরা সেখানে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-২০

ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষ্ণু—ইহারা কশ্যপপুত্রগণের সমুদায়। ইহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও অগ্নিসদৃশ এক সমান দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কথিত হন। ইহারা সকলে আসিয়া সেই দেবেশ্বর মহাত্মা বাসুদেবকে নমস্কার করিলেন ॥ ২১-২২॥

প্রভাষাধ। মৃগব্যাধ, সর্প, মহাবল নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, দহন, ঈশ্বর, কপালী ও ভগবান্ স্থাণু বা শর্ব—এই একাদশ রুদ্রও সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩-২৪॥

দুই অশ্বিনীকুমার (নাসত্য ও দস্র), আটবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং সাধ্যগণ সেই ভগবানের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন ॥ ২৫॥

শেষনাগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ বাসুকিপ্রভৃতি, কম্বল, অপরর্ত্তা ও মহাবল তক্ষক—এই সব মহাকায় নাগগণ অপরাজিত, তেজস্বী, মহাক্রোধী ও মহাবলবান্ ছিলেন। ইঁহারা সকলে সেখানে ভগবানের প্রণতভাবে অতি কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭॥

তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, অরুণ ও আরুণি—এই সব বিনতার পুত্রগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ॥ ২৮॥

এই সব মহাত্মাগণের সহিত লোকস্রষ্টা জগদ্গুরু শ্রীমান্ ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাৎ প্রসূয়তে লোকঃ প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
তস্মাল্লোকেশ্বরঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুরেব ভবত্বয়ম্ ॥ ৩০
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিঃ প্রভুঃ।
নমস্কৃত্বা সুরেশায় জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৩১
স তু জাতঃ সুরেশানঃ কশ্যপস্যাত্মজঃ প্রভুঃ।
নবদূর্ব্বাদলশ্যামো রক্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ ॥ ৩২
শ্রীবৎসেনোরসি শ্রীমান্ রোমজাতেন রাজতা।
উৎফুল্লনলোচনাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যন্ত্যাপ্সরসস্তদা ॥ ৩৩
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি তাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
সুরর্ষিপ্রতিমঃ শ্রীমান্ দুর্দ্ধুর্ষস্তেজসাং নিধিঃ।
শুচিরোমা মহাস্কন্ধঃ সর্ব্বতেজোময়ঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫
যা গতিঃ পুণ্যকীর্ত্তীনামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
যোগসিদ্ধা মহাত্মানো যং বিদুর্যোগমুত্তমম্ ॥ ৩৬
যস্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং ধর্মাদ্যৈরেবসত্তমম্
যং প্রাপ্য শাশ্বতং বিপ্রা নির্মুক্তা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৭
জন্মনো মরণাচ্চৈব মুচ্যন্তে ভবভীরবঃ।
যদেতত্তপ ইত্যাহুঃ সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৩৮
সেবন্তে যং মহাত্মানো দুশ্চরং ব্রতমাস্থিতাঃ।
যোঽনন্ত ইতি নাগেষু সেব্যতে সর্ব্বভোগিভিঃ ॥ ৩৯
সহস্রমূর্দ্ধা রক্তাক্ষঃ শেষাদিভিরনুত্তমৈঃ
যোঃ যজ্ঞ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈরিজ্যতে স্বর্গলিপ্সুভিঃ ॥৪০
নানাস্থানগতঃ শ্রীমানেকঃ কবিরনুত্তমঃ।
যং বেদা যান্তি বেত্তারং যজ্ঞভাগপ্রদায়িনম্ ॥ ৪১
বৃষাঙ্কিশ্চন্দ্রসূর্য্যাক্ষং দেবমাকাশবিগ্রহম্।
স প্রাহ ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ বাচা বৈ পরয়া বিভুঃ। ৪২
জ্ঞানরূপি মহাতেজা গতো যোগেন বালতাম্
কিং করোমি সুরশ্রেষ্ঠাঃ কং বরঞ্চ দদামি বঃ। ৪৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেহেতু ইহা হইতেই সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইহেতু এই প্রভাবশালী সনাতন পুরুষ শ্রীমান্ বিষ্ণুই লোকেশ্বর হউন অর্থাৎ ইঁহাকে লোকেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। ৩০

এরূপ বলিয়া দেবর্ষিগণের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দেবেশ্বরকে প্রণাম করত পুনরায় স্বধামে গমন করিলেন। ৩১

সেস্থানে আবির্ভূত কশ্যপকুমার দেবেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ বামন ছিল। তিনি বর্ষাকালের নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তিতে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহার নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল। ৩২

ইঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসনামক রোমরাজি সুশোভিত ছিল, ইহাতে তিনি বিশেষ শোভা পাইতেছিলেন। সেই সময় সমস্ত অপ্সরাগণ প্রফুল্লনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতেছিলেন। ৩৩

যদি আকাশে এক হাজার সূর্য্যের প্রভা একসঙ্গে উদিত হয়, তাহা হইলে উহা এই মহাত্মা শ্রীহরির প্রভার সমান হইতে পারে। ৩৪

দেবর্ষিগণের তুল্য তেজস্বী শ্রীমান্ ভগবান্ বামন দুর্লোক ও ভূর্লোকাদির সমস্ত প্রাণিগণের উৎপাদক ও সংরক্ষক ছিলেন। ইঁহার রোমাবলি পবিত্র ও অতি বিশাল ছিল। এই প্রভু সর্ব্বতেজোময় ছিলেন। ৩৫

যিনি পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষগণের গতি, পাপকর্ম্মকারী পুরুষগণ যাঁহার নিকট গমন করিতে পারে না, যোগসিদ্ধ মহাত্মা পুরুষগণ যাঁহাকে উত্তম যোগরূপে জানেন, যাঁহার মধ্যে অণিমাদি অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য সদা বিরাজমান আছে, যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেবগণের মধ্যেও দেবোত্তম বলা হয়, যে সনাতন দেবকে প্রাপ্ত হইয়া নিয়ম-পরায়ণ, মোক্ষাভিলাষী ও ভববন্ধন ভয়ে ভীত ব্রাহ্মণগণ জন্ম-মরণের চক্র হইতে মুক্ত হন, যাঁহাকে সমস্ত আশ্রমবাসী পুরুষগণ 'তপ' বলিয়া থাকেন, আহার সংযমপূর্ব্বক দুষ্কর ব্রত অবলম্বনকারী সাধকগণ যাঁহার উপাসনা করেন, শেষাদি সমস্ত উত্তম সর্পরাজগণ এবং অন্যান্য সর্পগণ যাঁহাকে নাগসকলের মধ্যে 'অনন্ত' নামে জানিয়া তাঁহার আরাধনা করেন, যাঁহার মস্তক সহস্র এবং রক্তবর্ণ, স্বর্গাভিলাষী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ পুরুষরূপে যাঁহার যজন করেন, যিনি শ্রীসম্পন্ন, অধিতীয় ও সর্ব্বোত্তম জ্ঞানী এবং একাকীই নানাস্থানে ব্যাপ্ত, যাঁহাকে জ্ঞানী, যজ্ঞভাগ-প্রদাতা, ধর্মমূল ভেদে যুক্ত, চন্দ্র ও সূর্য্যরূপী নেত্রে সুশোভিত এবং অনন্ত আকাশময় শরীরসম্পন্ন মানিয়া দেবগণ তাঁহার স্মরণ গ্রহণ করেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা যাঁহা উত্তম বাক্যের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে বলিলেন। ৩৬-৪২

যোগশক্তির দ্বারা বালকভাব প্রাপ্ত সেই মহাতেজস্বী শ্রীহরি সব কিছু জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠগণ! বল, আমি তোমাদের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করিব? তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব? তোমাদের সকলের যাহা ইচ্ছা, তাহা প্রসন্নতাসহকারে বল। ৪৩

যৎ কাঙ্ক্ষিতং বৈ সর্ব্বেষাং তদ্ বৈ ক্রত মুদা যুতাঃ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বামনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বে তে হৃষ্টমনসো দেবাঃ কশ্যপনন্দনম্।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিষ্ণুং সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৪৫
ব্রহ্মণো বরদানেন হৃতং নো নিখিলং জগৎ
তপসা মহতা চৈব বিক্রমেণ দমেন চ ॥ ৪৬
বলিনা দৈত্যমুখ্যেন সর্ব্বজ্ঞেন মহাত্মনা।
অবধ্যাঃ কিল সোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং দেবসত্তম ॥ ৪৭
ভবান্ প্রভবতে তস্য নাশং কর্ত্তুং সুব্রত।
বয়ং প্রপন্নামহে সর্ব্বে ভবন্তং শরণার্থিনঃ।
শরণ্যং বরদং দেবং সর্ব্বদেবভয়াপহম্ ॥ ৪৮
ত্বমীশান হিতার্থায় লোকানাঞ্চ সুরেশ্বর।
প্রিয়ার্থঞ্চ তথাদিত্যাঃ কশ্যপস্য তথৈব চ ॥ ৪৯
কুরুষ পিতৃণামুচিতং সুরাণাং হবামুত্তমম্।
প্রবর্ত্তেত মহাবাহো যথাপূর্ব্বং সুরোত্তম ॥ ৫০
আনেতুমর্থং সুরেশস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যানয় মহেন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৫১
ক্রতুনা বাজিমেধেন যজতে স হি দানবঃ।
যৎ প্রত্যানয়নে যুক্তং লোকানাং তদ্ বিচিন্তয় ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তদা দেবৈর্বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্
প্রহর্ষয়ন্ সুরাংশ্চাথ সর্ব্বান্ দেবানিদং বচঃ ॥ ৫৩

বিষ্ণুরুবাচ।

তস্য যজ্ঞসকাশং মাং মহর্ষির্বৈপারগঃ
বৃহস্পতির্মহাতেজা নয়ত্বদ্য ত্বরন্বিতঃ ॥ ৫৪
তস্যাহং সমনুপ্রাপ্তো যজ্ঞবাটং সুরোত্তমাঃ।
বিচরিষ্যে যথাযুক্তং ত্রৈলোক্যহরণায় বৈ ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বৃহস্পতির্ধীমানয়নদ্ বামনং প্রভুম্।
যজ্ঞবাটং মহাতেজা দানবেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৫৬
মৌঞ্জী যজ্ঞোপবীতী চ ছত্রী দণ্ডী স্রুজী তথা।
বামনো ধূমরক্তাক্ষো ভগবান্ বালরূপধৃক্ ॥ ৫৭

মহাত্মা বামনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সেই কশ্যপনন্দন ভগবান্ বিষ্ণুকে কৃতাঞ্জলি-সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩-৪৩

দেবপ্রবর! সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা দৈত্যরাজ বলি উত্তম তপস্যা, অদ্ভুত বিক্রম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্রহ্মার প্রদত্ত বরদানের প্রভাবে আমাদের সম্পূর্ণ জগৎ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বরপ্রভাবে সে আমাদের পক্ষে অবধ্য হইয়া গিয়াছে। উত্তম ব্রত-পালনকারী প্রভো! কেবল আপনিই তাহাকে জয় করিতে পারেন, অন্য কেহই নহে: সেইজন্য আমরা সকলে শরণার্থী হইয়া সর্ব্বদেবভয়হারী, শরণাগতবৎসল ও বরদায়ক দেব আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৪৪-৪৮

মহাবাহু সুরশ্রেষ্ঠ সুরেশ্বর! আপনি ঋষিগণের ও লোক-সকলের হিতের জন্য, মাতা অদিতিদেবী ও পিতা কশ্যপের প্রিয় করিবার জন্য, পিতৃগণের নিমিত্ত উচিত কথা ও দেবগণের জন্য উত্তম হবা যেভাবে পূর্ব্বের প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার জন্য এবং নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র মহাত্মা ইন্দ্রের কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই ত্রিভুবনের অক্ষয় রাজা বলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আপনি পুনরায় মহেন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করুন ॥ ৪৯-৫১

এই সময় দানবরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার নিকট হইতে ত্রিলোকের রাজ্য প্রত্যানয়ন করিতে যাহা উচিত উপায় হইবে, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করুন ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবগণ এরূপ বলিলে পর বামনরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবতাবৃন্দের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৩

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ! বেদপারগামী বিদ্বান্ অত্রি-নন্দন মহাতেজস্বী মহর্ষি বৃহস্পতি আমাকে বলির সমীপে লইয়া চলুন ॥ ৫৪

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তাহার যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া আমি ত্রিলোকের রাজ্য গ্রহণ করিবার পক্ষে যথোচিত উপায় বিচার করিব ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন! তখন মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি ভগবান্ বামনকে জ্ঞানী দানবরাজ বলির যজ্ঞশালায় লইয়া যাইলেন ॥ ৫৬

এই সময় বালকরূপধারী ভগবান্ বামন মুঞ্জ-মেখলা, যজ্ঞোপবীত, ছত্র, দণ্ড ও স্রুক্ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় তখন ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ছিল ॥ ৫৭

তং গত্বা যজ্ঞবাটঞ্চ ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুলম্ ।
আত্মনা চৈব ভগবান্ বর্ণয়ামাস তৎ ক্রতুম্ ॥ ৫৮
লোকেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীমান্ সুরৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ ।
অধ্যাস্যমানো ভগবানবৃদ্ধোঽপ্যথ বৃদ্ধবৎ ॥ ৫৯
দানবাধিপতেস্তস্য বলেরৈরোচনস্য চ
যজ্ঞবাটমচিন্ত্যাত্মা ভগবান্ সুরসত্তমঃ ॥ ৬০
পালিতোঽপি হি দৈত্যেয়ঃ সাংগ্রামিকপরিচ্ছদৈঃ
দ্বারে দানবসঙ্ঘাবে সহসৈব বিবেশ হ ॥ ৬১
ঋষিভিশ্চৈব মন্ত্রাদ্যৈঃ সর্ব্বতঃ পরিবারিতম্
দৈত্যদানবরাজেন্দ্রমুপতস্থে বলিং বলী ॥ ৬২
বর্ণয়িত্বা যথান্যায়ং যজ্ঞং যজ্ঞঃ সনাতনঃ ।
বিস্তরেণ নরশ্রেষ্ঠ প্রয়োগৈর্বিবিধৈস্তথা ॥ ৬৩
শুক্রাদীনৃত্বিজশ্চাপি যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণান্ ।
সর্ব্বানেব নিগৃহ্যাথ চকার চ নিরুত্তরান্ ॥ ৬৪
আরাধ্য বলেস্তস্য ঋত্বিক্কামমভিস্তুতঃ ।
যজ্ঞমাস্থানমেবাসৌ হেতুভিঃ কারণং বিভুঃ ॥ ৬৫
বৈদিকৈরপ্রকাশৈশ্চ পুনরপ্যাহ ভারত ।

ব্রহ্মর্ষিগণে পরিপূর্ণ সেই যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ স্বয়ংই সেই যজ্ঞের বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

লোকেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীমান্ ভগবান্ বামন যদিও অবৃদ্ধ (বালক) ছিলেন, তথাপি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৫৯

যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, সেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বামন দানবরাজ বিরোচনপুত্র বলির যজ্ঞমণ্ডপে গমন করিলেন ॥ ৬০

যদিও দৈত্যরাজ বলি যুদ্ধোপযোগী বেশভূষাধারী রক্ষিগণে সুরক্ষিত ছিলেন, (অতএব তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া কঠিন ছিল,) তথাপি দানবগণে পরিপূর্ণ সেই মণ্ডপের দ্বারের মধ্যে সহসা তিনি প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন ॥ ৬১

ঋষিগণ মন্ত্রাদির দ্বারা সর্ব্বদিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বলবান্ ভগবান্ বামন দৈত্য-দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৬২

নরশ্রেষ্ঠ ! এই সনাতন যজ্ঞপুরুষ সেই যজ্ঞের নানাপ্রকার প্রয়োগ-সমূহের দ্বারা সবিস্তারে যথোচিত বর্ণনা করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে বিশেষ নিপুণ শুক্রাচার্য্যাদি সমস্ত ঋত্বিগ্‌গণকে নিগৃহীত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন ॥ ৬৩-৬৪

ভরতবংশধর জনমেজয় ! বিচিত্র বাক্যবিশিষ্ট এই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বলির সমীপে, ঋত্বিগ্‌গণের নিকটে এবং ঋষিবৃন্দের সমক্ষে নিজেরই স্বরূপভূত কারণাত্মা যজ্ঞের প্রত্যক্ষমুষিসঙ্ঘানাং বর্ণয়ামাস চিত্রতঃ ॥ ৬৬
ততো নিরুত্তরান্ দৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়ানৃষীংশ্চ তান্
অব্রুবন্নপি বৃদ্ধাংস্তান্ বামনেন মহৌজসা ॥ ৬৭
অদ্ভুতং চাপি মেনে স বিরোচনসুতো বলী ।
মূর্দ্ধা কৃতাঞ্জলিশ্চেদমব্রবীদ্ বিস্মিতো বচঃ ॥ ৬৮
কুতস্ত্বং কোঽসি কস্যাসি কিং বেত্থাস্তি প্রয়োজনম্ ।
নৈবংবিধঃ পরিজ্ঞাতো দৃষ্টপূর্ব্বো ময়া দ্বিজঃ ॥ ৬৯
বালো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদঃ ।
শিষ্টবাগ্ রূপসম্পন্নো মনোজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৭০
নেদৃশাঃ সন্তি দেবানামৃষীণামপি সূনবঃ
ন নাগানাং ন যক্ষাণাং নাসুরাণাং ন রক্ষসাম্ ॥ ৭১
ন পিতৃণাং ন সিদ্ধানাং গন্ধর্ব্বাণাং তথৈব চ ।
যোঽসি সোঽসি নমস্তেঽস্তু ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ৭২

বৈশম্পায়ন উবাচ

উক্ত এবং হৃচিন্ত্যাত্মা বলিনা বামনস্তদা ।
প্রোবাচোপায়তত্ত্বজ্ঞঃ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে সপ্তত্রিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

অপ্রকাশিত বৈদিক যুক্তিসমূহের দ্বারা বারংবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫-৬৬

মহাতেজস্বী বালক বামনের দ্বারা উপাধ্যায়গণ সহ সেই বৃদ্ধ মহর্ষিগণকেও নিরুত্তর হইতে দেখিয়া বিরোচনপুত্র বলবান্ বলি উহাকে অদ্ভুত চমৎকার মনে করিলেন । তারপর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত বিস্মিতচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ৬৭-৬৮

দ্বিজবর ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ? আপনি কে ? কাহার পুত্র ? আপনার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি ? আপনার ন্যায় দ্বিজকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই এবং জানিতেও পারি নাই ॥ ৬৯

আপনি বালক হইয়াও বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রবীণ । আপনার বাক্য শিষ্টতাপূর্ণ, আপনি রূপবান্ ও মনোহর । আপনি দেখিতেও সকলের প্রিয় ॥ ৭০

দেবতা ও ঋষিগণের পুত্রগণও এতাদৃশ দৃষ্ট হন না । এরূপ না নাগ, না যক্ষ, না অসুর, না রাক্ষস, না পিতৃগণ, না সিদ্ধ এবং না গন্ধর্ব্বদিগের পুত্রগণ আছেন । আপনি যাহা হউন, তাহা হউন, আপনাকে নমস্কার । বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিব ॥ ৭১-৭২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বলি এই কথা বলিলে পর যিনি কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে প্রকৃত উপায় জানেন, সেই অচিন্ত্য-স্বরূপ ভগবান্ বামন ঈষৎহাস্যে সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ৭৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতার-বিষয়ক সপ্তত্রিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[বামনদেবের বলের্যজ্ঞস্য প্রশংসা, বলিনা প্রার্থয়িতুং চোদিতেন বামনদেবেন ত্রিপদপরিমিতায়া ভূম্যাঃ প্রার্থনা, শুক্রাচার্য্য-প্রহ্লাদয়োর্বারণকার্য্যতো বলিং নিবারয়িতুং চেষ্টা, বলিনা দানস্য সমর্থনম্, দানপ্রাপ্তস্য বামনস্য বিরাড়্-রূপধারণঞ্চ ।]

বিষ্ণুরুবাচ ।

অহো যজ্ঞোঽসুরেশস্য বহ্বন্নঃ সুসংস্কৃতঃ ।
পিতামহস্যেব পুরা যজ্ঞতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১

সুরেশস্য চ শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
বিশেষিতস্ত্বয়া যজ্ঞো দানবেন্দ্র মহাবল ॥ ২

যজতা বাজিমেধেন ক্রতূনাং প্রবরেণ তু ।
সর্ব্বপাপবিনাশায় ত্বয়া স্বর্গপ্রধর্ষিনা ॥ ৩

সর্ব্বকামময়ো হ্যেষ সম্মতো ব্রহ্মবাদিনাম্
ক্রতূনাং প্রবরঃ শ্রীমানশ্বমেধ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৪

সুবর্ণশৃঙ্গো হি মহানুভাবো
লোহক্ষুরো বায়ুজবো মহাত্মা ।
স্বর্গেক্ষণঃ কাঞ্চনগর্ভগৌরঃ
স বিশ্বযোনিঃ পরমো হি মেধ্যঃ ॥ ৫

আস্থায় বৈ বাজিনমশ্বমেধ-
মিষ্ট্বা নরা দুষ্কৃতমুত্তরন্তি ।
আহুশ্চ যং বেদবিদো দ্বিজেন্দ্রা
বৈশ্বানরং বাজিনমশ্বমেধম্ ॥ ৬

যথাশ্রমাণাং প্রবরো গৃহাশ্রমো
যথা নরাণাং প্রবরা দ্বিজাতয়ঃ ।
যথাসুরাণাং প্রবরো ভবানিহ
তথা ক্রতূনাং প্রবরোঽশ্বমেধঃ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বামনেন সমীরিতম্ ।
মুদা পরময়া যুক্তঃ প্রাহ দৈত্যাধিপতির্বলিঃ ॥ ৮

বলিরুবাচ ।

কস্যাসি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কিমিচ্ছসি দদামি তে ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ৯

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[বামনদেব কর্ত্তৃক বলির যজ্ঞের প্রশংসা, বলিকর্ত্তৃক প্রার্থনা করিতে প্রেরিত হইয়া বামনদেবের তিন পদ ভূমি প্রার্থনা, শুক্রাচার্য্য ও প্রহ্লাদের বলিকে দান কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা, বলিকর্ত্তৃক দানের সমর্থন এবং দানপ্রাপ্ত হইয়াই বামনের বিরাট্ রূপ ধারণ ।]

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—অহো ! অসুরেশ্বর বলির এই যজ্ঞ অদ্ভুত । ইহাতে ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থসমূহের বহুলতা আছে এবং এই যজ্ঞ সুন্দর সংস্কারে সম্পন্ন । পুরাকালে যজ্ঞপরায়ণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই যজ্ঞও সেইরূপ । ১

মহাবল দানবরাজ ! পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণের যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তুমি তাহা হইতেও বিশিষ্ট এই যজ্ঞ করিতেছ । ২

স্বর্গলোকের প্রবর্দ্ধনকারী ও সমস্ত ক্রতু (যজ্ঞ)-সমূহের মধ্যে প্রধান এই অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্ববিধ পাপসকলের বিনাশের কারণ । তুমি ইহার দ্বারা যজন করিয়া নিজের এই যজ্ঞের মহত্ত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছ । ৩

ক্রতুসমূহের মধ্যে প্রধান শ্রীমান্ অশ্বমেধ সর্ব্বকামময় ; ইহা ব্রহ্মবাদিগণেরও মান্য, ইহাই শ্রুতির অভিমত । ৪

বিশ্বের কারণভূত এই উত্তম যজ্ঞ পরম পবিত্র, সেই অশ্বরূপধারী যজ্ঞের পৃষ্ঠ (মস্তক) সুবর্ণময়, ইহার প্রভাব মহান্, ইহার ক্ষুর লৌহতুল্য কঠিন, বেগ বায়ুর সমান তীব্র, শরীর বিশাল, ইহার স্বর্গলোক চক্ষু (অথবা স্বর্গলোক অভিমুখে ইহার দৃষ্টি) এবং ইহার কান্তি সুবর্ণমিশ্রিত গৌরবর্ণ । ৫

এই অশ্বমেধরূপী অশ্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করিবার পর মনুষ্যগণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । বেদবিদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধী অশ্বকে বৈশ্বানর (অগ্নিরূপ) বলিয়া থাকেন । ৬

যেরূপ গৃহস্থ আশ্রম সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেরূপ ব্রাহ্মণগণ সমস্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যেরূপ তুমি এস্থানে অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ যজ্ঞসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বামনদেব কর্ত্তৃক কথিত এই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৮

বলি বলিলেন,—বিপ্রবর ! আপনি কাঁহার পুত্র এবং কি কামনা করেন ? আমি আপনাকে কাম্য বস্তু দান করিব । আপনার কল্যাণ হউক । আপনি বর প্রার্থনা করুন এবং নিজের অভীষ্ট মনোরথ প্রাপ্ত হউন । ৯

বামন উবাচ

ন রাজ্যং ন চ যানানি ন রত্নানি ন চ স্ত্রিয়ঃ
কাময়ে যদি তুষ্টোঽসি ধর্ম্মে চ যদি তে মতিঃ ॥ ১০
ত্রিবিধং মে প্রযচ্ছস্ব পদানি ত্রীণি দানব
ত্বমগ্নিশরণার্থায় এষ মে প্রবরো বরঃ।
বামনস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রাহ দৈত্যপতির্বলিঃ ॥ ১১

বলিরুবাচ।

ত্রিভিঃ কিং তব বিপ্রেন্দ্র পদৈঃ প্রব্রজ্যয়া বর।
শতং শতসহস্রাণাং পদানাং মার্গতাং ভবান্ ॥ ১২

শুক্র উবাচ

মা দদস্ব মহাবাহো ন ত্বং বেৎসি মহাসুর।
এষ মায়াপ্রতিচ্ছন্নো ভগবান্ প্রবরো হরিঃ ॥ ১৩
বামনং রূপমাস্থায় শক্রপ্রিয়হিতেপ্সয়া।
ত্বাং বঞ্চয়িতুমায়াতো বহুরূপধরো বিভুঃ ॥ ১৪

এবমুক্তঃ স শুক্রেণ চিরং সঞ্চিন্ত্য বৈ বলিঃ।
প্রহর্ষেণ সমাযুক্তঃ কিমতঃ পাত্রমিষ্যতে ॥ ১৫
প্রগৃহ্য হস্তে সম্ভ্রান্তো ভৃঙ্গারং কনকোদ্ভবম্

বলিরুবাচ।

বিপ্রেন্দ্র প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠ স্থিতোঽস্মি কমলেক্ষণ ॥ ১৬
প্রতীচ্ছ নেহি কিং ভূমিং কা মাত্রা ভোঃ পদত্রয়ম্
দত্তস্য পাত্রং জলং নৈব মিথ্যা ভবেদ্ গুরুঃ ॥ ১৭

শুক্র উবাচ।

ভো ন দেয়ং কৃতো দৈত্য বিজ্ঞাতোঽয়ং ময়া ক্রমঃ
কোঽয়ং বিষ্ণুরহো প্রীতির্বলিতস্ত্বং ন বঞ্চিতঃ ॥ ১৮

বলিরুবাচ।

কথং সনাথোঽয়ং বিষ্ণুর্যজ্ঞে স্বয়মুপস্থিতঃ
দাস্যামি দেবদেবায় যদ্‌যদিচ্ছত্যয়ং বিভুঃ ॥ ১৯

বামনদেব বলিলেন,—বসুনন্দন! আমি না রাজ্য কামনা করি এবং না যানসকল (বাহনসকল)। এইরূপ আমি না রত্নসমূহ কামনা করি এবং না স্ত্রীগণ। যদি তুমি প্রসন্ন হও ও যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে আমার শুক্রর জন্য অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত আমাকে তিন পদ পরিমাণ ভূমি দান কর এবং ইহাই আমার নিকট সর্ব্বোত্তম বর। বামনদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ বলি কহিলেন॥ ১০-১১

বলি বলিলেন,—বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর! তিন পদ পরিমাণ ভূমিতে আপনার কি হইবে? আপনি লক্ষ কোটি পদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করুন॥ ১২

(ইহা শুনিয়া) শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—মহাবাহো! তুমি ইঁহাকে কিছু দিবে না। মহাসুর! তুমি ইঁহাকে জান না। ইনি দেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি মায়ার দ্বারা নিজের রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া এস্থানে আসিয়াছেন॥ ১৩

বহুরূপধারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের প্রিয় ও হিত করিবার ইচ্ছায় বামনরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছেন॥ ১৪

শুক্রাচার্য্য এরূপ বলিলে পর বলি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করত অতিশয় হর্ষের সহিত বলিলেন,—ইহা অপেক্ষা উত্তম পাত্র আর কোন্ জন হইবেন? ১৫

এই কথা বলিয়া বলি ত্বরাসহকারে নিজ হস্তে সুবর্ণনির্ম্মিত ভৃঙ্গার গ্রহণ করিলেন॥

বলি বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনি পূর্ব্বমুখ হইয়া অবস্থান করুন। (বামনদেব বলিলেন,—) এই আমি অবস্থিত হইয়াছি। (বলি কহিলেন,—) কমলনয়ন! এই দান গ্রহণ করুন। (বামনদেব বলিলেন,—) আচ্ছা, দাও। (বলি কহিলেন,—) কি দান করিব? (বামন বলিলেন,—) ভূমি। (বলি কহিলেন,—) ব্রাহ্মণ! সেই ভূমির মাত্রা (পরিমাণ) কত? (বামনদেব বলিলেন,—) তিন পদ। (বলি কহিলেন,—) আচ্ছা, প্রদান করিলাম। (বামনদেব বলিলেন,—) তুমি সঙ্কল্প করিয়া জল পাতিত কর, যাহাতে আমার গুরু মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ না হন॥ ১৬-১৭

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আরে! এই দান দিবে না। (বলি কহিলেন,—) কেন? (শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—) আমি সুনিশ্চিত ভাবে ইঁহাকে জানিতে পারিয়াছি। (বলি কহিলেন,—) ইনি কে? (শুক্রাচার্য্য বলিলেন—) অহো! ইনি বিষ্ণু। (বলি কহিলেন—তবে ত') আনন্দের কথা। (শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—) তাহা হইলে তুমি বঞ্চিত হইলে। (বলি কহিলেন,—) না, আমি বঞ্চিত হই নাই॥ ১৮

বলি বলিলেন,—এই ভগবান্ বিষ্ণু ত' সর্ব্বথা সনাথ (কৃতকৃত্য), তবে ইনি যাচ্ঞা করিবার জন্য যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন কেন? যদি উপস্থিতই হইয়াছেন, তাহা হইলে ইনি যাহা যাহা চাহিবেন, তৎসমস্তই আমি এই দেবদেব বিষ্ণুকে প্রদান করিব॥ ১৯

কো বাস্য পাত্রভূতোঽন্যাদ্ বিষ্ণোঃ পরতরো ভবেৎ।
এবমুক্ত্বা বলিঃ শীঘ্রং পাতয়ামাস বৈ জলম্ ॥ ২০

বামন উবাচ।

পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র পর্য্যাপ্তানি মমানঘ
যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তং হি তত্তথা ন তদন্যথা ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা বামনস্য মহৌজসঃ
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ঃ স কৃত্বা বৈরোচনিস্তদা ॥ ২২
এবমস্ত্বিতি দৈত্যেশো বাক্যমুক্ত্বাঽরিসূদনঃ
ততো বারিসমাপূর্ণং ভৃঙ্গারং স পরামৃশৎ ॥ ২৩
বামনো ঽসুরেন্দ্রস্য চিকীর্ষুঃ কদনং মহৎ
ক্ষিপ্রং প্রদাতুকামায় দৈত্যাক্ষয়করং কৃতম্ ॥ ২৪
প্র যুযুক্ষাপি দৈত্যেশস্তস্মৈ সুমনসা জলম্।
দাতুকামঃ করে যাবত্তাবতঃ প্রত্যবেষয়ৎ ॥ ২৫
তস্য তদ্ রূপনালোক্য চিন্তয়াঞ্চ মহাত্মনঃ
অভূতপূর্ব্বঞ্চ হরের্জিহীর্ষোঃ শ্রিয়মাসুরীম্ ॥ ২৬

ইঙ্গিতজ্ঞোঽব্রতঃ স্থিত্বা প্রহ্লাদস্তত্রবীদ্ বচঃ ॥ ২৭

প্রহ্লাদ উবাচ।

মা দদস্ব জলং বত্স বটোর্বামনরূপিণঃ।
স ত্বসৌ যেন তে পূর্ব্বং নিহতঃ প্রপিতামহঃ।
বিষ্ণুরেষ মহাপ্রাজ্ঞস্ত্বাং বঞ্চয়িতুমাগতঃ ॥ ২৮

বলিরুবাচ।

হন্ত তস্মৈ প্রদাস্যামি দেবায়েমং প্রতিগ্রহম্।
অনুগ্রহকরং দেবমীদৃশং জগতঃ প্রভুম্ ॥ ২৯
ব্রহ্মণোঽপি গরীয়াংসং পাত্রং লব্ধ্যামহে বয়ম্।
অবশ্যং চাসুরশ্রেষ্ঠ দাতব্যং দীক্ষিতেন বৈ ॥ ৩০

ইত্যুক্ত্বাসুরসঙ্ঘানাং মধ্যে বৈরোচনিস্তদা
দেবায় প্রদদৌ তস্মৈ পদানি ত্রীণি বিষ্ণবে ॥ ৩১

প্রহ্লাদ উবাচ।

দানবেন্দ্র মা দাস্যঃ বিপ্রায়ৈষ প্রতিগ্রহম্।
নৈনং বিপ্রশিশুং মন্যে নেদৃশো ভবতি দ্বিজঃ ॥ ৩২

এই বিষ্ণু অপেক্ষা অন্য কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর পাত্র হইবেন? এরূপ বলিয়া বলি শীঘ্রই জল পাতিত করিলেন ॥ ২০

বামনদেব বলিলেন,—নিষ্পাপ দৈত্যরাজ! আমার পক্ষে তিন পদই পর্য্যাপ্ত। আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যথার্থ; কোনরূপেই তাহা অন্যথা হইতে পারে না ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাতেজস্বী বামনদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্রুসূদন বিরোচন-পুত্র দৈত্যরাজ বলি সেই সময় কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করিয়া কহিলেন—(এবমস্তু) এইরূপই হউক। এই কথা বলিয়া তারপর তিনি জলপূর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণ করিলেন ॥ ২২-২৩

বামনদেব অসুররাজ বলির বিশেষ হানি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; অতএব তিনি নিজের দৈত্যবিনাশক হস্তকে সত্বর প্রসারিত করিলেন ॥ ২৪

দৈত্যেশ্বর বলি পূর্বাভিমুখ হইয়া তত্ত্বতঃ বামনদেবের হস্তে যেই জলদানের জন্য উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে প্রহ্লাদ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ২৫

অসুরগণের সম্পদকে হরণ করিতে ইচ্ছুক সেই পরমাত্মা শ্রীহরির সেই অভূতপূর্ব ও অচিন্ত্য রূপ দর্শন করত তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলির সম্মুখে অবস্থান করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—দৈত্যরাজ! তুমি এই বামন রূপধারী ব্রহ্মচারীর হস্তে জল দিও না। ইনি সেই পুরুষ, যিনি পূর্বে তোমার প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। সেই মহামতি বিষ্ণুই তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আসিয়াছেন ॥ ২৭-২৮

বলি কহিলেন,—অসুরশ্রেষ্ঠ! যদি ইহাই হয়, তবে ত' অতিশয় আনন্দের কথা। আমি এই নারায়ণদেবকে অবশ্যই প্রতিগ্রহ প্রদান করিব। যিনি ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিক গৌরবশালী ও অনুগ্রহকারী, সেই জগদীশ্বরদেবকে আমরা দানপাত্ররূপে প্রাপ্ত হইব। (ইহা অপেক্ষা অধিক আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?) অতএব যজ্ঞে দীক্ষিত যজমান আমার পক্ষে এই বামনদেবকে অবশ্যই দান দেওয়া উচিত ॥ ২৯-৩০

অসুরসঙ্ঘের মধ্যে এই কথা বলিয়া বিরোচন-পুত্র বলি সেই সময় সেই বিষ্ণুদেবকে তিন পদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৩১

তখন প্রহ্লাদ পুনরায় বলিলেন,—দানবেশ্বর! তুমি এই ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ দিবে না। আমি এই ব্রাহ্মণকে বালক বলিয়া মনে করি না; কারণ, ব্রাহ্মণের বালক এরূপ হয় না ॥ ৩২

রূপেণানেন দৈত্যেন্দ্র সত্যমেবং ব্রবীমি তে।
নারসিংহমহং মন্যে তবৈব পুনরাগতম্ ॥ ৩৩
এবমুক্তস্তদা তেন প্রহ্লাদেনামিতৌজসা
প্রহ্লাদমব্রবীদ্ বাক্যমিদং নির্ভৎসয়ন্নিব ॥ ৩৪

বলিরুবাচ।

দেহীতি যাচতে যো হি প্রত্যাখ্যাতি চ যোঽনৃত।
উভয়োরপ্যলক্ষ্ম্যা বৈ ভাগস্তং বিশতে নরম্ ॥ ৩৫
প্রতিজ্ঞায় তু যো বিপ্রে ন দদাতি প্রতিগ্রহম্।
স যাতি নরকং পাপী মিত্রগোত্রসমন্বিতঃ ॥ ৩৬
অলক্ষ্মীভয়ভীতোঽহং দদামীমৈ বসুন্ধরাম্।
প্রতিগ্রহীতা চাপ্যস্মাৎ কশ্চিদন্যাদ্ দ্বিজোঽথ বৈ ॥৩৭
নাধিকো বিদ্যতে যস্মাৎ তদ্দদামি বসুন্ধরাম্
হৃদয়স্থ চ মে তুষ্টিঃ পরা ভবতি দানব ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা বামনরূপেণ যাচন্তং দ্বিজপুঙ্গবম্।
এষ তস্মাৎ প্রদাস্যামি ন স্থাস্যামি নিবারিতঃ ॥ ৩৯

দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি। ইঁহার এই রূপের দ্বারা আমার এই অনুমান হইতেছে যে, পুনরায় সেই নরসিংহদেবই এস্থানে আসিয়াছেন। ৩৩

অমিততেজস্বী প্রহ্লাদ এই কথা বলিলে পর সেই সময় বলি প্রহ্লাদকে যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৩৪

বলি কহিলেন,—অসুরপ্রবর! যিনি (দেহি) 'দিন' এই কথা বলিয়া যাচ্ঞা করেন এবং যিনি সেই যাচককে প্রত্যাখ্যান করেন, সেই মানুষকে সেই যাচক ও সেই প্রত্যাখ্যানকারী—এই উভয়েরই দরিদ্রতার ভাগী হইতে হয়। ৩৫

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াও ব্রাহ্মণকে দান দেয় না, সেই পাপী মিত্র এবং জ্ঞাতিগণের সহিত নরকে গমন করে। ৩৬

আমি সেই অলক্ষ্মীর (দরিদ্রতার) ভয়ে ভীত হইয়া ইঁহাকে ভূমি দান করিতেছি। অন্য কোনও দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ ইঁহা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ হইবেন না, সেইজন্য ইঁহাকে ভূমি প্রদান করিতেছি। দানবর! এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে বামনরূপে যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় সন্তোষ লাভ হইতেছে; সেইহেতু আমি ইঁহাকে অবশ্যই প্রার্থিত বস্তু দান করিব; আপনি নিবারণ করিলেও আমি নিবারিত হইয়া থাকিব না। ৩৭-৩৯

ভূয়শ্চ প্রাব্রবীদেবং বামনং বিপ্ররূপিণম্
স্বল্পৈঃ স্বল্পমতে কিং তে পদৈস্ত্রিভিরনুত্তমম্
কৃৎস্নাং দদামি তে বিপ্র পৃথিবীং সাগরৈর্বৃতাম্ ॥ ৪০

বামন উবাচ।

ন পৃথ্বীং কাময়ে কৃৎস্নাং সন্তুষ্টোঽস্মি পদৈস্ত্রিভিঃ।
এষ এব রুচিরো মে বরো দানবসত্তম ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথাস্ত্বিতি বলিঃ প্রোচ্য স্পর্শয়ামাস দানবঃ।
পদানি ত্রীণি দেবায় বিষ্ণবেঽমিততেজসে ॥ ৪২
তোয়ে তু পতিতে হস্তে বামনোঽভূদবামনঃ।
সর্বদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস বৈ বিভুঃ ॥ ৪৩
ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরশ্চাস্য চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুষী।
পাদাঙ্গুল্যঃ পিশাচাশ্চ হস্তাঙ্গুলাশ্চ গুহ্যকাঃ ॥ ৪৪
বিশ্বে দেবাশ্চ জানুস্থা জঙ্ঘে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ।
যক্ষা নখেষু সম্ভূতা লেখাশ্চাঙ্গেষু সপ্তধা ॥ ৪৫

তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণরূপধারী বামনদেবকে এই কথা বলিলেন,—অতি অল্পমতি ব্রাহ্মণ! আপনার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন পদের দ্বারা কি আর পরম উত্তম ফললাভ প্রাপ্ত হইবেন? আমি আপনাকে সাগরসমূহে আবৃত সমগ্র পৃথিবীই দান করিতেছি। ৪০

বামনদেব বলিলেন,—দানবশ্রেষ্ঠ! আমি সমস্ত পৃথিবীকে কামনা করি না। তিন পদ পরিমিত ভূমিতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। ইহাই আমার রুচির অনুকূল বর। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন দানবরাজ বলি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই মহাতেজস্বী বিষ্ণুকে তিন পদ ভূমি দান করিলেন। ৪২

হস্তে দানের সঙ্কল্প জল পতিত হইতেই সেই বামনদেব বিরাট্ হইয়া যাইলেন। এই ভগবান্ সেস্থানে নিজের সর্বদেবময় রূপ দর্শন করাইলেন। ৪৩

ভূলোক তাঁহার দুই পদ এবং স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক ছিল। চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার নেত্রস্বরূপ ছিলেন। পিশাচগণ তাঁহার পদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল এবং গুহ্যকগণ হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি-সকল ছিলেন। ৪৪

বিশ্বেদেবগণ তাঁহার জানুদ্বয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণ এবং সাধ্যগণ তাঁহার দুই জঙ্ঘায় বিদ্যমান ছিলেন।

তড়িদ্ দৃষ্টিঃ সুবিপুলা কেশাঃ সূর্য্যাংশবস্তথা।
তারকা রোমকূপাণি রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৬
বাহবো বিদিশশ্চাস্য দিশ শ্রোত্রে তথৈব চ।
অশ্বিনৌ শ্রবণৌ চাস্য নাসা বায়ুর্মহাবলঃ ॥ ৪৭
প্রসাদশ্চন্দ্রমাশ্চৈব মনো ধর্ম্মস্তথৈব চ।
সত্যমস্যাভবদ্ বাণী জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥ ৪৮
গ্রীবা দিতির্মহাদেবী তালুঃ সূর্য্যশ্চ দীপ্তিমান্।
দ্বারং স্বর্গস্য নাভিবৈ মিত্রস্ত্বষ্টা চ বৈ ভ্রুবৌ ॥ ৪৯
মুখং বৈশ্বানরশ্চাস্য বৃষণৌ তু প্রজাপতিঃ।
হৃদয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা পুংস্ত্বং বৈ কম্বুশো মুনিঃ ॥ ৫০
পৃষ্ঠেঽস্য বসবো দেবা মরুতঃ পার্শ্বসন্ধিষু।
সর্ব্বচ্ছন্দাংসি দশনা জ্যোতীংষি বিমলাঃ প্রভাঃ ॥ ৫১

যক্ষ, লেখনামক দেবতা ও গুহ্যকগণ তাঁহার নখসমূহে স্থিত ছিলেন ॥ ৫০

বিদ্যুৎ তাঁহার বিশাল দৃষ্টি ছিল। সূর্য্যের কিরণসমূহ তাঁহার কেশবিন্যাস ছিল। তারাসকল তাঁহার রোমকূপ এবং মহর্ষিগণ তাঁহার রোমাবলি ছিলেন ॥ ৪৬

দিক্‌সমূহ দুই কর্ণ ও বিদিক্‌সমূহ তাঁহার বাহুসমূহ ছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার কর্ণরন্ধ্র এবং মহাবল বায়ু তাঁহার নাসিকা ছিলেন ॥ ৪৭

চন্দ্র তাঁহার প্রসাদ, ধর্ম্ম মন, সত্য বাণী এবং দেবী সরস্বতী তাঁহার জিহ্বা ছিলেন ॥ ৪৮

মহাদেবী দিতি গ্রীবা, দীপ্তিমান্ সূর্য্য তালু, স্বর্গদ্বার নাভি এবং মিত্র ও ত্বষ্টা দুই ভ্রূ ছিলেন ॥ ৪৯

অগ্নি মুখ, প্রজাপতি অণ্ডকোষ, ভগবান্ ব্রহ্মা হৃদয় এবং কশ্যপমুনি জননেন্দ্রিয় স্থানে ছিলেন ॥ ৫০

তাঁহার পৃষ্ঠভাগে বসুদেবগণ এবং পার্শ্বসন্ধিসমূহে মরুদ্‌গণ

উরু রুদ্রো মহাদেবো ধৈর্য্যং চাস্য মহার্ণবঃ।
উদরে চাস্য গন্ধর্ব্বা ভুজগাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৫২
লক্ষ্মীর্মেধা ধৃতিঃ কান্তিঃ সর্ব্ববিদ্যা চ বৈ কটিঃ।
ললাটমস্য পরমস্থানক পরমাত্মনঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বজ্যোতীংষি যানীহ তপঃ শক্রস্তু দেবরাট্।
তস্য দেবাধিদেবস্য তেজো জ্ঞাহুর্মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
স্তনৌ কক্ষৌ চ বেদাশ্চ ওষ্ঠৌ চাস্য মখাঃ স্মৃতাঃ।
ইষ্টয়ঃ পশুবন্ধাশ্চ বিজ্ঞানাং চেষ্টিতানি চ ॥ ৫৫
তস্য দেবময়ং রূপং দৃষ্ট্বা বিষ্ণোর্মহাসুরাঃ।
অভ্যসর্পন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বামনপ্রাদুর্ভাবে বিশ্বরূপপ্রকাশে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

ছিলেন। সমস্ত হ্রদ সমুদ্রসমূহ ও গ্রহ-নক্ষত্রসকল নির্ম্মল প্রভা ছিল ॥ ৫১

তাঁহার দুই উরুতে মহাদেব রুদ্র ছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য স্থানে মহাসাগর ছিল। উদরে গন্ধর্বগণ ও মহাবল নাগগণ ছিলেন ॥ ৫২

লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, কান্তি ও সর্ববিদ্যা তাঁহার কটি দেশে ছিলেন। এই পরমাত্মার পরমধামই তাঁহার ললাট ছিল ॥ ৫৩

সমস্ত জ্যোতির্গণ, তপ ও দেবরাজ ইন্দ্র—ইঁহারা সকলে সেই দেবাধিদেব পরমাত্মার তেজ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৪

চার বেদ তাঁহার দুই স্তন ও কক্ষ ছিলেন। যজ্ঞসকল দুই ওষ্ঠ-অধর স্থানে ছিলেন। ইষ্টিসমূহ পশুবন্ধ ও বিজ্ঞগণের সমস্ত চেষ্টা তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ ছিল ॥ ৫৫

ভগবান্ বিষ্ণুর এই দেবময় রূপ দর্শন করিয়া সমস্ত মহাসুরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেইভাবে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল, যেরূপ পতঙ্গগণ অগ্নির দিকে ধাবিত হয় ॥ ৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বামনাবতার-প্রসঙ্গে বিশ্বরূপের প্রকাশবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাড্‌রূপধারিণো বামনদেবস্যোপরি আক্রমণকারিণাং দৈত্যানাং নাম-রূপাস্ত্রাণাং পরিচয়ঃ, ভগবতা ত্রিভিঃ পদৈঃ ত্রীন্ লোকানাক্রম্য বিভাজনম্, বলয়ে পাতাল-রাজ্যং দত্ত্বা মর্য্যাদানির্দ্ধারণপূর্ব্বকং তস্য তত্র প্রেষণম্, জীবিকায়া ব্যবস্থাকরণম্, নারদেন বলয়ে মোক্ষবিষয়কস্তোত্রস্যোপদেশদানম্, তৎপ্রভাবেণ বলের্বন্ধনতো মুক্তিলাভঃ, স্তোত্রস্য মহিমবর্ণনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু নামানি সর্ব্বেষাং রূপাণ্যস্ত্রাণি চ
আয়ুধানি চ মুখ্যানি দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১

বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২

বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোগ্র্যবাগ্রো মহাসুরঃ
পুষ্করঃ পুষ্কলশ্চৈব সাম্বোঽশ্বপতিরেব চ ॥ ৩

প্রহ্লাদোঽশ্বশিরাঃ কুম্ভঃ সংহ্লাদো গগনপ্রিয়ঃ
অনুহ্লাদো হরিহরৌ বারাহঃ সংহরো রুজঃ ॥ ৪

বৃষপর্ব্বা বিরূপাক্ষো অতিচন্দ্রঃ সুলোচনঃ।
নিষ্প্রভঃ সুপ্রভঃ শ্রীমাংস্তথৈব চ নিরম্বরঃ ॥ ৫

একবক্ত্রো মহাবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রঃ কালসন্নিভঃ।
শরভঃ শলভশ্চৈব কৃপণঃ কৃলপঃ ক্রথঃ ॥ ৬

বৃহৎকীর্ত্তির্মহাগর্ভঃ শঙ্কুকর্ণো মহাধ্বনিঃ।
দীর্ঘজিহ্বোঽর্কবদনো মৃদুবাহুর্মহাদ্রিয়ঃ ॥ ৭

বাহুর্গবিষ্ঠো নমুচিঃ শম্বরো বিক্ষরো মহান্।
চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ ॥ ৮

কালকঃ কালকাক্ষশ্চ বৃত্রঃ ক্রোধো বিমোক্ষণঃ।
গবিষ্ঠশ্চ হবিষ্ঠশ্চ প্রলম্বো নরকঃ পৃথুঃ ॥ ৯

চন্দ্রতাপনবাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ।
অসিলোমা পুলোমা চ বাষ্কলঃ প্রমদো মদঃ ॥ ১০

শৃগালবদনশ্চৈব করালঃ কেশিরেব চ
একাক্ষশ্চৈকবাহুশ্চ দুহুণ্ডঃ সুমনাঃ শূণঃ ॥ ১১

এতে চান্যে চ বহবঃ ক্রমমাণাঃ ত্রিবিক্রমম্।
উপতস্থুর্মহাত্মানং বিষ্ণুং দৈত্যগণাস্তদা ॥ ১২

প্রাসোদ্যতকরাঃ কেচিদ্ ব্যাদিতাস্যাঃ খরস্বনাঃ।
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ বজ্রহস্তাস্তথাপরে ॥ ১৩

খড়্গাপট্টিশহস্তাশ্চ পরশ্বধধরাঃ পরে।
প্রাসমুদ্গরহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ॥ ১৪

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

[বিরাট্‌রূপধারী বামনদেবের উপর আক্রমণকারী দৈত্যগণের নাম, রূপ ও অস্ত্রসমূহের পরিচয়, ভগবান্ কর্ত্তৃক তিনপদের দ্বারা তিন লোক মাপ করত রাজা বিভাজন, বলিকে পাতালের রাজ্য প্রদান করিয়া মর্য্যাদা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ, জীবিকার ব্যবস্থাকরণ, নারদ কর্ত্তৃক বলিকে মোক্ষবিষয়ক স্তোত্রের উপদেশ দান, তাহার প্রভাবে বলির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ এবং স্তোত্রের মহিমাবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এখন তুমি সমস্ত মহাত্মা দানবগণের নাম, রূপ, মুখ্য ও মুখ্য মুখ্য অস্ত্রসকলের বর্ণনা শ্রবণ কর। ১

বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কুরয়, শঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, পরাক্রমশালী হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, মহাসুর উগ্রবাগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, অশ্ব,অশ্বপতি, প্রহ্লাদ,অশ্বশিরা (দ্বিতীয়),কুম্ভ, সংহ্লাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্লাদ, হরি,হর, বারাহ, সংহর, রুজ, বৃষপর্ব্বা, বিরূপাক্ষ, অতিচন্দ্র, সুলোচন, নিষ্প্রভ, সুপ্রভ, শ্রীমান্, নিরম্বর, একবক্ত্র, মহাবক্ত্র, দ্বিবক্ত্র, কালসন্নিভ, শরভ, শলভ, কৃপণ, কৃলপ, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাগর্ভ, শঙ্কুকর্ণ, মহাধ্বনি, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কবদন, মৃদুবাহু, মহাদ্রিয়, বাহু, গবিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, মহাসুর বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকাক্ষ, বৃত্র, ক্রোধ, বিমোক্ষণ, গবিষ্ঠ (দ্বিতীয়), হবিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, পৃথু, চন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলাভিমানী কেতুমান্ (দ্বিতীয়), অসিলোমা, পুলোমা, বাষ্কল, প্রমদ, মদ, শৃগালবদন, করাল, কেশী, একাক্ষ, একবাহু, দুহুণ্ড, সুমন ও শূণ—ইহারা এবং আরও বহু দৈত্যগণ সেই সময় নীয় পদত্রয়ের দ্বারা তিন লোক পরিমাপকারী মহাত্মা ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইল। ২-১২

কত দৈত্য এই সময় নিজেদের হস্তে প্রাস উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা তখন মুখ ব্যাদিত করিয়া গর্জ্জনের ন্যায় চীৎকার করিতেছিল। কত দৈত্য নিজেদের হস্তে শতঘ্নী ও চক্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং অপরে অনেকে হস্তে বজ্র ধারণ করিয়াছিল। ১৩

অনেকের হস্তে খড়্গ ও পট্টিশ ছিল। অনেকে আবার পরশ্বধ ধারণ করিয়াছিল। কত দৈত্য নিজ নিজ হস্তে প্রাস, মুদ্গর ও পরিঘ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৪

মহাশনিবাগ্রকরা মৌসলাস্ত্র মহাবলাঃ
মহাবৃক্ষোদ্যতকরাস্তথৈব চ ধনুর্ধরাঃ ॥ ১৫
গদাভুশুণ্ডিহস্তাশ্চ বজ্রহস্তাস্তথাপরে।
মহাপট্টিশহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ ॥ ১৬
অসিকম্পনহস্তাশ্চ দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাবলাঃ ॥ ১৭
কূর্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ হস্তিবক্ত্রাস্তথাপরে।
খরোষ্ট্রবদনাশ্চৈব বরাহবদনাস্তথা ॥ ১৮
তীমা মকরবক্ত্রাশ্চ শিশুমারমুখাস্তথা।
মার্জারশুকবক্ত্রাশ্চ বকবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ ॥ ১৯
গরুড়াননাঃ খড়্গামুখা ময়ূরবদনাস্তথা।
অশ্ববক্ত্রা বজ্রবক্ত্রা ঘোরা মৃগমুখাস্তথা ॥ ২০
উষ্ট্রশল্যকবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ।
নকুলশ্যেনবক্ত্রাশ্চ পারাবতমুখাস্তথা ॥ ২১
চক্রবাকমুখাশ্চৈব গোবরক্ত্রাস্তথাপরে
তথা মৃগাননাঃ শূরা গোঙাবিমহিষাননাঃ ॥ ২২
কৃকলাসমুখাশ্চৈ ব্যাঘ্রবক্ত্রাস্তথাপরে
শুক্লার্দ্ধূলবক্ত্রাশ্চ সিংহবক্ত্রাস্তথাপরে ॥ ২৩
গজেন্দ্রচর্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ তথা ফলকবাসসঃ ॥ ২৪
উষ্ণীষিণো মুকুটিনস্তথা কুণ্ডলিনোঽম্বরাঃ।
কিরীটিনো লম্বশিখাঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চসঃ ॥ ২৫
নানাবেশধরা দৈত্যা নানামাল্যানুলেপনাঃ
স্বাস্তাযুধানি দীপ্তানি প্রগৃহ্যাসুরসত্তমাঃ ॥ ২৬
ক্রমমাণং হৃষীকেশমুপাতিষ্ঠন্ত দানবাঃ।
প্রণম্য সর্ব্বান্ দৈতেয়ান্ পাণিতলৈঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

কাহাদের হস্ত বিশাল অশনি ধারণ করিয়া ব্যগ্র ছিল। অন্য মহাবল অসুরগণ মুসল ধারণ করিয়াছিল। কত দৈত্য বিশাল বিশাল বৃক্ষ উত্তোলিত করিয়া রহিয়াছিল এবং অনেকে আবার ধনু ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৫

অপর অনেক দৈত্য হস্তে গদা, ভুশুণ্ডি, বজ্র, মহাপট্টিশ ও পরিঘ গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ১৬

বহু রণদুর্মদ দানব হস্তে খড়্গ এবং কম্পন ধারণ করিয়াছিল। নানাপ্রকার অস্ত্র লইয়া ও নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া মহাবল ভয়ঙ্কর দৈত্যগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৭

কাহাদের মুখ কচ্ছপসদৃশ ছিল এবং কাহাদের মুখ কুক্কুট-মুখতুল্য ছিল। কাহারা হস্তিসদৃশ মুখবিশিষ্ট এবং কাহারা আবার গর্দভ, উষ্ট্র ও শূকরতুল্য মুখবিশিষ্ট ছিল ॥ ১৮

কত ভয়ঙ্কর দৈত্য মকর, শিশুমার ও বিড়ালের মুখসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। অনেক দৈত্যের মুখ আবার অতিশয় বিশাল ছিল ॥ ১৯

কিন্তু ঘোর দৈত্য গরুড়, খড়্গ ও ময়ূরসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মুখ আবার অশ্ব, নকুল ও শূকরের সমান ছিল ॥ ২০

বহু দানব উষ্ট্র ও শল্যক-মুখতুল্য মুখবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মুখ লম্বা ছিল। কাহাদের মুখ নকুল ও পায়রার সদৃশ ছিল ॥ ২১

কাহাদের মুখ চক্রবাকতুল্য ছিল। অনেকে আবার গোসাপ-মুখসদৃশ মুখবিশিষ্ট ছিল। বহু শূর বীর দানবের মুখ, গো, ছাগল ও মহিষতুল্য মুখ ছিল ॥ ২২

অন্য অনেক দৈত্য গিরগিট ও ব্যাঘ্রের সমান মুখধারী ছিল। কত দানবের মুখ আবার শুক্লক, বাঘ্র ও সিংহের মুখের ন্যায় ছিল ॥ ২৩

বহু দৈত্য হস্তিচর্মকে বস্ত্ররূপে এবং অনেকে আবার কৃষ্ণ মৃগচর্মকে বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছিল। অন্য অঙ্গে চীরবস্ত্র (নানা রঙীন খণ্ড খণ্ড ছাপা কাপড়) আবৃত ছিল। বহু দৈত্য পত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল ॥ ২৪

সব অসুর পাগড়ী, মুকুট, কুণ্ডল ও কিরীটে অলঙ্কৃত ছিল। ইহাদের শিখা লম্বা ও গ্রীবা শঙ্খের সমান ছিল। ইহারা উত্তম তেজস্বী ছিল ॥ ২৫

নানাপ্রকারের বেশ, মালা ও অনুলেপন ধারণকারী দৈত্য, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং দানবগণ নিজ নিজ প্রদীপ্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভিন লোককে ভীত করিয়া পদের দ্বারা পরিমাপকারী ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ২৬

কিন্তু এই সময় ভগবান্ পদতল ও হস্ততল প্রহারের দ্বারা সেই সব দৈত্যদিগকে মথিত করিয়া বিশালকায় রূপ ধারণ করত পৃথিবীকে তৎক্ষণাৎ হরণ (সবলে গ্রহণ) করিলেন ॥ ২৭

রূপং কৃত্বা মহাকায়ং জহারাশু স মেদিনীম্
ত্রৈলোক্যং ক্রমমাণস্তু দ্যুতিরাদিত্যসম্ভবা ॥ ১৮
তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে।
নভঃ প্রক্রমমাণস্য সক্থিদেশে ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৯
পরং প্রক্রমমাণস্য জানুদেশে ব্যবস্থিতৌ
বিক্রোরমিতবীর্যস্য বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২০
জিত্বা লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্।
দদৌ শক্রায় বসুধাং হরির্লোকনমস্কৃতঃ ॥ ২১
সুতলং নাম পাতালমধস্তাদ্ বসুধাতলে।
বলের্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২২
তদবাপ্যাসুরশ্রেষ্ঠস্তৎকালং মতিমুত্তমাম্।
রসাতলতলে বাসমকরোদসুরাধিপঃ ॥ ২৩
তত্রস্থশ্চ মহাতেজা ধ্যানং পরমমাস্থিতঃ
উবাচ বচনং ধীমান্ বিষ্ণুং লোকনমস্কৃতম্ ॥ ২৪

ত্রিন লোককে মাপ করিবার সময় ভগবানের কান্তি সূর্য্যের প্রভাব ন্যায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি যখন ভূমিকে মাপ করিয়া অতিক্রান্ত হইলেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে ছিলেন। তারপর যখন তিনি আকাশকে মাপ করিতেছিলেন, তখন এই চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার জঙ্ঘাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮-১৯

এই আকাশেরও উপরিভাগ স্বর্গলোক মাপ করিবার সময় এই দুই চন্দ্র ও সূর্য্য ভগবানের জানুদেশে অবস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ অমিতপরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণুর এই বিরাট্ রূপের এরূপই বর্ণনা করেন। ২০

সেই সময় বিশ্ববন্দিত শ্রীহরি সম্পূর্ণ তিন লোককে জয় করিয়া ও মুখ্য মুখ্য অসুরগণকে বধ করিয়া বসুধার রাজা ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ২১

সেই সময় প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীর নীচে সুতল-নামক যে পাতাল লোক আছে, তাহা বলিকে প্রদান করিলেন। ২২

তাহা প্রাপ্ত হইয়া অসুরশ্রেষ্ঠ অসুররাজ বলি উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করিলেন এবং সেই রসাতলতলে বাস করিতে লাগিলেন। ২৩

সেস্থানে অবস্থান করত মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ বলি উত্তম ধ্যান অবলম্বন করিয়া সেই বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণুকে এই কথা বলিলেন। ২৪

কিং ময়া দেব কর্ত্তব্যং ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
ততো দৈত্যাধিপং প্রাহ দেবো বিষ্ণুঃ সুরোত্তমঃ ॥ ২৫

বিষ্ণুরুবাচ।

দদামি তে মহাভাগ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽসুর
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ২৬
মা চ শক্রস্য বচনং প্রতিষ্ঠাসীঃ কথঞ্চন।
অহমাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রেয়স্তৈবমবাপ্স্যসি ॥ ২৭
অথ দৈত্যাধিপঃ প্রাহ বিষ্ণুর্দেবাধিপানুজঃ।
বাচা পরময়া দেবা বরেণ্যঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৮
যস্ত্বয়া সলিলং দত্তঃ গৃহীতঃ পাণিনা ময়া।
তস্মাত্তে দৈত্য দেবেভ্যো নাস্তি ভ্রাতৃ ভয়ং ক্বচিৎ ॥ ২৯
সুতলং নাম পাতালং তত্র ত্বং সানুগো বস।
সর্ব্বদৈত্যগণৈঃ সার্দ্ধং মৎপ্রসাদাদ্মহাসুর ॥ ৪০
ন চ তে দেবদেবস্য শক্রস্যামিততেজসঃ
শাসনং প্রতিহন্তব্যং স্মরতা শাসনং মম ॥ ৪১

দেব! আমাকে কি করিতে হইবে? তৎসমস্তই আপনি আমাকে পূর্ণরূপে বলুন। তখন সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুদেব দৈত্যরাজ বলিকে বলিলেন। ২৫

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—মহাভাগ অসুর! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাকে বরদান করিতেছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর এবং মনোবাঞ্ছিত কামনা প্রাপ্ত হও। ২৬

তুমি নিজের গুরু শুক্রাচার্য্যের আজ্ঞা কোনরূপে উল্লঙ্ঘন করিবে না, ইহার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, কারণ, ইহার পালনে তোমার কল্যাণ লাভ হইবে। ২৭

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরণীয় দেব ও সর্ব্ব-সমর্থ ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণু দৈত্যরাজ বলিকে উত্তম বাক্যে বলিলেন। ২৮

দৈত্য! তুমি যে আমার হস্তে সঙ্কল্পের জল প্রদান করিয়াছ এবং আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার প্রভাবে তোমার দেবগণ হইতে কোনরূপ ভয় প্রাপ্তি হইবে না। ২৯

মহাসুর! এই যে সুতলনামক যে পাতাল লোক, ইহাতে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত দৈত্যগণ ও দেবগণের সহিত বাস কর। ৪০

আমার শাসন (আজ্ঞা) স্মরণ করিতে করিতে তুমি অমিততেজস্বী দেবাধিদেব ইন্দ্রের শাসনের কখনও বিরোধিতা করিবে না। ৪১

দেবতাশ্চাপি তে সর্ব্বাঃ পূজ্যা এব মহাসুর
ভোগাংশ্চ বিবিধান্ সমগ্ যজ্ঞাংশ্চ সদক্ষিণান্ ॥ ৪২
প্রাপ্স্যসে চ মহাভাগ দিব্যান্ কামান্ যথেপ্সিতান্।
ইহ চামুত্র চাক্ষয্যান্ বিবিধাংশ্চ পরিচ্ছদান্ ॥ ৪৩
দৈত্যাধিপত্যঞ্চ সদা মৎপ্রসাদাদবাপ্স্যসি
যদা চ ত্বাং ময়া প্রোক্তাং মর্য্যাদাং চালয়িষ্যসি ॥ ৪৪
বধিষ্যন্তি তদা হি ত্বাং নাগপাশৈর্মহাবলাঃ
নমস্কার্য্যাশ্চ তে নিত্যাং মহেন্দ্রাদ্যা দিবৌকসঃ ॥ ৪৫
মম জ্যেষ্ঠঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ শাসনং প্রতিগৃহ্যতাম্।

বলিরুবাচ।

দেবদেব মহাভাগ শঙ্খচক্রগদাধর ! ৪৬
সুরাসুরগুরো শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকমহেশ্বর !
তত্রাসক্তো মে পাতালে ভাগং ব্রূহি সুরোত্তম ॥ ৪৭
মমান্নমশনং দেব প্রাশনার্থমরিন্দম।
তদ্ বদস্ব সুরশ্রেষ্ঠ তৃপ্তির্যেন মমাক্ষয়া ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ।

অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রত-
মদক্ষিণং যজ্ঞমনর্ত্বিজা হুতম্
অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবি-
রেতে প্রদত্তাস্তব দৈত্য ভাগাঃ ॥ ৪৯
পুণ্যং মদ্দ্বেষিণাং যচ্চ মদ্ভক্তদ্বেষিণাং তথা
ক্রয়বিক্রয়সক্তানাং পুণ্যং যচ্চাগ্নিহোত্রিণাম্ ॥ ৫০
অশ্রদ্ধয়া চ যদ্দানং দদতাং যজতাং তথা।
তৎ সর্ব্বং তব দৈত্যেন্দ্র মৎপ্রসাদাদ্ধবিষ্যতি ॥ ৫১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বলির্বিরোচনাত্মজঃ।
এবমস্ত্বিতি তং প্রোক্ত্বা পাতালমসুরোত্তমঃ
প্রবিবেশ মহানাদো দেবানাং প্রতিপালয়ন্ ॥ ৫২
এতস্মিন্নন্তরে চাপি বিষ্ণুস্ত্রিদশপূজিতঃ।
তদা বানপি রাজ্যানাং প্রবিভাগাংশ্চকার হ ॥ ৫৩
যযৌ পূর্ব্বাং দিশং হৈন্দ্রীং শক্রায়ামিততেজসে।
যমায় দেবরাজ্ঞে পিতৃরাজ্ঞে মহাত্মনে ॥ ৫৪

মহাসুর! সমস্ত দেবতাগণই তোমার পূজনীয়। মহাভাগ! তুমি এস্থানে থাকিয়া নানাপ্রকারের ভোগ, দক্ষিণা-সহ নানাবিধ উত্তম যজ্ঞ, মনোবাঞ্ছিত দিব্য কাম (মনোরথ)-সমূহ এবং ইহলোকে ও পরলোকে বিবিধ অক্ষয় ভোগসামগ্রী-সমূহ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২-৪৩

এস্থানে আমার কৃপায় তুমি সর্ব্বদাই দৈত্যগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইবে। যখন তুমি আমার কথিত এই মর্য্যাদা ভঙ্গ করিবে, তখন মহাবল দেবগণ তোমাকে নাগপাশে বন্ধন করিবেন ॥ ৪৪।

তুমি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে নিত্য প্রণাম করিবে। সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব তাঁহার শাসন তুমি স্বীকার করিয়া লইবে ॥ ৪৫।

বলি কহিলেন,—শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী মহাভাগ দেবদেব! সুরাসুরগুরো! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বলোকমহেশ্বর! সুরোত্তম! এস্থানে পাতালে বাস করিবার সময় আমার জীবননির্ব্বাহের জন্য কোন্ ভাগ আমার প্রাপ্য, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৬-৪৭

শত্রুদমন দেব! সুরশ্রেষ্ঠ! আমার অন্ন—আমার ভোজনের জন্য ভোজ্য পদার্থ কি হইবে? তাহা আমাকে বলুন। যাহার দ্বারা আমার অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে ॥ ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া কৃত অধ্যয়ন, দক্ষিণা না দিয়া কৃত যজ্ঞ, যে কোন ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে না, সেই হোম, অশ্রদ্ধা সহকারে প্রদত্ত দান এবং সংস্কারহীন হবিষ্য—এই সমস্তই তোমাকে তোমার ভাগরূপে প্রদত্ত হইল ॥ ৪৯

দৈত্যরাজ! আমাকে যাহারা দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণকে যাহারা দ্বেষ করে, তাহাদের সকলের যে পুণ্য, ক্রয়-বিক্রয়ে আসক্ত অগ্নিহোত্রীদিগের যে পুণ্য এবং অশ্রদ্ধাসহকারে দান ও যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের যে সৎকর্ম, এই সবই তুমি আমার কৃপায় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫০-৫১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ বলি 'এরূপ হইবে' এই কথা বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে করিতে মহাগর্জ্জনের সহিত পাতাললোকে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫২

এই সময়ের মধ্যে দেবপূজিত ভগবান্ বিষ্ণুও সমস্ত রাজাকে নানাভাগে বিভাগ করিলেন ॥ ৫৩

তিনি অমিততেজস্বী ইন্দ্রকে ঐন্দ্রী অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের রাজা প্রদান করিলেন। পিতৃগণের রাজা মহাত্মা যমদেবকে যাম্যী অর্থাৎ দক্ষিণদিকের রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ৫৪

পশ্চিমাং তু দিশং প্রাদাদ্ বরুণায় মহাত্মনে।
উত্তরাঞ্চ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে দিশম্। ৫৫

অধস্ত্বাং নাগরাজায় সোমায়োর্দ্ধাং দিশং দদৌ।
এবং বিভজ্য ত্রৈলোক্যং বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ॥ ৫৬

জগাম ত্রিদিবং দেবঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ
বামনঃ সর্ব্বভূতেশঃ প্রতিষ্ঠাপ্য চ বাসবম্॥ ৫৭

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্দ্ধর্ষে বামনেঽমিততেজসি।
সর্ব্বে মুমুদিরে দেবাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

গতে তু ত্রিদিবং কৃষ্ণে বদ্ধ্বা বৈরোচনিং বলিম্।
নাগৈঃ সপ্তশিরোভিশ্চ কম্বলাশ্বতরাদিভিঃ॥ ৫৯

নাগবন্ধনদুঃখার্ত্তং বলিং বৈরোচনিং ততঃ
যদৃচ্ছয়াগো দেবর্ষির্নারদঃ প্রত্যপদ্যত॥ ৬০

স তং কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ।
উবাচ দানবশ্রেষ্ঠং মোক্ষোপায়ং দদামি তে॥ ৬১

স্তবং দেবাদিদেবস্য বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
অনাধিনিধনস্যাদ্য অক্ষয়স্যাব্যয়স্য চ॥ ৬২

তমধীষ্ব দৈত্যেন্দ্র বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
তদদ্যতপ্তমনা ভূত্বা ক্রতুং মোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ৬৩

ততো বিরোচনসুতঃ প্রহ্বঃ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ।
মোক্ষবিংশকমব্যগ্রো নারদাৎ সমধীতবান্॥ ৬৪

তমধীত্য স্তবং দিব্যং নারদেন সমীরিতম্।
পৃথিবীং চোদ্ধৃতাং যেন তং জজাপ মহাসুরঃ॥ ৬৫

ওঁ নমো হৃষ্বনন্তপত্তরে অক্ষরায় মহাত্মনে
জলেশয়ায় দেবায় পদ্মনাভায় বিষ্ণবে॥ ৬৬

সপ্তসূর্য্যবপুঃ কৃত্বা ত্রীল্লোকান্ ক্রান্তধামনি
ভগবন্ কালকালস্ত্বং তেন সত্যেন মোক্ষয়॥ ৬৭

মহাত্মা বরুণদেবকে পশ্চিমদিকের রাজ্য এবং যক্ষরাজ কুবেরকে উত্তর দিকের রাজ্য সমর্পণ করিলেন। ৫৫

নাগরাজ অনন্তকে অধোদিকের রাজ্য এবং সোমকে ঊর্দ্ধ দিকের রাজ্য প্রদান করিলেন। এইভাবে ত্রিলোকের রাজ্য বিভাগ করিয়া বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ৫৬।

সেস্থানে দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ বামনদেব নিজ ধামে চলিয়া যাইলেন। সেই অত্যন্ত তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ বামনদেব চলিয়া যাইলে পর সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে করত জানন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ৫৭-৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সপ্ত মস্তকবিশিষ্ট কম্বল ও অশ্বতরাদি নাগগণের দ্বারা বিরোচন-পুত্র বলিকে বন্ধন করিয়া যখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বর্গলোকে গমন করিলেন, তখন নাগবন্ধনের দুঃখে পীড়িত বিরোচননন্দন বলির নিকটে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে অকস্মাৎ দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫৯-৬০

বলিকে কষ্টে পতিত হইতে দেখিয়া দয়ায় দ্রবিতচিত্ত দেবর্ষি নারদ সেই দানবশ্রেষ্ঠ বলিকে বলিলেন,—আমি তোমাকে এই কষ্ট হইতে মুক্তিলাভের উপায় প্রদান করিতেছি। ৬১

যিনি আদি ও অন্তরহিত, অক্ষয়, অবিনাশী, বুদ্ধিমান্ ও দেবাদিদেব ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার স্তবই হইল সেই উপায়। ৬২

দৈত্যরাজ! তুমি বিশুদ্ধচিত্তে সেই ভগবানে মনোনিবেশ করত এই স্তোত্র পাঠ কর। এইরূপ করিলে তুমি অতি সত্বর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৬৩

তাহার পর বিরোচনপুত্র বলি মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত রাখিয়া কৃতাঞ্জলি এবং পবিত্র হইয়া শান্তভাবে 'মোক্ষ-বিংশক' নামক স্তোত্র নারদের নিকটে অধ্যয়ন করিলেন। ৬৪

নারদ কর্ত্তৃক কথিত সেই দিব্য স্তব অধ্যয়ন করিয়া মহাত্মা বলি যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই ভগবানের যাথার্থ্যমূলক স্তব জপ (পাঠ) করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৫

(বলি করিলেন,— যিনি অনন্ত নামের পতি (পরিপালনকারী), অবিনাশী, মহাত্মা, জলে শয়নকারী, দিব্যস্বরূপ এবং নিজের নাভি হইতে পদ্মকে প্রকটিত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার। ৬৬

ভগবন্! আপনি কালেরও কাল, আপনি সপ্ত সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী শরীর ধারণ করিয়া তিন লোককে নিজের তিন পদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করুন। ৬৭

মহাপ্রলয়ের সময় যখন চন্দ্র, সূর্য্য এবং আকাশও লয় হইয়া যায়, যজ্ঞ ও তপস্বরূপী কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন আপনি

নষ্টচন্দ্রার্কগগনে ক্ষীণবজ্রতপঃক্রিয়ে।
পুনশ্চিন্তয়সে লোকাংস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৬৮
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবায্বগ্নিসরিদ্ভুজগপর্ব্বতাঃ।
ত্বৎস্থা দৃষ্টা দ্বিজেন্দ্রেণ তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৬৯
মার্কণ্ডেন পুরা কায়ে প্রবিশ্য জঠরং তব।
চরাচরগতং দৃষ্টং তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭০
একো বিভাসতারত্বঃ যোগী যোগমুপাগতঃ।
পুনস্ত্রৈলোক্যমুৎসৃজ্য তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭১
জলশয্যামুপাসীনো যোগনিদ্রামুপাগতঃ।
লোকাংশ্চিন্তয়সে ভূয়স্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭২
বারাহং রূপমাস্থায় বেদযজ্ঞপুরস্কৃতম্।
ধৃতা জলোদ্ধৃতা যেন তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৩
উদ্ধৃত্য দংষ্ট্রয়া যজ্ঞাংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্ কৃতবানসি।
ত্বং পিতৃণামপি হরে তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৪
প্রচুক্রুবুঃ সুরাঃ সর্বে হিরণ্যাক্ষভয়ার্দ্দিতাঃ।
পরিত্রাতাস্ত্বয়া দেব তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৫
দীর্ঘবক্ত্রেণ রূপেণ হিরণ্যাক্ষস্য সংযুগে।
শিরো জহার চক্রেণ তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৬
ভয়মূর্ত্তাপ্সিমস্তিষ্কো হিরণ্যাকশিপুঃ পুরা
হুঙ্কারেণ হতো দৈত্যস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৭
সানবাস্ত্যাং হৃতা বেদা ব্রহ্মণঃ পশ্যতঃ পুরা।
পরিত্রাতাস্ত্বয়া দেব তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৮
কৃত্বা হয়শিরোরূপং হত্বা তু মধুকৈটভৌ
ব্রহ্মণে তেঽর্পিতা বেদাস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৭৯

পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে সমস্ত লোকসকলের চিন্তা করেন এবং নিজের সঙ্কল্পমাত্রেই সব কিছুই প্রকটিত করেন), এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন-মুক্ত করুন ॥ ৬৮

প্রলয়কালে দ্বিজরাজ মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, নদী, সর্প ও পর্ব্বতাদি আপনার মধ্যে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৬৯

পুরাকালে মার্কণ্ডেয় আপনার উদরে প্রবেশ করত সেখানে চর ও অচর প্রাণিগণে ব্যাপ্ত জগৎকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন ॥ ৭০

আপনি যোগী এবং যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত একাকী আপনি বিভায় (যোগমায়ায়) সহায়তায় পুনরায় ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়া উহাতে অন্তর্যামী আত্মারূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৭১

আপনি যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করত জলের শয্যায় শয়ন করিয়া পুনরায় লোকসকলকে চিন্তা করেন অর্থাৎ চিন্তামাত্রেই সেই সব সৃষ্টি করেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন ॥ ৭২

আপনি বেদ ও যজ্ঞময় বারাহরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে মুক্ত করুন ॥ ৭৩

হরে! আপনি বীয় দংষ্ট্রার দ্বারা যজ্ঞসমূহকে উদ্ধার করত পিতৃগণের জন্য তিনটি পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৭৪

দেব! সমস্ত দেবগণ যখন হিরণ্যাক্ষের ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনিই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন! সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন-মুক্ত করুন ॥ ৭৫

দীর্ঘমুখবিশিষ্ট বারাহরূপ ধারণ করত আপনি যুদ্ধে চক্রের দ্বারা হিরণ্যাক্ষের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন! সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন ॥ ৭৬

পুরাকালে আপনি হুঙ্কারমাত্রেই হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যের মস্তকের অস্থিসমূহ ও মস্তিষ্ককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে নাগপাশের বন্ধন-কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া দিন ॥ ৭৭

দেব! পুরাকালে ব্রহ্মার সাক্ষাতেই মধু ও কৈটভ নামক দুই দানব সম্পূর্ণ বেদকে হরণ করিয়াছিল, আপনি সেই সব বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধন-মুক্ত করুন ॥ ৭৮

হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত মধু কৈটভ নামক দুই দানবকে বধ করিয়া আপনি সম্পূর্ণ বেদকে ব্রহ্মার নিকটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই বন্ধনের সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন ॥ ৭৯

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও মহানাগগণও আপনার অন্ত দেখিতে পান না। সেই সত্যবলে আপনি আমাকে মুক্ত করুন ॥ ৮০

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষসিদ্ধমহোরগাঃ :
অন্তং তব ন পশ্যন্তি তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮০

অপান্তরতমা নাম জাতো বেদস্য বৈ সুতঃ।
কৃতাংশ্চ তেন বেদার্থাংস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮১

বেদযজ্ঞাগ্নিহোত্রাণি পিতৃযজ্ঞহবীংষি চ
রহস্যং তব বেদস্য তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮২

ঋষির্দীর্ঘতমা নাম জাত্যান্ধো গুরুশাপতঃ
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ চক্ষুষ্মাংস্তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮৩

গ্রাহগ্রস্তঃ গজেন্দ্রশ্চ দীনঃ মৃত্যুবশং গতম্।
ভক্তং মোক্ষিতবাংস্ত্বং হি তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮৪

অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চ ত্বং ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
উচ্ছ্রিতানাং নিয়ন্তাসি তেন সত্যেন মোক্ষয় ॥ ৮৫

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং শার্ঙ্গং গরুড়মেব চ

প্রসাদয়ামি শিরসা তে বন্ধাদ্মোক্ষয়স্ব মাম্ ॥ ৮৬

শঙ্খং চক্রং গদা পদ্মং শার্ঙ্গং চ গরুড়াদয়ঃ।
হরিং প্রসাদয়ামাসুর্বলিং মোক্ষয় বন্ধনাৎ ॥ ৮৭

ততঃ প্রসন্নো ভগবানাদিদেশ খগেশ্বরম্।
গরুড়ং নাগরাজারং বলিং মোক্ষয় বন্ধনাৎ ॥ ৮৮

ততো বিক্ষিপ্য গরুড়ঃ পক্ষাবতুলবিক্রমঃ।
জগাম বসুধামূলং যত্রাস্তে সংযতো বলিঃ ॥ ৮৯

আগমং তস্য বিজ্ঞায় নাগা মুক্ত্বা মহাসুরম্
যযুঃ পুরীং ভোগবতীং বৈনতেয়ভয়ার্দিতাঃ ॥ ৯০

মুক্তং কৃষ্ণপ্রসাদেন চিন্তয়ানবলোমুখম্
ভ্রষ্টশ্রিয়মুবাচেদং গরুত্মান্ পন্নগাশনঃ ॥ ৯১

গরুড় উবাচ।

দানবেন্দ্র মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বামব্রবীৎ প্রভুঃ।
মুক্তো নিবস পাতালে সপুত্রজনবান্ধবঃ ॥ ৯২

অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত আপনার যে পুত্র হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ বেদের অর্থ (বিস্তৃত ব্যাখ্যা) করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন ॥ ৮১

বেদ, যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পিতৃযজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ—এই সবই আপনার রহস্য অর্থাৎ এই সবের মধ্যে আপনি গূঢ়ভাবে বিরাজমান আছেন। এই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে এই সঙ্কট হইতে মুক্তিদান করুন ॥ ৮২

দীর্ঘতমানামক ঋষি নিজের গুরু বা পিতার শাপে অন্ধত্ব হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার কৃপায় তিনি চক্ষুষ্মান্ হন অর্থাৎ চক্ষু লাভ করেন। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন ॥ ৮৩

গ্রাহের দ্বারা গ্রস্ত গজেন্দ্র দীন হইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি সেই ভক্তকে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সত্যবলে আপনি আজ আমাকে সেইভাবে সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন ॥ ৮৪

আপনি অক্ষয়, অবিনাশী, ব্রাহ্মণভক্ত ও ভক্তবৎসল এবং উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণের দমনকারী। সেই সত্যের প্রভাবে আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন ॥ ৮৫

আমি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু ও গরুড়কেও মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত প্রসন্ন হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করুন ॥ ৮৬

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু ও গরুড়াদি শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিলেন এবং বলিলেন,—আপনি বলিকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন ॥ ৮৭

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ নাগহন্তা পক্ষিরাজ গরুড়কে আদেশ করিলেন,—তুমি বলিকে নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত কর ॥ ৮৮

তখন অতুল পরাক্রমশালী গরুড় নিজের পক্ষদ্বয়কে হিলাইতে হিলাইতে বসুধার মূলপ্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে রাজা বলি নাগপাশে বদ্ধ ছিলেন ॥ ৮৯

তাঁহার আগমন জানিয়া এবং সেই বিনতানন্দন গরুড়ের ভয়ে পীড়িত হইয়া নাগগণ মহাসুর বলিকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া ভোগবতী পুরীতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৯০

রাজা বলি ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপাপ্রসাদে বন্ধনমুক্ত হইয়াও রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় অধোমুখ হইয়া চিন্তা করিতে থাকিলে সেই সময় সর্পভোজী গরুড় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯১

গরুড় বলিলেন,—মহাবাহু দানবরাজ! ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, তুমি বন্ধনমুক্ত হইয়া পুত্র, স্বজন ও বান্ধবগণের সহিত পাতাললোকে নিবাস কর ॥ ৯২

দানব! তুমি এস্থান হইতে দুই ক্রোশও বাহিরে যাইবে না। যদি এই মর্যাদা ভঙ্গ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শত খণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ৯৩

ইত্যুক্ত্বা ন গন্তব্যং গব্যুতিমপি দানব।
সময়ং যদি ভিন্দ্যাত্বং মূর্দ্ধা তে শতধা ভবেৎ ॥ ৯৫
পক্ষীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা দানবেন্দ্রোঽব্রবীদিদম্।
স্থিতোঽস্মি সময়ে তস্য অনন্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯৪
জীব্যোপায়ং তু ভগবান্মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।
ইহস্থোঽহং সুখাসীনো যেনাপ্যায়ে খগেশ্বর ॥ ৯৩
বলেস্তু বচনং শ্রুত্বা গরুত্মানিদমব্রবীৎ।
পূর্ব্বমেব কৃতস্তেন জীব্যোপায়ো মহাত্মনা ॥ ৯৬
বর্ত্তয়িষ্যন্তি যে যজ্ঞান্ বিধিহীনানঋত্বিজঃ
প্রায়শ্চিত্তমজানন্তো যজ্ঞভাগস্তবৈব তু ॥ ৯৭
ন তেষাং যজ্ঞভাগং বৈ প্রতিগৃহ্ণন্তি দেবতাঃ।
অনেনাপ্যায়িতবলঃ সুখমাত্রং নিবৎস্যসি ॥ ৯৮
সন্দেশমেতং ভগবান্ দত্তবান্ কল্পপাত্মজঃ।
দানবেন্দ্র মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যভাবনঃ ॥ ৯৯

পক্ষিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবেন্দ্র বলি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—খগেশ্বর! আমি সেই মহাত্মা অনন্তের নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদায় অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সেই ভগবান্ আমার জন্য জীবিকানির্ব্বাহের কোনও উপায় স্থির করিয়া দিন, যাহার দ্বারা আমি এস্থানে সুখ পূর্ব্বক অবস্থান করত সর্ব্বদা তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতে পারি ॥ ৯৪-৯৫

বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া গরুড় বলিলেন,—সেই পরমাত্মা পূর্ব্বেই তোমার জন্য জীবিকার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ॥ ৯৬

যে সব ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের কথা না জানিয়া অর্থাৎ যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া অঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা বিধিহীন যজ্ঞসকল করিবে, তাহাদের সেই সমস্ত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ভাগ তোমারই হইবে ॥ ৯৭

তাহাদের সেই সব যজ্ঞের ভাগ দেবতারা গ্রহণ করিবেন না। ইহার দ্বারা তোমার বলের পুষ্টি হইবে এবং তুমি সদা সুখেই থাকিবে ॥ ৯৮

মহাবাহু দানবরাজ! ত্রিভুবনপালক কল্পনন্দন বামনরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে এই সন্দেশ (সংবাদ) প্রদান করিয়াছেন ॥ ৯৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া গরুড় চলিয়া যাইলেন।) যে মানুষ ভগবান্ অনন্তের এই সর্ব্বপাপহারী

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইমং স্তবমনন্তস্য সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
যঃ পঠেত নরো ভক্ত্যা তস্য নশ্যতি কিল্বিষম্ ॥ ১০০
গোহত্যায়াঃ প্রমুচ্যেত ব্রহ্মঘ্নো ব্রহ্মহত্যয়া।
অপুত্রো লভতে পুত্রং কন্যা চৈবেপ্সিতং পতিম্ ॥ ১০১
সদ্যো গর্ভাৎ প্রমুচ্যেত গর্ভিণী জনয়েৎ সুতম্।
যে চ মোক্ষৈষিণো লোকে
যোগিনঃ সাঙ্খ্যকাপিলাঃ ॥ ১০২
স্তবেনানেন গচ্ছন্তি শ্বেতদ্বীপমকল্মষাঃ
সর্ব্বকামপ্রদো হ্যেষ স্তবোঽনন্তস্য কীর্ত্ত্যতে ॥ ১০৩
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪
এষ বৈ বামনো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈরেষ পঠ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ১০৫

স্তব ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১০০

যদি কোনও মানুষ গোহত্যা ও ব্রাহ্মণবধরূপ পাপও করে, তবে সেই মানুষ এই স্তবের পাঠে সেই গোহত্যা এবং ব্রাহ্মণবধ-পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া যাইবে। এই স্তোত্রের প্রভাবে পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কুমারী কন্যাগণের অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০১

গর্ভবতী স্ত্রী এই স্তবপাঠে তৎক্ষণাৎ গর্ভের বেদনা হইতে মুক্তি লাভ করে এবং পুত্র প্রসব করে। যে সব যোগী ও কপিলসাঙ্খ্যাবলম্বী পুরুষগণ জগতে ভববন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের বাসনা করিবেন, তাঁহারা এই স্তবের পাঠে পাপ-তাপ-রহিত হইয়া (শ্রীভগবানের পরমধাম) শ্বেতদ্বীপে গমন করেন ॥ ১০২

ভগবান্ অনন্তের এই স্তব সর্ব্বকামনাপ্রদানকারী বলিয়া কথিত আছে। যে মানব প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানাদির দ্বারা শুচি এবং সংযত-চিত্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই মানব সমস্ত কামাবস্তু প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০৩-১০৪

এই পরমাদ্ভুত শ্রীহরির বামনাবতারের কথা বর্ণনা করা হইল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এইভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর যশ পাঠ করেন ॥ ১০৫

যে রাজা শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর এই দিব্য বামনাবতারের কথা সদা প্রতি পর্ব্বে ভক্তি-ভাবে শ্রবণ করেন, সেই রাজা মহাবল বিষ্ণুর ন্যায় নিজের সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকেন, নির্ম্মল যশোভাগী হন এবং বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করেন ॥ ১০৬-১০৭

অস্মিন্ বামনকে দিব্যে প্রাদুর্ভাবে মহাত্মনঃ
শৃণুয়াল্লিয়তো ভক্ত্যা সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু ॥ ১০৬
পরান্ বিজয়তে রাজা যথা বিষ্ণুর্মহাবলঃ
যশো বিমলমাপ্নোতি বিপুলং চাপ্নুতে বসু । ১০৭
প্রিয়ো ভবতি ভূতানাং সর্ব্বেষাং বামনো যথা
পুত্রপৌত্রাংশ্চ বর্দ্ধন্তে আরোগ্যাঃ গুণসম্পদঃ ॥ ১০৮
শ্রীমতে পঠতশ্চাস্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ
সর্ব্বকামমৃতৈশ্চৈব কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ১০৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
বামনপ্রাদুর্ভাবে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

তিনি ভগবান্ বামনেরই ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয় হন এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্র, আরোগ্য ও গুণসম্পদ বর্দ্ধিত হয় । ১০৮
এই স্তবপাঠকারী মানুষের উপর দেবাধিদেব ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হন এবং সেই মানুষ সমস্ত কামনাসমূহে সম্পন্ন হন —এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিয়াছেন ।১০৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে বামনাবতারবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে রুক্মিণীদেব্যাঃ পুত্রপ্রার্থনা, তস্যৈ আশ্বাসদানং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতঃ কৈলাসগমনাভিপ্রায়প্রকাশশ্চ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ।
গতঃ কৈলাসশিখরমালয়ং শঙ্করস্য চ । ১
নারদাদ্যৈস্তপোবৃদ্ধৈর্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
তত্র দৃষ্টো মহাদেবঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ ॥ ২
কেশবেন পুরা বিপ্র কুর্ব্বতা তপ উত্তমম্ ।
অর্চ্চিতো দেবদেবেন শঙ্করশ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩
দেবৌ তত্র জগদ্যোনী দৃষ্টবন্তৌ পুরাতনৌ ।
অর্চয়াঞ্চক্রিরে দেবা ইন্দ্রাদ্যাঃ শঙ্করং হরিম্ ॥ ৪
তৌ হি দেবৌ মহাদেবাবেকীভূতৌ দ্বিধা কৃতৌ ।
একাত্মানৌ জগদ্যোনী সৃষ্টি-সংহারকারকৌ ॥ ৫
পরস্পরসমাবেশাজ্জগতঃ পালনে স্থিতৌ ।
তয়োস্তত্র যথাবৃত্তং কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ৬
ঋষয়ঃ কিমচেষ্টন্ত দৃষ্ট্বা তৌ পুরুষোত্তমৌ ।
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ বক্তুমর্হসি সত্তম ॥ ৭
যথা গতো হরির্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুঃ পুরাতনঃ ।
যথা চ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ কৃতবান্ নাগভূষণঃ ।
এতৎ সর্ব্বং বিপ্রবর্য্য ব্রূহি তত্ত্বেন যত্নতঃ ॥ ৮

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীদেবীর পুত্র প্রার্থনা এবং তাঁহাকে আশ্বাসদান করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৈলাসগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ ।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে । দেবতাদিগেরও দেবতা সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ জনার্দ্দন কি জন্য শঙ্করের নিবাসস্থান কৈলাসশিখরে গমন করিয়াছিলেন ? ১

তপোবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী নারদাদি মুনিগণ সেস্থানে নীললোহিত বর্ণবিশিষ্ট সর্ব্বাপকারী মহাদেবকে দর্শন করিয়াছেন । ২

দ্বিজবর । আমরা শুনিয়াছি যে পূর্ব্ব উত্তম তপস্যা করিতে করিতে দেবাধিদেব কেশব সেস্থানে শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন । ৩

সেস্থানে পুরাতন দেব জগন্নাথ শ্রীহরি ও হর পরস্পরকে দর্শন করিয়াছিলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ সেস্থানে আসিয়া ভগবান্ শঙ্কর ও শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন । ৪

কথিত আছে যে, এই দুই মহাদেব একই, কিন্তু দুই স্বরূপে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন । ইঁহাদের অধিষ্ঠাত্মা (স্বরূপ) একই, তথাপি কার্য্যভেদে এই দুই দেব ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়াছেন । উভয়েই জগতের উৎপত্তির কারণ এবং উভয়েই সৃষ্টি, পালন ও সংহারকারী । ৫

ইঁহারা পরস্পর সমাবিষ্ট হইয়া জগতের পালন-কার্য্যে স্থিত আছেন । উত্তম পর্ব্বত কৈলাসে একত্রে সমবেত ইঁহাদের উভয়ের যেরূপ বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলুন । ৬

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই দুই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন ? এই সব বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে কৃপা করিয়া বলুন । ৭

দ্বিজবর । সর্ব্বব্যাপী, পাপহারী, পুরাতন পুরুষ ও বিজয়শীল সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন এবং সর্পময় ভূষণে বিভূষিত ভগবান্ শঙ্কর

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণুষাবহিতো রাজন্ যথা কৃষ্ণো গতো নগম্
যথা চ দৃষ্টো দেবেশঃ শঙ্করো বৃষবাহনঃ ॥ ৯
যথা চচার স তপো যথা তে মুনয়ো গতাঃ ।
এবং তয়োর্যথা বৃত্তং তথা শৃণু নরোত্তম ॥ ১০
দ্বৈপায়নোঽথ ভগবান্ যথা প্রোবাচ মাং তথা
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি কেশবং খগবাহনম্ ॥ ১১
যথাশক্তি যথাপ্রজ্ঞং শৃণু যত্নেন সুব্রত ।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নৃশংসায়াতপস্বিনে ॥ ১২
নানধীতায় বক্তব্যং পুণ্যং পুণ্যবতা সদা ।
স্বর্গ্যং যশস্যং বক্তৃণাং বুদ্ধিশুদ্ধিকরং সদা ॥ ১৩
ঘোরং পুণ্যাত্মনাং নিত্যমিদং বেদার্থনিশ্চিতম্ ।
অনেকারণ্যসংযুক্তং সেবন্তে নিত্যমীদৃশম্ ॥ ১৪
মুনয়ো বেদনিরতা নারদাদ্যাস্তপোধনাঃ ।
অদ্ভুতং মহাপুণ্যং বৃত্তং কৈলাসপর্ব্বতে ॥ ১৫

যেরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমাকে যত্নসহকারে যথাযথভাবে বলুন ॥ ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! নৃপশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে কৈলাসপর্ব্বতে গিয়াছিলেন, যেরূপে তিনি দেবেশ্বর বৃষভবাহন ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়াছিলেন, যেভাবে তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন, যেভাবে মুনিগণ সেস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যেরূপে সেই দুই দেবের বৃত্তান্ত সেস্থানে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৯-১০

ভগবান্ বেদব্যাস এই প্রসঙ্গ যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি পক্ষিবাহন ভগবান্ কেশবকে নমস্কার করত নিজের বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সেইরূপে তোমাকে বলিব। ব্রতপালনকারী নরেন্দ্র ! তুমি যত্নসহকারে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১১

যাহার মধ্যে সেবা করিবার ভাব নাই, তাহাকে এই কথা বলিবে না। এইরূপ যে ব্যক্তি নৃশংস, যে তপস্যা করে না এবং যে কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এরূপ ব্যক্তিকেও পুণ্যাত্মা বিদ্বান্ পুরুষ এই পবিত্র প্রসঙ্গ উপদেশ করিবে না ॥ ১২

এই বিষয় স্বর্গপ্রদ, যশোবর্দ্ধক, বক্তাদিগের কল্যাণকারক এবং সদাই বুদ্ধির শুদ্ধিকারক। ইহা (ভগবান্ বিষ্ণু ও শিবের একতা) বেদার্থের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং পুণ্যাত্মা পুরুষগণের পক্ষে সদা চিন্তা করিবার যোগ্য ॥ ১৩

শিবয়োর্দেবয়োস্তত্র হরেশ্চৈব তবস্য চ ।
হতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু নরকাদিষু ভূমিপ ॥ ১৬
হতেষ্বথ নৃপেষ্বেবং কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শত্রুষু
শাসতি স্ম সদা বিষ্ণুঃ পৃথিবীং পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৭
দ্বারবত্যাং জগন্নাথো বসন্ বৃষ্ণিভিরীশ্বরঃ
রুক্মিণ্যা সঙ্গতো দেবো রমংস্তত্র পুরে হরিঃ ॥ ১৮
কদাচিচ্চ তয়া সার্দ্ধং শেতে রাত্রৌ জগৎপতিঃ
বিহরংশ্চ যথাযোগং প্রীতঃ প্রীতিযুজা তয়া ॥ ১৯
অথোবাচ তদা দেবী রুক্মিণী রুক্মভূষণা ।
পুত্রমিচ্ছামি দেবেশ ত্বত্তো মাধব নন্দনম্ ॥ ২০
বলিনং রূপসম্পন্নং ত্বয়ৈব সদৃশং প্রভো ।
বৃষ্ণীনামপি নেতারং বীর্য্যবন্তং তপোনিধিম্ ॥ ২১
সর্ব্বশাস্ত্রার্থকুশলং রাজবিদ্যাপুরস্কৃতম্ ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তং দাতুমর্হসি সত্তম ॥ ২২

অনেক আরণ্যক (উপনিষদ্) গ্রন্থ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। বেদপরায়ণ নারদাদি তপোধন মুনিগণ নিত্য ইহার সেবন (চিন্তন) করেন ॥ ১৪

ভগবান্ বিষ্ণু ও শিব—এই দুই কল্যাণকারী দেবের কৈলাস পর্ব্বতে একত্র হইবার এই অত্যন্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত পরম পুণ্যময় ॥ ১৫

রাজন্ ! নরকাদি অসুরগণ এবং অন্যান্য নৃপগণ নিহত হইলে পর যখন অল্প কিছু সংখ্যক শত্রু অবশিষ্ট রহিল, তখন পুরুষোত্তম শ্রীহরি সদা পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর দ্বারা সংযুক্ত সেই নগরে নিবাস করিতেছিলেন ॥ ১৬-১৮

একদিনের ঘটনা, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিযুক্তা রুক্মিণীদেবীর সহিত রাত্রিতে যথোচিত বিহার করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৯

সেই সময় সুবর্ণময় আভরণে বিভূষিতা রুক্মিণীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—দেবেশ্বর ! মাধব ! আমি আপনার নিকট হইতে আনন্দদায়ক পুত্রলাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি ॥ ২০

প্রভো ! এই পুত্র আপনারই সমান রূপবান্, বলবান্, পরাক্রমশালী, তপোনিধি ও বৃষ্ণিকুলের নেতা হইবে ॥ ২১

এই পুত্র সকল শাস্ত্রের অর্থজ্ঞানে নিপুণ এবং রাজবিদ্যা-(ব্রহ্মবিদ্যা) বিদ্‌গণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবে। সৎপুরুষদিগের

ত্বয়ি সর্ব্বস্য সাতত্যং নিত্যমেব প্রতিষ্ঠিতম্
ত্বং হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা চ দাতা ভোক্তা জগৎপতিঃ ॥ ১৩

বিশেষতস্তু ভৃত্যানাং শুশ্রূষানিরতাত্মনাম্
বক্তব্যং কিমু দেবেশ যদি ভক্তোঽস্মি কেশব ॥ ১৪

অনুগ্রহো যদি স্থানে দেবদেব জগৎপতে।
দাতুমর্হসি পুত্রং ত্বং বীর্য্যবন্তং জনার্দ্দন ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবদেবেশঃ প্রিয়য়া প্রীয়মাণয়া।
তয়া মহিষ্যা রুক্মিণ্যা রুক্মিশত্রুর্যদূদ্বহঃ ॥ ১৬

প্রোবাচ বচনং কালে রুক্মিণীং যাদবেশ্বরঃ।
দাতাস্মি তাদৃশং পুত্রং যং ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ॥ ১৭

নিত্যং ভক্তোঽসি মে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা
অবশ্যং তব দাস্যামি পুত্রং শত্রুনিবর্হণম্ ॥ ১৮

পুত্রেণ লোকান্ জয়তি সত্যং কাশ্যপতা হি যে।
নরকং পুরিতি খ্যাতং দুঃখঞ্চ নরকং বিদুঃ ॥ ১৯

পুংস্ত্রাণাত্তুতঃ পুত্রানিচ্ছন্তি পরত্র চ
অনন্তাঃ পুত্রিণো লোকাঃ পুরুষস্য প্রিয়ে শুভাঃ ॥ ৩০

পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরম্
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে ॥ ৩১

পুত্রবন্তং বিভেত্যুগ্রঃ কিমু তেনাশুভং ভবেৎ।
নাপুত্রো বিন্দতে লোকান্ কুপুত্রাদ্ বন্ধ্যতা বরা ॥ ৩২

কুপুত্রো নরকে যস্মাৎ সুপুত্রাৎ স্বর্গ এব হি
তস্মাদ্ বিনীতং সৎপুত্রং শ্রুতবন্তং দদাপরম্ ॥ ৩৩

বিদ্যয়া বিনয়ো যস্মাদ্ বিদ্যাযুক্তং সুধার্ম্মিকম্
ইচ্ছেৎ পুত্রং পুত্রকামঃ পুরুষো যত্নবান্ বুধঃ ॥ ৩৪

তস্মাদ্দাস্যামি তে পুত্রং বিদ্যাবন্তং সুধার্ম্মিকম্।
এষ গচ্ছামি পুত্রার্থী কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ৩৫

মধ্যে শ্রেষ্ঠ পতিদেব! আপনি আমাকে এইরূপ গুণসম্পন্ন সম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন ॥ ২২

আপনার মধ্যে সবই সব কিছু প্রদান করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে, ; কারণ, আপনি সকলের কর্ত্তা, দাতা, ভোক্তা ও জগদীশ্বর ॥ ২৩

দেবেশ্বর! কেশব! বিশেষতঃ যাঁহারা আপনার ভৃত্য এবং সদা নিয়মপূর্ব্বক আপনার সেবায় মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন, ইহার জন্য আর বলিবার কি আছে? দেবদেব! জগৎপতে! জনার্দ্দন! যদি আমি আপনার ভক্ত হই এবং যদি আপনার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনি আমাকে এক পরাক্রমশালী পুত্র প্রদান করুন ॥২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের প্রসন্নচিত্তা প্রিয়া মহিষী রুক্মিণীদেবী এই কথা বলিলে পর রুক্মীর শত্রু, যদুকুলতিলক, দেবদেবেশ্বর এবং যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীকে এই সত্যোচিত বাক্য বলিলেন,—ভামিনি! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেরূপ পুত্রই আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৬-২৭

দেবি! তুমি সদাই আমার ভক্ত, এবিষয়ে বিচার করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে অবশ্যই শত্রুনাশক পুত্র প্রদান করিব ॥ ২৮

গুরুত্ব পুরুষ পুত্রের দ্বারা সেই সব লোককে জয় করে, যে সব লোক পুরুষগণের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম দান করিয়া থাকে। পুত্রহীন মানুষ পুণ্য লোকসমূহ প্রাপ্ত হয় না; তবে কুপুত্রের জন্মগ্রহণ অপেক্ষা বন্ধ্যা হইয়া থাকা বরং ভাল ॥ ৩২

যেহেতু কুপুত্র নরকে পাতিত করে এবং সুপুত্র হইতে স্বর্গও সুলভ হয়, সেইহেতু বিনয়শীল, বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা সৎপুত্রের কামনা করা উচিত ॥ ৩৩

বিদ্যার দ্বারা যেহেতু বিনয় প্রাপ্তি হয়, সেইহেতু পুত্রকামী প্রযত্নশীল বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যাযুক্ত পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন ॥ ৩৪

অতএব আমি তোমাকে বিদ্বান্ ও পরম ধর্ম্মাত্মা পুত্র প্রদান করিব। পুত্র প্রাপ্তির জন্য এখন আমি উত্তম পর্ব্বত কৈলাসে গমন করিব ॥ ৩৫

নরক 'পুং' এই নামে বিখ্যাত এবং যাহারা পুত্রকেও নরক বলিয়াই মহাপুরুষগণ জানেন ॥ ২৯

সেই 'পুং' নামক নরক বা দুঃখ হইতে পিতা-মাতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়া কি ইহলোক কি পরলোকে সকলেই পুত্রের কামনা করে। প্রিয়ে! পুত্রবান্ পুরুষের অনন্ত শুভ লোক বিদ্যমান আছে ॥ ৩০

পতিই গর্ভ হইয়া পত্নীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই গর্ভের তিনিই মাতা হন। তাঁহার গর্ভে নূতন শরীর ধারণ করত তিনি। পতি) পুনরায় দশম মাসে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩১

পুত্রবান্‌কে দেখিয়া উগ্রও ভীত হন। তিনি চিন্তা করেন, জানি না—এই ব্যক্তি আমার কোন্ বৈগুণ উপভোগ করিবে? পুত্রহীন মানুষ পুণ্য লোকসমূহ প্রাপ্ত হয় না; তবে কুপুত্রের জন্মগ্রহণ অপেক্ষা বন্ধ্যা হইয়া থাকা বরং ভাল ॥ ৩২

যেহেতু কুপুত্র নরকে পাতিত করে এবং সুপুত্র হইতে স্বর্গও সুলভ হয়, সেইহেতু বিনয়শীল, বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা সৎপুত্রের কামনা করা উচিত ॥ ৩৩

বিদ্যার দ্বারা যেহেতু বিনয় প্রাপ্তি হয়, সেইহেতু পুত্রকামী প্রযত্নশীল বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যাযুক্ত পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন ॥ ৩৪

অতএব আমি তোমাকে বিদ্বান্ ও পরম ধর্ম্মাত্মা পুত্র প্রদান করিব। পুত্র প্রাপ্তির জন্য এখন আমি উত্তম পর্ব্বত কৈলাসে গমন করিব ॥ ৩৫

তত্রোপাস্য মহাদেবং শঙ্করং নীললোহিতম্
ততো লব্ধাস্মি পুত্রং তে ভবান্ত্বত্তবিতে ত্বয়া ॥ ৩৬
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ভবং শঙ্করমব্যয়ম্
তোষয়িত্বা বিরূপাক্ষমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ৩৭
গমিষ্যামাত্মনশ্চৈব দ্রষ্টুং শঙ্করমব্যয়ম্
স চ মে দাস্যতে পুত্রং তোষিতস্তপসা ময়া ॥ ৩৮
তত্র গত্বা মহাদেবং নমস্কৃত্বা সহোমযা।
প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীম্ ॥ ৩৯
অগ্নিহোত্রাকুলাং দিব্যাং গঙ্গাম্ভঃপ্লাবিতাং সদা
মৃগপক্ষিসমাযুক্তাং সিংহর্ষিপশুতাকুলাম্ ॥ ৪০
বদরীফলসম্পূর্ণাং বানরক্ষোভিতদ্রুমাম্।
বেত্রারূঢ়মহাবৃক্ষাং কদলীস্তম্ভমণ্ডিতাম্ ॥ ৪১
মুনিভির্বেদতত্ত্বার্থবিচারনিপুণৈঃ সদা
বেদনিশ্চিততত্ত্বার্থৈঃ প্রমাণকুশলৈর্যুতাম্ ॥ ৪২
ইদমেকমিদং তত্ত্বমিতি নিশ্চিতমানসৈঃ
উপাসানানামন্ত্রৈ সিদ্ধৈঃ সিদ্ধার্থতৎপরৈঃ ॥ ৪৩
ইতিহাসপুরাণজ্ঞৈঃ সেব্যমানাং মহর্ষিভিঃ।
গচ্ছদ্ভিঃ স্বর্গনিলয়ং পরিত্যজ্য কলেবরম্ ॥ ৪৪
প্রসিদ্ধাং মহতীং দেবীং যাস্যামি সুকৃতালয়াম্।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

সেখানে নীললোহিতবর্ণবিশিষ্ট মহাদেব শঙ্করের উপাসনা করিয়া প্রাণিগণের হিতে নিরত ভগবান্ শিবের নিকট হইতে তোমার জন্য পুত্রলাভ করিব অর্থাৎ পুত্রবর প্রার্থনা করিব ॥ ৩৬

তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা সকলের উৎপাদক অবিনাশী অজন্মা সর্ব্বব্যাপী আদিদেব বিরূপাক্ষ ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করত আমি তাঁহার নিকট হইতে পুত্রবর প্রার্থনা করিব ॥ ৩৭

আমি আমার অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব। আমার দ্বারা কৃত তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাকে পুত্র প্রদান করিবেন ॥ ৩৮

সেখানে যাইয়া আমি উমাসহ মহাদেবকে নমস্কার করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমি মুনিগণের দ্বারা সেবিতা তপোময়ী পুণ্যভূমি বদরীতে (বদরিকাশ্রমে) প্রবেশ করিব, যেখান অগ্নিহোত্রের ধূমে পরিব্যাপ্ত আছে। সেই দিব্য ভূমি সদা গঙ্গার জলে প্লাবিত রহিয়াছে। সেখানে পশু ও পক্ষিগণের সমূহ সর্ব্বদিকে বিচরণ করে এবং সদা সদা সিংহ ও ব্যাঘ্রও সেখানে রহিয়াছে ॥ ৩৯-৪০

সেইস্থান বদরীর ফলসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বানরগণ সেখানের বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করে। সেখানের বড় বড় বৃক্ষের উপর বেত্রলতাসমূহ উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে যত্র তত্র কদলীর উপবন শোভিত আছে ॥ ৪১

বেদের তাত্ত্বিক অর্থ বিচার করিতে নিপুণ, বেদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের জ্ঞাতা ও প্রমাণকুশল মুনিগণ সদা সেখানে বাস করেন ॥ ৪২

ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব ও ইহা পরমার্থ—এইভাবে মনের দ্বারা নিশ্চয়কারী সিদ্ধার্থপরায়ণ সিদ্ধগণ যত্র তত্র সেই ভূমির উপাসনা করেন ॥ ৪৩

যাঁহারা শরীর ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, সেই ইতিহাস পুরাণবিৎ মহর্ষিগণ সেই ভূমির সেবা করেন ॥ ৪৪

এইরূপে সেই প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থলী দিব্য ও বিশাল বদরীতীর্থে গমন করিব। এই কথা বলিয়া দেবাধিদেব ভগবান্ জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ নীরব হইলেন ॥ ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে কৈলাস-যাত্রাবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবসভায়াং স্বীয়-কৈলাসযাত্রায়া অভিপ্রায়ং প্রকাশয়তো নগররক্ষণায়ৈ যাদবেভ্যঃ সাবধানেনাবস্থাতুমুপদেশদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং গত্বামেচ্ছুজনার্দ্দনঃ।
হুতাগ্নিঃ কৃতকল্যাণঃ সনাস্তুবরদক্ষিণঃ॥ ১

গাংশ্চ দত্ত্বাথ বিপ্রেভ্যো নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্।
আস্থানমণ্ডপং কৃষ্ণঃ প্রবিবেশ জগৎপতিঃ॥ ২

আসনং মহদাস্থায় বৃষ্ণীনাং হৃষ্ট সর্ব্বশঃ
বলভদ্রং শিনেঃ পুত্রং গান্দিন্যাঃ শুক-সারণৌ॥ ৩

উগ্রসেনং মহাবুদ্ধিমুদ্ধবং নীতিমত্তরম্।
যস্য বুদ্ধিং সমাশ্রিত্য জীবন্তে যাদবাঃ সুখম্॥ ৪

নেতা চ যত্নরক্ষীনাং স তু ধর্ম্মপরঃ সদা।
যস্য বিভ্রতি দেবাশ্চ নীতেস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৫

যস্য বুদ্ধিবলাদ্ বিষ্ণুঃ শশাস পৃথিবীং সদা।
তঞ্চ বৃষ্ণিবরং বীরমুদ্ধবং দেবসম্মতম্॥ ৬

অন্যাংশ্চাপি যদূন্ সর্ব্বানুবাচ ভগবান্ হরিঃ
শৃণ্বন্তু মম বাক্যানি যাদবাঃ সর্ব্ব এব হি
শৃণু ত্বঞ্চাপি বভ্রো মে পিতৃকল্পস্ত্বং সখে॥ ৭

বালাৎ প্রভৃতি যো রক্ষা মম দুষ্টনিবর্হণে
প্রত্যক্ষং ভবতা দৃষ্টঃ পূতনানিধনং নৃপ॥ ৮

কেশী চ নিধনং প্রাপ্তো বালেন ময়া বালিশঃ
গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ শৈলো গাবশ্চ পরিপালিতাঃ॥ ৯

অভিষিক্তোঽস্মি শক্রেণ দেবানামগ্রতঃ স্থিতঃ
কংসোঽপি নিধনং নীতো ময়া চাণূর-মুষ্টিকৌ॥ ১০

উগ্রসেনোঽভিষিক্তশ্চ কৃতা দ্বারবতী ময়া।
অন্যে চাপি নৃপা রাজন্ বলিনো নিহতা ময়া॥ ১১

যোঽপি বীরো জরাসন্ধো নিগৃহীতো বলান্ময়া
ভীমেন বলিনা রাজন্নেন মম যাদবাঃ॥ ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যাদবসভায় নিজের কৈলাসযাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে নগর রক্ষার জন্য যাদবগণকে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিহোত্র কর্ম্ম করিয়া মঙ্গলাচারের পর ব্রাহ্মণগণকে উত্তম দক্ষিণা দান করত তাঁহাদিগকে বহু গো দান করিয়া এবং সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ আস্থানমণ্ডপে (সভাভবনে) প্রবেশ করিলেন। ১-২

সেখানে মহাসিংহাসনে উপবেশন করত তিনি সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণকে আহ্বান করিলেন। বলভদ্র, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, শুক, সারণ, রাজা উগ্রসেন এবং সেই মহাবুদ্ধিমান্ ও নীতিশাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ উদ্ধবকেও আহ্বান করিলেন, যাঁহার বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সমস্ত যাদবগণ সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। ৩-৪

এই উদ্ধব সদা ধর্ম্মপরায়ণ ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণের নেতা ছিলেন। এই মহাত্মার নীতিকে দেবগণও সদা ভয় করেন। ৫

যাঁহার বুদ্ধিবলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা পৃথিবী শাসন করেন। যিনি দেবগণের সমান কান্তিমান্ এবং বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর ছিলেন, সেই উদ্ধবকে ও অন্যান্য যাদবগণকে আহ্বান করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের সকলকে বলিলেন। ৬

সমস্ত যাদবগণই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার পিতার মিত্র উদ্ধব! আপনিও আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৭

নৃপ উগ্রসেন! বালাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমি দুষ্টগণকে সংহার করিবার জন্য যে প্রযত্ন করিয়াছি, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। যাদবগণ! বাল্যাবস্থায় বালকরূপে আমি পূতনাকে সংহার করিয়াছি, কেশীকে বিনাশ করিয়াছি, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছি এবং গোগণকে রক্ষা করিয়াছি। ৮-৯

আমাকে দেবগণের অগ্রে রাখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমি কংসকেও নিহত করিয়াছি এবং চাণূর ও মুষ্টিকেও সংহার করিয়াছি। ১০

মহারাজ উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়াছি ও দ্বারকাপুরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছি। রাজন্! অন্যান্য বলবান্ নরপতিগণও আমার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ১১

যাদবগণ ও রাজন্ উগ্রসেন! যে বীর রাজা জরাসন্ধ ছিল, তাহাকেও আমি বলশালী ভীমসেনের দ্বারা বলপূর্ব্বক দমন করিয়াছি। আমারই নীতি অনুসারে জরাসন্ধের বিনাশ হইয়াছে। ১২

শৃগালো নিহতঃ সংখ্যে গোমন্তাদ্ গচ্ছতা ময়া।
যোঽপি বীরো দুরাত্মাসৌ দানবো নরকো হতঃ ॥ ১৩
নিষ্কণ্টকমিমং লোকং কৃতবান্ রাজসত্তমাঃ।
কিন্তু বীরো নৃপো ভদ্রে সখা ভৌমস্য যাদবাঃ ॥ ১৪
পৌণ্ড্রো বীর্যবতাং নেতা শ্রেষ্ঠো চাস্মৌ সদা মম।
শিষ্যো হ্যেষস্য রাজেন্দ্রো বলী ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ কৃতী ॥ ১৫
শাস্ত্রজ্ঞো নীতিমান্ সাক্ষাদ্রেতা সর্বস্য যত্নবান্।
যোদ্ধা যুদ্ধপ্রিয়ো রাজা জামদগ্ন্য ইবাপরঃ ॥ ১৬
একান্তশত্রুরস্মাকং ছিদ্রান্বেষী সদা মম
বাধিষ্যতে পুরীং যোদ্ধুংছিদ্রং যদি লভেত সঃ ॥ ১৭
ন হ্যল্পসাধ্যো বলবান্ পুণ্ড্রেশো নৃপোত্তমাঃ।
যস্মাদ্ ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥ ১৮
যথা ন বাধতে রাজা পুরীং যদুকুলাশ্রয়াম
অহং তু যাস্যে কৈলাসং কৃতশ্চিৎ কারণান্তরাৎ চ ১৯

শঙ্করং তুষ্টুকামোঽস্মি ভূতভাবনভাবনম্।
যাবদাগমনং মহ্যং তাবদ্ যত্তা ভবিষ্যথ ॥ ২০
ময়া বিরহিতাং চেমাং যদি জানাতি পুণ্ড্রকঃ
আগমিষ্যতি রাজেন্দ্রো যোৎস্যতে চ পুরীমিমাম্ ॥ ২১
ইমাং নির্যদবীং কর্তুং শক্তোতীতি চ মে মতিঃ
যত্তা ভবত রাজেন্দ্রাঃ খড়্গৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ২২
পাষাণৈঃ কর্ষণীয়ৈশ্চ সন্নদ্ধা ভবত সর্বদা।
পিধায় চ কপাটানি মহাদ্বারাণি যত্নতঃ ॥ ২৩
এক এব মহাদ্বারো গমনাগমনে সদা।
মুদ্গরা সহ গচ্ছন্তু রাজ্ঞো যে গন্তুমীপ্সবঃ ॥ ২৪
ন চামুদ্গঃ প্রবেষ্টব্যো দ্বারপালস্য পশ্যতঃ
যাবদাগমনং মহ্যং তাবদেবং ভবিষ্যতি ॥ ২৫
মৃগয়া নাত্র কর্তব্যা ন চ ক্রীড়া বহিঃ পুরাৎ।
জ্ঞাতব্যাশ্চ পরে সে চ গমনাগমনে সদা ॥ ২৬

শৃগাল নিহত হইয়াছে, সেই দুরাত্মা বীর দানব নরকাসুর নিহত হইয়াছে, তাহাকেও আমি নিহত করিয়াছি। ১৩

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যাদবগণ! এইভাবে আমি এই লোককে নিষ্কণ্টক (শত্রুহীন) করিয়াছি। কিন্তু যে নরকাসুরের সখা, সেই বীর রাজা পৌণ্ড্রক এখনও জীবিত আছে। সে বলবান্‌গণের নেতা এবং আমাকে সর্বদা দ্বেষ করে। ১৪।

রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক দ্রোণাচার্যের শিষ্য, বলবান্, ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, রথকর্মকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিমান্, সকলের সাক্ষাৎ নেতা, যত্নশীল, যোদ্ধা ও দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় রাজা। ১৫-১৬

সে আমার একান্ত শত্রু এবং সর্বদা আমার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। যদি সে অল্পও ছিদ্র পায়, তবে সে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া দ্বারকাপুরীকে আক্রমণ করিবে। ১৭

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! পুণ্ড্রদেশের বলবান্ রাজা পৌণ্ড্রক অল্প সাধনের দ্বারা বশীভূত হইবার নহে। অতএব আপনারা সকলে সদা ধনুর্ধারণ করিয়া থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, যাহাতে যদুকুলের নিবাসভূমি দ্বারকাপুরীকে সেই রাজা পৌণ্ড্রক কোনরূপ বাধা দিতে না পারে। ১৮।

নরপতিগণ। আমি কোনও কারণবশতঃ কৈলাসপর্বতে গমন করিব। সেখানে গিয়া সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি ও পালনকারী ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যতকাল না আমি ফিরিয়া আসি, ততকাল আপনারা সকলে এখানে নগরের রক্ষার জন্য সতত সাবধান হইয়া থাকিবেন। ১৯-২০

যদি রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক ইহা জানিতে পারে যে, আমি দ্বারকাপুরীতে নাই, তাহা হইলে সে অবশ্যই আক্রমণ করিবে এবং এই নগরীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে। ২১

রাজেন্দ্রগণ! আমি এরূপ মনে করি যে, অসাবধানতার সুযোগ পাইলে পৌণ্ড্রক এই নগরীকে ধ্বংসযুক্ত করিতে পারে; অতএব আপনারা সকলে খড়্গ, পাশ ও পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। ২২

পাষাণ ও আকর্ষণকারী যন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বদা আপনারা সজ্জিত হইয়া থাকিবেন। বড় বড় তোরণের দ্বারসমূহের কপাটগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যত্নসহকারে পুরীকে রক্ষা করিবেন। ২৩

নগর হইতে বাহিরে যাতায়াতের জন্য সর্বদা একটি তোরণ-দ্বারই ব্যবহার করিবেন। যাহারা বাহিরে যাইতে চাহিবে, তাহারা রাজার মুদ্রা (পাস) লইয়া গমন করিবে। ২৪

যাহার নিকটে রাজার মুদ্রা থাকিবে না, সে দ্বারপালের সাক্ষাতে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যতকাল না আমি ফিরিয়া আসি, ততকাল এইরূপ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। ২৫

ইহার মধ্যে মৃগয়া করা চলিবে না এবং নগরের বাহিরে

এবমাদিক্রিয়া কার্য্যা যাবদাগমনং মম
ইত্যুক্ত্বা যাদবান্ সর্ব্বান্ সাত্যকিং পুনরাহ চ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

যাইবে; তাঁহা করা চলিবে না। গমনাগমনের সময় সর্ব্বদা নিষেধের ৩ পক্ষের বিষয়ে পরিচয় গ্রহণ করিবে। ১৬

আমার যতকাল না আগমনই হয়, ততকাল এই সব কার্য্য চলিতে থাকিবে। সমস্ত যাদবগণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সাত্যকিকে বলিলেন। ১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা-বিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নগররক্ষাবিষয়ে সাত্যকিনোদ্ধবেন চ সহালোচনা, বলরামাদি-যাদবানামুপরি নগররক্ষায়া ভারং সমর্প্য কৈলাসযাত্রায়াঃ প্রস্তুতিশ্চ।]

শ্রীভগবানুবাচ।

সাত্যকে শৃণু মদ্ বাক্যং যত্তো ভব বৃষ্ণীং বর।
ত্বং তু খড়্গী গদী ভূত্বা চাপপাণিস্তূণত্রবান্ ॥ ১
তিষ্ঠ যত্নেন রক্ষস্ব পুরীং বহুনৃপাশ্রয়াম্।
ন চ নিদ্রা ত্বয়া কার্য্যা রাত্রৌ বহুবৃষ প্রভো ॥ ২
ন চ ব্যাখ্যা ত্বয়া কার্য্যা শাস্ত্রাণাং শাস্ত্রতৎপর।
ন চ বাদস্ত্বয়া কার্য্যো বাদিভিঃ সহ বৃষ্ণিপ ॥ ৩
ত্বং হি যোদ্ধা বলির্জ্ঞাতা ধনুর্বেদাথাবেদবিৎ।
তথা কুরু যথা বীর নোপহাস্যা ভবেদিয়ম্ ॥ ৪

সাত্যকিরুবাচ।

করিষ্যামি যতস্তভাং যথাশক্তি জনার্দ্দন।
আজ্ঞা তব জগন্নাথ ধার্য্যা যত্নেন মে সদা ॥ ৫
কৃতাবৎ প্রচরিষ্যামি কামপালস্য মাধব।
যাবদাগমনং তুভ্যং তাবৎ স্থাস্যামি যত্নতঃ ॥ ৬
প্রসাদস্তব গোবিন্দ যদি স্যান্মায় মাধব।
কিং নাম মে চ দুঃসাধ্যং শত্রূণাং নিগ্রহে রণে ॥ ৭
যদি শক্রং যমং বাপি কুবেরমপি পাশিনম্।
সর্ব্বানেতান্ বিজেষ্যামি কিমু পৌণ্ড্রং নৃপোত্তমম্ ॥৮
গচ্ছ কার্য্যং কুরুষেদং যত্তোঽহং সততং হরে।
উদ্ধবং পুনরাহেদং কৃষ্ণঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ ॥ ৯

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নগররক্ষাবিষয়ে সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত আলোচনা এবং বলরামাদি যাদবগণের উপর নগররক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া কৈলাসযাত্রার প্রস্তুতি।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকে! আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি স্বয়ং কবচ ধারণ করিয়া হস্তে তরবারি, ধনু ও ধনু গ্রহণ করত নগরীর রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাক। ১

বহুকুলস্তিলক প্রভাবশালী বীর! দ্বারকাপুরী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণের নিবাস ভূমি। তুমি বহুসহকারে অবস্থান কর এবং ইহাকে রক্ষা কর। তুমি সারারাত্রি নিদ্রা যাইবে না। ২

শাস্ত্রপরায়ণ সাত্যকে! আজ হইতে তুমি শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা কার্য্যে নিরত থাকিবে না। বৃষ্ণিবংশপালনকারী বীর! এখন তুমি বাদিগণের সহিত কোনও বাদ লইয়া আলোচনাও করিবে না। ৩

বীর! তুমি যোদ্ধা, বলবান্, জ্ঞানী ও ধনুর্বেদনায়ক উপবেদেও বিদ্বান্। অতএব তুমি এরূপ প্রযত্ন করিবে, যাহাতে এই পুরী উপহাসের পাত্র না হইতে পারে। ৪

সাত্যকি বলিলেন,—জনার্দ্দন! আমি যথাশক্তি আপনার এই সব বাক্য পালন করিব। জগন্নাথ! আমার সম্বন্ধে সদাই আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য। ৫

মাধব! আমি কৃতে কার্য্য বলরামের আজ্ঞার অনুসরণ করিব। যতকাল না আপনার আগমন হয়, ততকাল আমি যত্নসহকারে এই পুরীর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিব। ৬

গোবিন্দ! মাধব! যদি আপনার কৃপা আমার উপর থাকে, তবে রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে দমন করা এমন কি কার্য্য, যাহা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইতে পারে। ৭

যদি ইন্দ্র, যম, কুবের ও পাশধারী বরুণও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন, তবে আপনার কৃপায় আমি এই সবকেও জয় করিব; সুতরাং নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রককে পরাজিত করা আর এমন কি কার্য্য হবে। আপনি গমন করুন এবং আপনার অভীষ্ট এই কার্য্য সম্পাদন করুন। আমি সতত সাবধানে থাকিব। ৮

তাহার পর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উদ্ধবকে এই কথা

শৃণুষ্ব ত্বং বাক্যং মে কুর্য্যাশ্চেত্তৎ প্রযত্নবান্ ।
রক্ষ্যা নরেন্দ্র রাজেন্দ্র পুরী দ্বারবতী ত্বয়া ॥ ১০

যত্তো ভব সদা তাত কুরু সাহায্যমত্র নঃ ।
লব্ধঃ যদ্ম সমুৎপন্না যদতস্তব সাম্প্রতম্ ॥ ১১

ত্বং হি নেতা সমস্তস্য বিদ্যাপায়স্য সর্ব্বতঃ
কো হু শক্নোতি মেধাবী বক্তুং বিদ্যাবতঃ পুরঃ ॥ ১২

যৎ কার্য্যং তদ্ভবান্ বেত্তি হ্যকার্য্যং বাপি সর্ব্বতঃ ।
অতোঽহং বিরমে তাত বক্তুং সম্প্রতি বৃষ্ণিপ ॥ ১৩

উদ্ধব উবাচ ।

কিমিদং তব গোবিন্দ বর্ত্ততে মাং প্রতি প্রভো ।
অহো প্রসন্নতা মন্যুং কিন্তু প্রীতিরিয়ং তব ॥ ১৪

জানাম্যাহং জগন্নাথ প্রসাদস্যেব বিস্তরঃ ।
যস্য প্রসন্নো ভবতি তস্য কিং নাস্তি কেশব ॥ ১৫

ত্বং হি সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা হর্ত্তা প্রধানতঃ ।
প্রভবঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং বক্তা শ্রোতা প্রমাণবিৎ ॥ ১৬

ধ্যাতা ধ্যানময়ো যোগ ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ।
জ্ঞেতা দেবরিপূণাঞ্চ গোপ্তা নাকসদাং ভবান্ ॥ ১৭

ত্বন্নাথা বয়মেবেতি জীবামো নিহতদ্বিষঃ ।
ইয়ং নীতিরহং মন্যে নেতা নীতের্ভবো ভবান্ ॥ ১৮

কো হু নাম নয়ো বেদ ত্বাং বিনা সাম্প্রতং বদ
নীতিস্ত্বং সর্ব্বকার্য্যাণামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৯

দুর্গাঢ্যো নয়মার্গোঽয়মিত্যাহুস্তদ্বিদো জনাঃ
চতুর্দ্ধা প্রোচ্যতে নীতিঃ সামদানে জনার্দ্দন ॥ ২০

দণ্ডো ভেদো মনুষ্যাণাং নিগ্রহাবগ্রহে সদা ।
দণ্ডোঽপি দণ্ডমিচ্ছন্তি সামাঙ্গং তু নয়ে হয়ে ॥ ২১

বলবৎস্বথ দানং তু ত্রয়াণামপ্যগোচরে
প্রয়োক্তব্যো মহাভেদ ইতি নীতিমতাং মতম্ ॥ ২২

তেষু তেষ্বথ সর্ব্বেষু প্রমাণং ত্বাং বিদুর্ধাঃ ।
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্ব্বং ত্বয়ি সমর্পিতম্ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব উদ্ধবো নীতিমত্তরঃ ।
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুরেবমেব নৃপোত্তম ॥ ২৪

বলিলেন,—উদ্ধব ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং যত্নসহকারে তাহা পালন করুন ॥ ১০

রাজেন্দ্র ! আপনি নিজের নীতির দ্বারা এই দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করিবেন। তাত ! আপনি সদা সাবধানে থাকিবেন এবং এই বিষয়ে আপনি আমাদের সহায়তা করুন। এই সময় এস্থানে সব কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে ॥ ১০-১১

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় পারঙ্গত, তাঁহাদের সকলের আপনিই নেতা। কোন্ মেধাবী পুরুষ আপনার তায় বিদ্বানের সমক্ষে কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইবে ? ১২

যাহা করণীয় কার্য্য, তাহা আপনি জানেন। যাহা সর্ব্বথা অকরণীয়, তাহাও আপনার অজ্ঞাত নাই ; অতএব বৃষ্ণিবংশ-পালনকারী তাত ! আমি এখন কোনও কিছু বলা হইতে বিরত হইলাম ॥ ১৩

উদ্ধব বলিলেন,—গোবিন্দ ! প্রভো ! আমার প্রতি আপনার মুখ হইতে এখন এরূপ কি সব কথা নির্গত হইতেছে ? অহো ! ইহা অবশ্য আমার পক্ষে প্রসন্নতারই বিষয় ; কিন্তু ইহা আপনার স্নেহেই এইরূপে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৪

জগন্নাথ ! আমি বুঝিতেছি যে, ইহা আমার উপর আপনার কৃপার বিস্তারই ব্যক্ত হইতেছে। কেশব ! যাহার উপর আপনি প্রসন্ন হন, তাহার মধ্যে কিনা বৈশিষ্ট্য আছে ? ১৫

আপনিই সমস্ত জগতের প্রধানতঃ স্রষ্টা ও সংহারক। আপনিই সমস্ত কার্য্যের কারণ, বক্তা, শ্রোতা ও প্রমাণবিৎ ॥ ১৬

ব্রহ্মজ্ঞানী মুনিগণ আপনাকেই ধ্যাতা, ধ্যান ও যোগরূপে জানেন। আপনি দেবদ্রোহীদিগের জেতা ও স্বর্গবাসিগণের রক্ষক ॥ ১৭

আমাদের ত' আপনিই স্বামী ও সংরক্ষক, সেইজন্যই আমরা জীবিত আছি এবং আমাদের শত্রুরা নিহত হইয়াছে। ইহাই আমার নীতি ও ইহাকেই আমি মান্য করি ; কারণ, আপনিই সকল নীতির নেতা ॥ ১৮

বেদস্বরূপ পরমাত্মন্ ! বলুন, এই সময় আপনি ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ নীতিমার্গের দ্রষ্টা আছেন ? আমার ত' এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, আপনিই সমস্ত কার্য্যের নীতি ॥ ১৯

এই নীতিমার্গে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন, এজন্যই নীতিজ্ঞ পুরুষগণ বলেন। জনার্দ্দন ! চার প্রকারের নীতি কথিত আছে—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। মনুষ্যগণের নিগ্রহ (অপরের দ্বারা নিজের অবরোধ) এবং অবগ্রহ (নিজের দ্বারা অপরের অবরোধ) হইলে পরই সদা এই চার নীতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে ! যাহারা দণ্ডনীয় (দুর্বল), সেই শত্রুগণের

কামপালঃ মহাবাহুমুবাচ বলসংমতি
উগ্রসেনঃ নৃপঃ রাজ্ঞাংস্তথা দাদ্ধিক্যমেব চ ॥ ১৫
কামপালঃ পুনর্বিষ্ণুরিদং প্রোবাচ তত্ত্ববিৎ
ন প্রমাদস্ত্বয়া কার্য্যঃ সর্ব্বদা যত্নবান্ ভব ॥ ১৬
স্থিতে ত্বয়ি মহাবাহো কা পীড়া জগতো ভবেৎ।
গদা তব সদা ত্বার্য্য ন ক্রীড়া সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ ১৭
রক্ষ ত্বং সর্ব্বদা যত্নাৎ পুরীং দ্বারবতীং প্রভো।
নোপঘাস্তা যথা স্যাম তথা কুরু গদী ভব ॥২৮
উৎসাহঃ সর্ব্বদা কার্য্যো নিরুৎসাহো ন যত্নতঃ।
ব্যাহৃত্যাত্রবীদ্ রামঃ কৃষ্ণং বৃষ্ণিকুলোদ্বহম্ ॥ ২৯
বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্ব এবৈতে স্বং স্বং সদ্ম সমাযযুঃ।
গন্তুমৈচ্ছদ্ধরিঃ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ৩০
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাস-যাত্রায়াং পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

প্রতি নীতিজ্ঞ পুরুষেরা সত্ত-নীতিরই প্রয়োগের ইচ্ছা করেন এবং নীতির সমতা হইলে পর অর্থাৎ শত্রু নিজের সমান বলশালী হইলে পর তাহার প্রতি সাম নীতিরই প্রয়োগ ভালীভাঁতি বলিয়া মানা হয় ॥ ২০-২১

শত্রুরা যদি বলশালী হয়, তবে তাহাদের প্রতি দান-নীতির প্রয়োগ করা উচিত (অর্থাৎ তাহাদিগকে নানা উপহারসামগ্রী দিয়া শান্ত করা আবশ্যক)। যেস্থানে সাম, দান ও দণ্ড—এই তিন নীতির প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিবে না অর্থাৎ এই তিন নীতি কার্য্যকরী হইবে না, কেবল সেই স্থানেই 'মহাভেদ' নীতির প্রয়োগ করা উচিত, ইহাই নীতিজ্ঞ পুরুষগণের অভিমত ॥ ২২

সেই সেই সব নীতিসমূহে বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই প্রমাণ বলিয়া জানেন (অর্থাৎ আপনি যে সময়ে যেরূপ নীতির প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইলে সেই নীতিরই প্রয়োগ উচিত ছিল, এরূপ নীতিজ্ঞ পুরুষগণ মনে করেন।) এস্থানে আর বহু কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? সমস্ত জ্ঞান আপনাতেই সমর্পিত হইয়া আছে ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া অতিশয় নীতিমান্ উদ্ধব নীরব হইলেন। রাজন্! তদনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে যাদব-সভায় মহাবাহু বলরাম, মহারাজ উগ্রসেন এবং কৃতবর্ম্মাকেও পূর্ব্বে ঐ কথা বলিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলরামকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনি প্রমাদ করিবেন না। আপনি সর্ব্বদা নগরীর রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকিবেন ॥ ২৪-২৬

মহাবাহো! আপনি যদি রক্ষাকার্য্যে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জগতকে কে পীড়া দিতে সমর্থ হইবে? আর্য্য! এখন সদা গদা ধারণ করুন, সর্ব্বদা ক্রীড়া ও মনোরঞ্জনের সময় এখন নয় ॥ ২৭

প্রভো! আপনি সদা যত্নপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করুন। যাহাতে আমরা উপহাসের যোগ্য না হই, এরূপ প্রযত্ন করিবেন এবং গদা ধারণ করত সদা উদ্যোগী হইয়া থাকিবেন ॥ ২৮

আপনি সর্ব্বদা উৎসাহপরায়ণ থাকিবেন এবং কখনও উৎসাহের অভাব না হয়, এরূপ যত্ন করিয়া যাইবেন। তখন বলরাম বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥ ২৯

তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তারপর জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতোত্তম কৈলাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গরুড়মারুহ্য শ্রীকৃষ্ণস্য বদরিকাশ্রমে গমনম্, পথি দেব-মুনিভিস্তস্য স্তুতিশ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সঙ্কিন্তয়ামাস গরুড়ং পক্ষিপুঙ্গবম্
আগচ্ছ হরিতঃ তার্ক্ষ্য ইতি বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥ ১

ততঃ স ভগবাংস্তার্ক্ষ্যো বেদরাশিরিতি স্মৃতঃ
বলবান্ বিক্রমী যোগী শাস্ত্রজ্ঞো বুদ্ধিমান্ ॥ ২

যজ্ঞমূর্তিঃ পুরাণাত্মা সামমূর্দ্ধা চ পাবনঃ
ঋগ্বেদপক্ষবান্ পক্ষী পিঙ্গলো জটিলাকৃতিঃ ॥ ৩

তাম্রতুণ্ডঃ সোমহরঃ শক্রজেতা মহাশিরাঃ ।
পদ্মারিঃ পদ্মনেত্রঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ ॥৪

বাহনঃ দেবদেবস্য দানবীগর্ভকৃন্তনঃ ।
রাক্ষসাসুরসঙ্ঘানাং জেতা পক্ষবলেন যঃ ॥ ৫

প্রাদুরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কেশবস্যাগ্রতস্তদা
জানুভ্যামপতদ্ভূমৌ নমো বিষ্ণো জগৎপতে ॥৬

নমস্তে দেবদেবেশ হরে স্বামিন্নিতি ব্রুবন্
পস্পর্শ পাণিনা কৃষ্ণঃ স্বাগতং তার্ক্ষ্যপুঙ্গবম্ ॥ ৭

ইত্যুবাচ তদা তার্ক্ষ্যঃ যাস্যে কৈলাসপর্ব্বতম্ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি শঙ্করং শাশ্বতং শিবম্ ॥ ৮

বাঢ়মিত্যব্রবীৎ তার্ক্ষ্যো আরুহ্যেনং জনার্দ্দনঃ
তিষ্ঠধ্বমিতি চোবাচ যাদবান্ পার্শ্ববর্ত্তিনঃ ॥ ৯

ততো যযৌ জগন্নাথো দিশং প্রাগুত্তরাং হরিঃ ।
রবেণ মহতা তার্ক্ষ্যস্ত্রৈলোক্যং সমকম্পয়ৎ ॥১০

সাগরং ক্ষোভয়ামাস পক্ষাভ্যাং পক্ষী ব্রজংস্তদা ।
পক্ষেণ পর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ বহন্ দেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১১

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা আকাশেঽবস্থিতাস্তদা ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং বাগ্‌ভিরিষ্টাভিরীশ্বরম্ ॥ ১২

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

[গরুড়ে আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের বদরিকাশ্রমে গমন এবং পথে দেব-মুনিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্তুতি ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনন্তর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে পক্ষিরাজ গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—তার্ক্ষ্য ! শীঘ্র আগমন কর ॥ ১

কুরুশ্রেষ্ঠ ! যাঁহাকে 'বেদরাশি' বলা হয়, সেই ভগবান্ গরুড় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলবান্, পরাক্রমশালী, যোগী ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ॥ ২

যজ্ঞই তাঁহার স্বরূপ, তিনি পুরাণাত্মা ও পাবন, সামবেদ তাঁহার মস্তক এবং ঋগ্বেদ তাঁহার পক্ষ ছিল। পক্ষধারী গরুড় পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার আকৃতি জটিল ছিল ॥ ৩

তাঁহার চঞ্চু তাম্র বর্ণ ছিল। তিনি অমৃতহারী ও যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিতকারী ছিলেন। তাঁহার মস্তক বিশাল ছিল। তিনি সর্পগণের শত্রু এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় কমল-সদৃশ নয়নে সুশোভিত ছিলেন ॥ ৪

ইনি দেবাধিদেব ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন এবং দানবপত্নীদিগের গর্ভের উচ্ছেদকারী ছিলেন। ইনি নিজ পক্ষসমূহের বলে রাক্ষস ও অসুরদলকে ভয় করিয়াছিলেন বা ভয় করেন ॥ ৫

সেই সময় মহাপরাক্রমশালী গরুড় ভগবান্ কেশবের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং জানুদ্বয়ের দ্বারা ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—জগৎপতে ! বিষ্ণো ! আপনাকে নমস্কার। দেবদেবেশ্বর ! হরে ! স্বামিন্ ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়-পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান গরুড়কে নীয় হস্তে স্বাগতপূর্ব্বক স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে সেই সময় বলিলেন,—আমি কৈলাস পর্ব্বতে যাইব। সনাতনদেব কল্যাণ-স্বরূপ ভগবান্ শঙ্করকে আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৭-৮

তখন 'আচ্ছা' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। গরুড়ে আরোহণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তী যাদবগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে সাবধানে থাকিবে ॥ ৯

তদনন্তর জগন্নাথ শ্রীহরি পূর্ব্বোত্তরদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময় গরুড় নিজের মহারবে ত্রিলোককে কম্পিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভার বহন করিতে করিতে গমনকারী পক্ষী গরুড় নিজের পক্ষদ্বয়ের দ্বারা সাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন এবং পক্ষের বায়ুতে সমস্ত পর্ব্বতকে কম্পিত করিয়া দিলেন ॥ ১১

সেই সময় গন্ধর্ব্বদিগের সহিত দেবগণ আকাশে অবস্থিত হইয়া প্রিয় বাক্যসমূহের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১২

জয় দেব জগন্নাথ জয় বিষ্ণো জগৎপতে
জয়াচ্যুত নমো দেব ভূতভাবনভাবন ॥ ১৩
নমঃ পরমসিংহায় দৈত্যদানবনাশন।
জয়াচ্যুত হরে দেব যে স্থিতোঽস্মি পরাগতে ॥ ১৪
নারায়ণ নমো দেব কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
আদিকর্তঃ পুরাণাদ্য ব্রহ্মযোনে সনাতন ॥ ১৫
নমস্তে সকলেশায় নির্গুণায় গুণাত্মনে
ভক্তিপ্রিয়ায় ভক্তায় নমো দানবনাশন ॥ ১৬
অচিন্ত্যমূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমস্তে সকলেশ্বর
ইত্যাদিভিস্তদা দেবং বাগ্‌ভিরীশং নমস্যয়ন্ ॥ ১৭
তুষ্টুবুর্দেবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ
শ্রুত্বৈবং জগন্নাথঃ স্তুতিসংজ্ঞানি তানি চ ॥১৮
হৃষ্টো দান্তং সুরগণৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
যত্র পূর্ব্বং স্বয়া বিষ্ণুস্তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৯
লোকবৃদ্ধিকরঃ শ্রীমাঁল্লোকানাং হিতকাম্যয়া।
বর্ষাযুতং তপস্তপ্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
যত্র বিষ্ণুর্জগন্নাথস্তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্
দ্বিধাকৃত্বাত্মনাত্মানং নর-নারায়ণাখ্যয়া
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নদো ধাবতি পাবনী।
যত্র শক্রঃ স্বয়ং ভূত্বা বৃত্রং হেদার্থমুদ্যমম্
ব্রহ্মহত্যাবিনাশার্থং তপো বর্ষাযুতং চরৎ
যত্র সিদ্ধাশ্চ সিদ্ধার্থা দৃষ্ট্বা দেবং জনার্দ্দনম্। ২৩
যত্র হত্বা রণে রামো রাবণং লোকরাবণম্।
এতচ্ছাসনমিচ্ছংশ্চ তপো ঘোরমতপ্যত। ২৪
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব সিদ্ধিং যান্তি তপোন্বিতাঃ
যত্র নিত্যং জগন্নাথঃ সাক্ষাদ্ বসতি কেশবঃ ॥ ২৫
যত্র যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে নিত্যং মুনিগণৈঃ সহ।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ নরঃ স্বর্গং গমিষ্যতি ॥ ২৬

তাঁহারা বলিলেন,—দেব! জগন্নাথ! আপনার জয় হউক। বিষ্ণো! জগৎপতে! আপনার জয় হউক। অচ্যুত পরমেশ্বর! আপনার জয় হউক। দেব! কৃতভাবনভাবন (কৃতস্রষ্টা ব্রহ্মারও স্রষ্টা)! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৩

উত্তম নরসিংহরূপধারী আপনাকে নমস্কার। আপনি দৈত্য ও দানবগণের বিনাশকারী। অচ্যুত হরে! আপনার জয় হউক। দেব! আপনি যোগিগণের যোগ ও পরম গতি স্বরূপ ॥ ১৪

নারায়ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে! হরে! আপনি আদি কর্তা। পুরাণস্বরূপ! আপনি ব্রহ্মার (অথবা বেদের) যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। সনাতন দেব! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৫

সর্ব্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার! আপনি নির্গুণ ও গুণস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভক্তিপ্রিয় ও ভক্তস্বরূপ। দানবনাশন! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬

সর্ব্বেশ্বর! আপনার স্বরূপ অচিন্তনীয়, আপনাকে নমস্কার। এইরূপ বাক্যসমূহের দ্বারা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ অবিনাশী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন ॥ ১৭॥

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বেদপারদর্শী বিদ্বান্ মুনিগণ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে পূর্ব্বকালে লোকবৃদ্ধিকারী সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু লোকহিতকামনায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯॥

প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর বিষ্ণু অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে করিতে সেখানে নিজেকে নিজে নর ও নারায়ণ নামে দুই বিখ্যাত স্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২০-২১

সেই ক্ষেত্রের সমীপে সিদ্ধ মহাসকলের শ্রেষ্ঠ পাবনী গঙ্গা প্রবল গতিতে প্রবাহিত হইতেছেন। যেখানে ইন্দ্র বেদার্থতত্ত্বের জ্ঞাতা হইয়াও বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া প্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাপাপ ক্ষালনের জন্য দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২২॥

সেখানে ভগবান্ জনার্দ্দনের ধ্যান করিলে পরই সিদ্ধ পুরুষগণের সিদ্ধিলাভ হয়। রণাঙ্গনে লোকরাবণ রাবণকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীরাম ইন্দ্রের দ্বারা পালিত সাম্রাজ্য পালন করিবার ইচ্ছায় যেখানে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২৩-২৪

দেবগণ ও উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ যেখানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং যেখানে জগদীশ্বর কেশব সাক্ষাৎরূপে নিত্য বাস করেন ॥ ২৫

যেখানে মুনিগণের সহিত নিত্যই নানাবিধ যজ্ঞ চলিতেছে। যাঁহার স্মরণমাত্রেই মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে ॥ ২৬

নৃপোত্তম জনমেজয়! মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে পুণ্যভূমিকে স্বর্গের সোপান (সিঁড়ি) মনে করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। যাঁহাকে পুণ্যশীল উত্তম বর্ণাশ্রমী মনুষ্যগণের স্থান বলা

স্বর্গসোপানমিচ্ছন্তি যাং পুণ্যাং মুনিসত্তমাঃ।
শত্রবো মিত্রতাং যান্তি যত্র নিত্যং নৃপোত্তম ॥ ২৭
যামাহুঃ পুনশীলানাং স্থানমুত্তমধর্মিণাম্।
যত্র বিষ্ণুং সমারাধ্য দেবাঃ স্বর্গং সমাযযুঃ ॥ ২৮
সিদ্ধক্ষেত্রমিদং প্রাহুর্ঋষয়ো দীপ্ততৎপরাঃ।
বিশালাং বদরীং বিষ্ণুস্তাং দ্রষ্টুং সকলেশ্বরঃ ॥ ২৯
সায়াহ্নে চামরগণৈর্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
প্রবিবেশ মহাপুণ্যামৃষিজুষ্টাং তপোবনম্ ॥ ৩০
অগ্নিহোত্রাকুলে কালে পক্ষিব্যাহারসঙ্কুলে।
নীড়স্থেষু বিহঙ্গেষু ধূম্যমানাসু গোষু চ ॥ ৩১
অভিষেপাথ তিষ্ঠৎসু মুনিবীরেষু সর্বতঃ।
সমাধিস্থেষু সিদ্ধেষু চিন্তয়ৎসু জনার্দনম্ ॥ ৩২
অধিষ্ঠিতেষু হবিষু আজ্যমানেষু চাগ্নিষু।
হূয়মানেষু তত্রৈব পাবকেষু সমন্ততঃ ॥ ৩৩
অতিথৌ পূজ্যমানে চ সন্ধ্যাবিষ্টে জগন্ময়ে।
স তস্যামথ বেলায়াং দেবৈঃ সহ জনার্দনঃ ॥ ৩৪
বিবেশ বদরীং বিষ্ণুর্মুনিজুষ্টাং তপোময়ীম্।
আশ্রমস্যাথ মধ্যং তু প্রবিশ্য হরিরীশ্বরঃ ॥ ৩৫
গরুড়াদবরুহ্যাথ দীপিকাদীপিতে তদা।
প্রদেশে পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্থিতস্তাবৎ সহামরৈঃ। ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি কৈলাসযাত্রায়াং ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

হইয়াছে। যেস্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৭-২৮

মাৎসর্যরহিত ঋষি-মুনিগণ যাঁহাকে নিজ পুণ্যবিধের ক্ষেত্র বলেন, সেই বিশালা বদরীকে দর্শন করিবার জন্য সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে তত্ত্বদর্শী মুনি ও দেবগণের সহিত সেস্থানের পরম পবিত্র ঋষি-মুনিসেবিত তপোবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯-৩০

যে সময় সর্বদিকে অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, পক্ষিগণের কলরবে তপোবন মুখরিত ছিল, নানা পক্ষীরা নিজ নিজ নাড়ে (বাসায়) অবস্থান করিতেছিল, গোসকল দোহন করা হইতেছিল, মুনিগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহী ঋষি মহর্ষিগণ সর্বদিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সিদ্ধ পুরুষগণ সমাধিস্থ হইয়া ভগবান্ জনার্দনের ধ্যান করিতেছিলেন, হবনীয় ঘৃত অগ্নিতে আহুতি দান করা হইতেছিল, সর্বদিকে অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল এবং সেই সব অগ্নিতে সর্বদিকে আহুতি দান করা হইতেছিল, অতিথিগণের সৎকার (আপ্যায়ন) করা হইতেছিল এবং জগৎকে প্রকাশিতকারী সূর্যদেব সন্ধ্যাকালে অস্তমিত হইতেছিলেন, সেই সময় দেবগণের সহিত সর্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিসেবিতা তপোময়ী বদরীতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১-৩৫

বদরিকাশ্রমের মধ্যভাগে প্রবেশ করত কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীপকসমূহে প্রকাশিত প্রদেশে গরুড় হইতে নামিয়া দেবগণের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবৈঃ সহ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বদরিকাশ্রমে ঋষিবৃন্দদ্বারাতিথ্যসৎকারঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো মুনিগণা দৃষ্ট্বা দেবদেবমুপস্থিতম্।
সমাপ্য চাগ্নিহোত্রাণি সম্পূজ্যাতিথিসত্তমান্ ॥ ১

মুনয়ো দীর্ঘতপসঃ সমাধৌ কৃতনিশ্চয়াঃ।
জটিনো মুণ্ডিনঃ কেচিচ্ছিরাধমনিসন্ততাঃ ॥ ২

নির্লজ্জা নীরসাঃ কেচিদ্ বেতালা ইব কেচন।
অশ্মকুট্টাশনপরাঃ পর্ণভক্ষাস্তথাপরে ॥ ৩

বেদবিদ্ব্রাতস্নাতা নিরাহারা মহাতপাঃ
স্মরন্তঃ সর্ব্বদা বিষ্ণুং তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৪

আমমুক্তাঃ কেচিৎ কেচিদ্ধ্যানৈকতৎপরাঃ।
ধ্যানেন মনসা বিষ্ণুং দৃষ্টবন্তস্তপোধনাঃ ॥ ৫

সংবৎসরাশিনঃ কেচিৎ কেচিজ্জলবিচারিণঃ।
শক্রস্য ভয়দাতারঃ শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণাঃ ॥ ৬

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ ত্রৈভ্যো ধূম্রস্তথৈব চ।
জাবালিঃ কশ্যপঃ কণ্বো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥ ৭

অত্রিরঙ্গিরা ভৃগুঃ শঙ্খঃ শঙ্খনিধিঃ কৃশিঃ।
পারাশর্য্যঃ পবিত্রাঙ্গো বাজ্ঞবল্ক্যো মহামনাঃ ॥ ৮

কক্ষীবানঙ্গিরাশ্চৈব মুনির্দীপ্ততপাস্তথা।
অসিতো দেবলস্তাত বাল্মীকিশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৯

এতে চান্যে চ মুনয়ো ভক্তাঃ ঈশ্বরমব্যয়ম্।
আদায়ার্ঘ্যং যথাযোগ্যমুটজাৎ স্বাৎ সমাযযুঃ ॥ ১০

তে চ গত্বা হরিং কৃষ্ণং বিষ্ণুমীশং জনার্দনম্।
ভক্তিনম্রাস্তদা দেবং প্রণেমুর্ভক্তবৎসলম্ ॥ ১১

নমোঽস্তু তে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি দেবদেবেতি কেশবম্।
প্রণেমুস্তে জগন্নাথ নতাঃ স্ম শিরসা হরে ॥ ১২

কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ কেশবেতি চ সর্ব্বদা।
প্রণামপ্রবণা বিপ্রাঃ প্রাহুরিত্থং জগৎপতিম্ ॥ ১৩

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বদরিকাশ্রমে ঋষিবৃন্দের দ্বারা আতিথ্যসৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। তদনন্তর মুনিগণ দেবাধিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অগ্নিহোত্রের কার্য্যসমূহ সমাপন করত তাঁহার নিকট আসিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠতম অতিথিদিগকে যথাবিধি পূজা করিলেন। ১

এই মুনিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছেন এবং দৃঢ়-নিশ্চয়তার সহিত সমাধিতে আসক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কাঁহাদের মস্তকে জটা ছিল এবং কাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল। অনেকে এরূপ কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সম্পূর্ণ শরীর কেবল নাড়ী-ধমনিতেই ব্যাপ্ত দেখাইতেছিল (তাঁহাদের শরীরে রক্ত ও মাংসের আবরণ ছিল না)। ২

কাঁহারা লজ্জা ও লজ্জাহীন ছিলেন। কাঁহারা আবার বেতালগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। অনেকে প্রস্তরে কুটিয়া খাদ্যপদার্থ ভক্ষণ করিতেন এবং অন্য অনেকে কেবল পর্ণ ভক্ষণ করিতেন। ৩

বহু মুনি বেদবিদ্যার ব্রত পূর্ণ করিয়া স্নাতক হইয়াছিলেন। অনেকে নিরাহারে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারই ভজন-চিন্তনে তৎপর ছিলেন। ৪

কাঁহাদের মুক্তি সন্নিকট ছিল। কাঁহারা একমাত্র ধ্যানেই নিমগ্ন ছিলেন। কত তপোধন ধ্যানযুক্ত-চিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিতেছিলেন। ৫

অনেকে বৎসরে একবার আহার করিতেন। বহু মুনি জলের মধ্যেই বাস করিতেন। অনেকে শ্রৌত-স্মার্ত্ত শুভ কর্ম্ম-সমূহে তৎপর থাকিয়া ইন্দ্রেরও ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৬

তাত! বসিষ্ঠ, বামদেব, ত্রৈভ্য, ধূম্র, জাবালি, কশ্যপ, কণ্ব, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু, শঙ্খ, শঙ্খনিধি, কৃশি, পারাশর্য্য, পবিত্রাঙ্গ, মহামনা বাজ্ঞবল্ক্য, কক্ষীবান্, অঙ্গিরামুনি, দীপ্ততপা, অসিত, দেবল ও মহাতপস্বী বাল্মীকি—ইঁহারা এবং অন্যান্য মুনিগণ অবিনাশী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য যথাযোগ্য অর্ঘ্য লইয়া নিজ নিজ কুটীর হইতে আসিলেন। ৭-১০

ইঁহারা সেস্থানে যাইয়া সেই সময় ভক্তিভাবে বিনম্র হইয়া পাপহারী সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরী ভক্তবৎসল জনার্দনদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ১১

শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। দেবদেব! কৃষ্ণ! কেশব! প্রণতবৎসল। জগন্নাথ। হরে। আমরা আপনার শ্রীচরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিতেছি। ১২

ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং বিষ্টরমেব চ।
কৃতার্থাঃ সর্ব্বদা দেব প্রসন্নো নো জগৎপতিঃ ॥ ১৪
কিং কুর্ম্মঃ কিং নু নঃ কৃত্যং কস্মিন্দোষঃ প্রভো হরে।
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে প্রাহুর্দেবস্য পশ্যতঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণোঽপি তদ্ যথাযোগমুপযুজ্য সহামরৈঃ।
কৃতং সর্ব্বং মুনিবরা বর্ত্ততাং তপ উত্তমম্ ॥ ১৬
ইতি ব্রুবন্ পুরাণাত্মা শ্রীবৎসেন গরুত্মতা।
আসনং লম্ভয়ামাস রাত্রৌ দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭
কুশলং পৃষ্টবান্ তূষ্ণীং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
অগ্নিহোত্রেষু তপসি তথা ভৃত্যেষু সর্ব্বতঃ ॥ ১৮
এবমাদি জগন্নাথঃ পৃষ্টবানীশ্বরস্তদা।
সর্ব্বত্র কুশলং তেঽত্র ব্রূহি কৃষ্ণস্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৯
আতিথ্যং চক্রিরে তে তু নীবারৈঃ ফলমূলকৈঃ।
দেবানামথ সর্ব্বেষাং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণস্য যত্নতঃ
আতিথ্যমুপযুঞ্জানস্ততঃ প্রীতোঽভবদ্ধরিঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশ! কেশব! আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার। এইভাবে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন ॥ ১৩

তারপর তাঁহারা সকলে বলিলেন,—এই আপনার জন্য অর্ঘ্য, এই পাদ্য ও এই আসন। দেব! আপনার দর্শনে আমরা সকলে চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইয়া যাইলাম। ভগবান্ আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪

আমরা আপনার কি সেবা করিব? আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য! প্রভো! হরে! আমাদের কোনও অপরাধ হয় নাই ত'? এইরূপে তখন তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের সাক্ষাতে বিনীতভাবে এই সব কথা বলিলেন ॥ ১৫

দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যাদি যথাযোগ্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মুনিবরগণ! আপনারা আমাদের পূর্ণ সৎকার করিয়াছেন। আপনাদের উত্তম তপস্যা বর্দ্ধিত হউক ॥ ১৬

এইরূপ বলিতে বলিতে পুরাণপুরুষ জনার্দ্দনদেব শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের সহিত প্রসন্নতা পূর্ব্বক রাত্রিতে আসন গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭

তারপর তিনি পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের অগ্নিহোত্র, তপ ও ভৃত্যাদিগের ভরণ-পোষণাদি সমস্ত কার্য্যবিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮

এই ভাবে জগন্নাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! আপনার কৃপায় আমাদের সর্ব্বত্র কুশল ॥ ১৯

তাহার পর সেই ঋষিগণ নীবার (তৃণধান্য) ও ফল-মূলাদির দ্বারা সমস্ত দেবগণের এবং বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যত্নসহকারে আতিথ্যসৎকার করিলেন। তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমাধিঃ, মহান্ নিনাদঃ, তস্য সমীপে পলায়মানানাং মৃগাদীনামাগমনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্দুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ প্রভুঃ ।
যত্র পূর্ব্বং তপস্তপ্তমাত্মনা যাদবেশ্বরঃ ॥ ১
গঙ্গায়াশ্চোত্তরে তীরে দেশং দ্রষ্টুমুপাগতঃ ।
স্বয়মেব হরিঃ সাক্ষাৎ প্রবিবেশ তপোবনম্ ॥ ২
প্রবিশ্য সুচিরং দেশং দদর্শ চ মনোরমম্ ।
নিষসাদ ততস্তস্মিন্নাশ্রমে পুণ্যবর্দ্ধনঃ ॥ ৩
সমাধৌ যোজয়ামাস মনঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ ।
কিমপোহ জগন্নাথো ধ্যাত্বা দেবেশ্বরঃ স্থিতঃ ॥ ৪
স্থিতে দেবগুরৌ তত্র সমাধৌ দীপবদ্ধরৌ ।
তত্র শব্দো মহাঘোরঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ৫
খাদ খাদত মোদেত ঘাত ঘাত মৃগানিমান্ ।
প্রেষয়েহ পুনঃ সর্ব্বান্ প্রসাদাচ্ছার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৬
এষ বিষ্ণুর্বরঃ কৃষ্ণো হরিরীশ ইতোঽচ্যুতঃ ।
নমোঽস্তু বিষ্ণো দেবেশ স্বামিন্মাধব কেশব ॥ ৭
ইত্যাদিশব্দঃ সুমহানাবিরাসীত্তদা নিশি ।
ততশ্চ সুমহানাদঃ সিংহানাং মৃগবিদ্বিষাম্ ॥ ৮
ধাবতাঞ্চ তনাং রাজন্ মৃগানন্যু বিনর্দ্দতাম্ ।
মৃগাণাং ভীতিযুক্তানামৃক্ষাণাং দ্বীপিনাং তথা ॥ ৯
গজানাং নদতাং রাজন্ বৃংহিতঞ্চ ততস্ততঃ ।
মহাবাতসমুদ্ধূতক্ষুভিতস্যেব বারিধেঃ ॥ ১০
নাদস্ত্রৈলোক্যবিত্রাসঃ প্রাদুরাসীত্তদা নিশি ।
শ্রুত্বা শব্দং হরির্দেবস্তাদৃশং তত্র বিষ্টিতঃ ॥ ১১
সমাধিক্ষোভমাসাদ্য বিস্ময়ঞ্চ জগৎপতিঃ ।
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস কোঽয়মেষ মহাস্বনঃ ॥ ১২
কস্যায়মীদৃশঃ শব্দঃ স্তুতিযুক্তো মম স্থিতি ।
অহোঽস্মিন্ মৃগয়াশব্দঃ শ্রুতাং সঙ্করতাং বনে ॥ ১৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমাধি, মহান্ কোলাহল ও তাঁহার নিকট পলায়মান মৃগাদির আগমন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর যাঁহার গতির জ্ঞান লাভ করা অতিশয় কঠিন, সেই সর্ব্বসমর্থ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গার উত্তর তীরে সেই স্থান দর্শন করিবার জন্য যাইলেন, যেখানে তিনি পূর্ব্বকালে স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই শ্রীহরি স্বয়ংই সেই সাক্ষাৎ তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১-২

উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সেই পরম সুন্দর ও মনোরম দেশ দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুণ্যবৃদ্ধিকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই আশ্রমে উপবেশন করিলেন ॥ ৩

উপবিষ্ট হইবার পর সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনকে সমাধিতে নিবিষ্ট করিলেন। এই দেবেশ্বর জগন্নাথ কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে সেই সমাধিতে দৃঢ়ভাবে স্থিত হইলেন ॥ ৪

বায়ুশূন্য স্থানে নিষ্কম্পভাবে প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় যখন এই দেবগুরু শ্রীহরি সমাধিতে অবিচলভাবে স্থিত হইলেন, তখন সেখানে চারিদিকে অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫

খাও ! খাও ! আনন্দ কর ! যাও ! যাও এই মৃগগণের পশ্চাতে। ভগবান্ শ্রীহরির প্রসাদে এই সকলকে পুনরায় এস্থানে লইয়া এস ॥ ৬

ইনি ভগবান্ বিষ্ণু ! ইনি শ্রীকৃষ্ণ ! এই ঈশ্বর অচ্যুত হরি এস্থানে উপবিষ্ট আছেন। বিষ্ণো ! দেবেশ্বর ! স্বামিন্ ! মাধব ! কেশব ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৭

ইত্যাদি রূপ সেই রাত্রিতে সেখানে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। তদনন্তর মৃগয়োদ্যোগী সিংহগণ প্রচণ্ড শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৮

রাজন্ ! মৃগদলের পশ্চাতে ধাবমান ও ঘোর ঘোর শব্দকারী কুকুরগণ, ভয়ভীত মৃগযূথ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও চীৎকারকারী হস্তিগণের গর্জ্জনে চারিদিক্ এইভাবে মুখরিত হইয়া উঠিল, যেন প্রচণ্ড বায়ুর বেগে কম্পিত ও ক্ষুব্ধ মহাসাগরের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে ॥ ৯-১০

সেই সময় রাত্রিতে তিন লোককে ভয়ভীতকারী সেই মহানাদ উদ্ভূত হইল। এতাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া সেখানে উপবিষ্ট সম্পূর্ণ জগতের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কেন এই মহা কোলাহল হইতেছে ? ১১-১২

এই কান্তার এরূপ শব্দ শুনা যাইতেছে, যাহা আমার স্তুতির

মৃগাণামথ সর্বেষাং নাদশ্চ সুমহানভূৎ
ব্যামিশ্রস্তুতিযুক্তাভির্বাগ্‌ভির্মম সমন্ততঃ ॥ ১৪
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দিশো বিপ্রেক্ষ্য সর্বতঃ
তত্র আস্তে হরিস্তত্র জ্ঞাতুং তস্য সমুদ্ভবম্ ॥ ১৫
ততো মৃগাঃ সমাধাবন্ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ
তাংশ্চৈবানুচরো রাজন্ শ্বগণঃ সমপদ্যত ॥ ১৬
অথ বৈদীপিকা রাজন্ততশোঽথ সমপ্রশঃ
ততস্ততোঽপি ব্যনশদ্দিবেব সমপদ্যত ॥ ১৭
ততোঽস্য ভূতসঙ্ঘাশ্চ সমদৃশ্যন্ত তত্র হ।
পিশাচাশ্চ মহাঘোরা নদন্তো বহু বিস্বনম্ ॥ ১৮
ভক্ষয়ন্তোঽথ পিশিতং পিবন্তো রুধিরং বহু।
প্রাদুরাসন্ মহাঘোরাঃ পিশাচা বিকৃতাননাঃ ॥ ১৯
হন্যমানা হতা রাজন্ পতন্তঃ পতিতা মৃগাঃ।
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তো বার্ষৈর্বিদ্ধা মৃগা দ্বিপাঃ ॥ ২০

সহিত সমস্বরযুক্ত। অহো! এই বনে ধাবমান কুকুর ও পলায়নপর সমস্ত মৃগগণের এই প্রচণ্ড শব্দ এবং মৃগয়া শব্দ—এ সবই যেন আশ্চর্যের বিষয়। চারিদিকে মৃগয়িত এই কোলাহল আমার স্তুতিমিশ্রিত বাক্যসমূহে পরিব্যাপ্ত আছে। ১৩-১৪

মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করত সেই মহাকোলাহলের কারণ জানিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সাবধানে বসিয়া রহিলেন। ১৫

রাজন্! এই সময়ে বহু মৃগ ধাবিত হইতে হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে একদল কুকুরও আসিল। ১৬

রাজন্! তদনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র শৃগাল জুটিয়া উঠিল, ইহাতে সেখানের অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইল এবং দিবসের সমান আলোকিত হইয়া উঠিল। ১৭

তাহার পর সেখানে ভূতগণের সমূহও দেখা যাইল। মহাভয়ঙ্কর পিশাচগণ তখন গর্জন ও নানাবিধ শব্দ করিতেছিল। তাহারা কাঁচা মাংস খাইতে খাইতে ও রক্ত পান করিতে করিতে সেখানে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহারা মহাভয়ঙ্কর এবং সব পিশাচই বিকরাল মুখবিশিষ্ট ছিল। ১৮-১৯

রাজন্! বহু মৃগ এই সব পিশাচের দ্বারা নিহত হইয়াছিল ও অনেকে নিহত হইতেছিল। বহু মৃগ পতিত হইয়াছিল এবং

ততো মৃগসহস্রাণি সমুদীর্ণানি ভারত।
যত্রাসৌ তিষ্ঠতে দেবস্তত্র যাতা নিরন্তরম্ ॥ ২১
অন্তরীকৃত্য দেবেশং স্থিতানীতাশ্চতুষ্টয়ম্
পিশাচো বিকৃতাকারাঃ করালা রোমহর্ষণাঃ ॥
পুত্রবত্যঃ সমাপেতুর্যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ
শ্বগণস্তত্র রাজেন্দ্র চরন্তোব ততস্ততঃ ॥ ২৩
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্বমালোক্য বেষ্টিতঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা পশ্যন্নাস্তে স্ম কেশবঃ ॥ ২৪
কস্যৈষ বিস্তৃতো নাদঃ কস্য বায়ং জনোঽপতৎ
কো নু মাং স্তৌতি ভক্ত্যা বৈ ভবিষ্যে প্রীতিমানহম্ ॥২৫
কস্য মুক্তিঃ সমায়াতা প্রীতে ময়ি সুদুর্লভা
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবানাস্তে প্রাকৃতবদ্ধরিঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ববণি কৈলাসযাত্রায়াম্ অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

অনেক মৃগ তখন পতিত হইতেছিল। বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া মৃগ ও দ্বিপগণ এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতেছিল ॥ ২০

ভারত! তাহার পর যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন, সেখানে সহস্র মৃগ নিরন্তর ধাবিত হইয়া আসিতে লাগিল এবং দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত হইল—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২১

তাহার পরক্ষণেই বিকৃত আকৃতিযুক্তা বিকরালা বহু পিশাচীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন। ইহারা সকলে পুত্রবতী ছিল এবং ইহাদের দেখিলেই ভয়ে অঙ্গের রোমাঞ্চ হইত ॥ ২২

রাজেন্দ্র! এইভাবে সেখানে কুকুরগণও এদিক্ ওদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার পর সেই মৃগদলে পরিবৃত বিষ্ণুরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সকলকে সেখানে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিলেন ॥২৩-২৪

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কাহার এই মহাকোলাহল হইতেছে অথবা এই কাহার জনসমুদায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? ভক্তিভাবে কে আমার স্তুতি করিতেছে? কাহার উপর আমি প্রসন্ন হইব? ২৫

আজ আমি প্রসন্ন হইলে পর কাহার পরম দুর্লভ মুক্তিলাভ হইবে? এইভাবে ভগবান্ শ্রীহরি সাধারণ মানুষের ন্যায় চিন্তা করিতে থাকিয়া সেখানে উপবিষ্ট রহিলেন ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সম্মুখে দ্বয়োঃ পিশাচয়োরাগমনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষামথ মহাঘোরৌ পিশাচৌ বিকৃতাননৌ।
প্রাংশূ পিঙ্গলরোমাণৌ দীর্ঘজিহ্বৌ মহাহনূ ॥ ১
লম্বকেশৌ বিরূপাক্ষৌ হী হী হা হেতি বাদিনৌ।
খাদন্তৌ মাংসপিটকং পিবন্তৌ রুধিরং বহু ॥ ২
অস্ত্রবেষ্টিতসর্ব্বাঙ্গৌ দীর্ঘৌ কৃষ্ণকুতোদরৌ।
লম্বমানমহাপ্রান্তমূলপ্রোতশিরোধরৌ ॥ ৩
কর্ষন্তৌ সর্ব্বভূতানি বাহুভ্যাং তত্র তত্র হ।
হসন্তৌ বিবিধং হাসং স্বজাতিসদৃশং নৃপ ॥ ৪
বদন্তৌ বহুরূপাণি বচাংসি প্রাকৃতানি চ।
কম্পয়ন্তৌ মহাবৃক্ষানূরুপাদপ্রঘট্টনৈঃ ॥ ৫
সৃকিণী লেলিহন্তৌ চ দন্তান্ কটকটায়িনৌ।
অস্থিস্নায়ুসমাকীর্ণৌ বমনীরজুসন্নিভৌ ॥ ৬
বদন্তৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মাধবেতি চ সন্ততম্।
কথা হ্যু উচ্যতে বিষ্ণুঃ স ইদানীং ক তিষ্ঠতি ॥ ৭
স্বামিনঃ কুত্র বসতিঃ কুতো দ্রষ্টুং যতামহে
অত্র বা কুত্র দেবেশঃ কুতো হ্যু স্থাস্যতে হরিঃ ॥ ৮
কৃতঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ সাক্ষাদিন্দ্রানুজো হরিঃ
যমাহুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৯
তমজং পুরুষং বিষ্ণুং দ্রষ্টুমভ্যাগতা বয়ম্।
অন্তকালে জগন্নাথং প্রবিবেশ জগন্ময়ম্ ॥ ১০
তমজং বিশ্বকর্ত্তারং কুতো দ্রক্ষ্যাম সাম্প্রতম্
যস্য বিস্তার এবৈষ লোকঃ প্রাণিনিবাসিনঃ ॥ ১১
তং দ্রষ্টুং দেবমীশানং যতামঃ সাম্প্রতং হরিম্।
দশা ঘোরতমা লোকে বিষিষ্টা সর্ব্বজন্তুভিঃ ॥ ১২

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দুই পিশাচের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহাদের পশ্চাতে দুই জন মহাভয়ঙ্কর পিশাচ সেস্থানে আসিল। ইহাদের মুখ অতিশয় বিকরাল ছিল। ইহারা অতি দীর্ঘ ছিল। ইহাদের রোমসকল পিঙ্গলবর্ণের ছিল। ইহাদের জিহ্বা দীর্ঘ ও হনু অতি বিশাল ছিল। ১

ইহাদের কেশগুচ্ছ লম্বা ও নয়ন ভয়ঙ্কর ছিল। ইহারা 'হা হা, হী হী' বলিতে বলিতে কথা বলিতেছিল এবং মাংসের পিটক (পিটারীপূর্ণ নল) ভক্ষণ করিতেছিল ও বহু রক্তপান করিতে ছিল। ২

ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ অন্ত্র প্রাণিগণের অন্ত্রসমূহে বেষ্টিত ছিল। ইহাদের আকৃতি দীর্ঘ হইলেও উদর (ভিতরের দিকে প্রবিষ্ট থাকায়) অতিশয় কৃশ ছিল। ইহারা লম্বা ও বিস্তৃত মূলে গ্রথিত নরমুণ্ড ধারণ করিয়াছিল। ৩

দুই বাহুর দ্বারা নানা স্থান হইতে শ্রেণীবদ্ধভাবে মনুষ্যদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল। নরেশ্বর! এই দুই পিশাচ নিজ জাতির অনুরূপ নানাপ্রকার অট্টহাস্য করিতেছিল এবং নানাবিধ প্রাকৃত কথা বলিতেছিল। ৪

নিজেদের জঙ্ঘা ও পদদ্বয়ের আঘাতে বিশাল বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিতেছিল, ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্ত চাটিতেছিল এবং দন্তসমূহ কট-কট করিতেছিল। ৫

ইহাদের সর্ব্বদেহ অস্থি ও স্নায়ুজালে ব্যাপ্ত ছিল; বাহুসমূহ রজ্জুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। এই দুই জনে নিরন্তর 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মাধব'! ইত্যাদি নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছিল। ৬

তাহারা বলিতেছিল,—আমরা কবে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিব? তিনি এখন কোথায় বিদ্যমান আছেন? আমাদের স্বামী শ্রীহরির নিবাসস্থান কোথায়? আমরা কিভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যত্ন করিব? এই তপোবনে দেবেশ্বর শ্রীহরি কোথায় আছেন? ৭-৮

যিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং যাঁহার নয়ন কমলদলসদৃশ বিশাল, সেই শ্রীহরি কোথায় আছেন? যাঁহাকে ভক্তগণ 'পুণ্ডরীকাক্ষ' (কমললোচন) বলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ 'ব্রহ্ম' বলেন,—সেই অজন্মা সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উপস্থিত হইয়াছি। ৯

প্রলয়কালে এই তিন লোক যে জগদীশ্বরে প্রবিষ্ট হয়, সেই অজন্মা বিশ্বস্রষ্টা শ্রীহরিকে আমরা এই সময় কিরূপে দর্শন করিব? ১০

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের নিবাসস্থান এবং এই সম্পূর্ণ লোকই যাঁহার বিস্তার (বা বিরাট্ স্বরূপ), সেই পরমেশ্বর দেব শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য এই সময় আমরা যত্ন করিতেছি। ১১

সমস্ত জন্তুরা যাহাকে দেখ করে, যাহা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা

পৈশাচীয়ং সমুৎপন্না কথং নৌ প্রাবিশদ্ বলাৎ
নরমাংসাস্থিকলুষা সর্বভীতিপ্রদায়িনী ॥ ১৩

অহো নৌ দুষ্কৃতং কর্ম প্রাক্তনে কর্মসঞ্চয়ে।
অত্রৈব মহতী প্রীতির্বর্ততে সর্বদা তথা ॥ ১৪

যাবন্নো দুষ্কৃতং কর্ম তাবৎ স্যাস্যতি তাদৃশী।
দশা সা সর্ববিদ্বিষ্টা প্রাণিপীড়নকারিণী ॥ ১৫

সর্বথা দুষ্কৃতং কর্ম বহুভির্জন্মসঙ্কটৈঃ।
তথাহি তৎফলং ঘোরমদ্যাপি ন নিবর্ততে ॥ ১৬

বয়ং স্ম প্রাণিনো হন্তুং স্বপক্ষৈঃ সহ সাম্প্রতম্
তথাহি প্রাণিনো লোকে বাল্যাদৌ সমাস্থিতাঃ ॥ ১৭

অজ্ঞানাবৃতচিত্তাশ্চ কৃত্যাকৃত্যং ন জানতে।
তথা যৌবনিনো ভ্রান্তা বিষয়ৈর্বহুলীকৃতাঃ ॥ ১৮

বয়ন্তে শ্রেয়সে নৈব ততো বিষয়সংস্থিতাঃ।
বিষয়াবিষ্টচিত্তা হি মনুষ্যা ন বিজানতে ॥ ১৯

তথা চ বৃদ্ধভাবে তু ব্যাধিভির্বহুভির্যুতাঃ।
জরাদিভির্মহাঘোরৈর্নানাদুঃখবিধায়িভিঃ ॥ ২০

যদাস্তে ন হি বৈ শ্রেয়ো বিনষ্টেন্দ্রিয়গোচরাঃ
ততো মৃতা গর্ভবাসে বসন্তি সততং নরাঃ ॥২১

বিণ্মূত্রকলিলে ঘোরে দুঃখৈর্বহুভিরাচিতাঃ
চ্যবন্তে তু ততো ঘোরাদ্গর্ভাৎ সংসারমণ্ডলে ॥ ২২

পরস্পরং বিহিংসন্তঃ কুর্বন্তঃ কর্মসঞ্চয়ম্।
মহত্যেবং সদা ঘোরে সংসারে দুঃখসঙ্কুলে ॥ ২৩

পাপানি বহুরূপাণি কুর্বতেঽজ্ঞানতস্তদা।
সংসারস্যৈব মহিমা বিস্তৃতঃ সর্বজন্তুষু ॥ ২৪

অচ্ছেদ্যঃ শস্ত্রসম্পাতৈরুপায়ৈর্বহুভিঃ সদা।
এতস্মান্ন নিবর্তন্তে মর্ত্যাঃ প্রাকৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৫

অধিক ভয়ঙ্কর অবস্থা, সেই এই পিশাচ-যোনি জানি না কিভাবে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি? এবং কীরূপে বলপূর্বক উহা আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে? ইহা নরমাংস ও অস্থি ভক্ষণ করে বলিয়া কলুষিত এবং সকলেরই ভয়প্রদ। ১১-১৩

অহো! আমাদের উভয়ের পূর্বজন্মের কর্মরাশিতে কেবল দুষ্কর্মই সঞ্চিত হইয়াছিল, যাহার জন্য আমরা এই কলঙ্কিত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু ইহাতেই আমাদের সদা পরম প্রসন্নতা-লাভ হইতেছে। ১৪

যতকাল আমাদের দুষ্কর্ম অবশিষ্ট আছে, ততকালই আমাদের সেই কর্মানুরূপই এই পিশাচাবস্থা থাকিবে, যাহাকে সমস্ত প্রাণীরা দ্বেষ করে এবং যাহা অন্য প্রাণীদিগকে কেবল পীড়াদানই করিতে থাকে। ১৫

নিশ্চয়ই আমরা বহু জন্ম ধরিয়া কেবল পাপকর্মই সঞ্চয় করিয়াছি, সেইজন্যই সেই কর্মের ঘোর ফল অদ্যাবধি নিবৃত্ত হয় নাই। ১৬

আমরা এই সময়েও কুকুরদলকে সঙ্গে লইয়া প্রাণিগণকে বধ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি। জগতের প্রাণী যখন প্রথমে বাল্যাবস্থায় থাকে, সেই সময় তাহাদের চিত্ত অজ্ঞানে আবৃত হয়; সেই কারণে তাহারা কর্তব্য ও অকর্তব্য জানিতে পারে না। তারপর যখন তাহারা যুবাবস্থায় প্রবেশ করে, সেই সময় বিষয়সমূহের আকর্ষণে তাহাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের নিকট তখন বিষয়েরও প্রাচুর্য থাকে; অতএব তাহারা সেই সব বিষয়ে আসক্ত থাকে বলিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্য যত্ন করিতে পারে না। যাহাদের চিত্ত বিষয়সমূহে আবিষ্ট হইয়া যায়, সেই সব মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না যে, কল্যাণকারী কর্ম কি? ১৭-১৯

তারপর যখন বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বহুবিধ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যায়। নানাপ্রকার দুঃখ-দায়ক ভয়ঙ্কর জরাদি রোগসকল তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। তখন একদিকে ধাবমান ইন্দ্রিয়বর্গের বশীভূত হইয়া তাহারা নিজেদের কল্যাণের জন্য যত্ন করিতে পারে না। ২০।

তদনন্তর মৃত্যু হইয়া যাইলে পর সেই সব জীব গর্ভবাসে আসে এবং বিষ্ঠা ও মূত্রে পরিপূর্ণ ঘোর গর্ভাশয়ে অনেকপ্রকারে দুঃখে আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর বাস করে। ২১।

ইহার পর তাহারা সেই ঘোর গর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় সংসার-চক্রে পতিত হয়। এখানেও পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিতে থাকিয়া পাপকর্মই সঞ্চয় করিতে থাকে। ২২।

এইরূপ দুঃখপরিপূর্ণ মহাঘোর সংসারে তাহারা অজ্ঞানতা-বশতঃ সদা নানাপ্রকারের পাপ কর্মসকল করিতে থাকে। ২৩।

সংসারের এই মহিমা (বন্ধনকারী প্রভাব) সমস্ত প্রাণি-গণের মধ্যে সবিস্তরে ব্যাপ্ত আছে। অস্ত্রসমূহের প্রহারে এবং অন্য বহুবিধ লৌকিক উপায়েও এই সংসারের উচ্ছেদ হয় না। প্রাকৃতিক বুদ্ধিসম্পন্ন (দেহাত্মবাদী) মনুষ্যগণ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। ২৪-২৫

ইমং হত্বা মনুষ্যেন্দ্রমিদমস্মাদ্ধরাম্যহম্ ।
চোরয়িত্বা ধনমিদং হরিষ্যাম্যাপদামহম্ ॥ ২৬
নির্ভর্ৎস্যৈনমিমং শান্তং হরিষ্যামি ধনং বলী ।
ইত্যাদিব্যাকুলা মূর্খা বভূবুঃ প্রাণিপীড়নম্ ॥ ২৭
অস্যৈব দুঃখমূলস্য সংসারস্য সদা হরিঃ
ভেষজং সর্ব্বথা দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥

তাহারা চিন্তা করে যে, আমি এই নরেন্দ্রকে বধ করিয়া ইহার নিকট হইতে এই ধন হরণ করিব, এই ধন চুরি করিয়া গৃহে লইয়া যাইব এবং উহা উপভোগ করিব। এই নরেন্দ্র শান্ত ও দুর্বল এবং আমি বলবান্। আমি ইহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ইহার ধন হরণ করিব। এই সব চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মূর্খ মনুষ্যগণ অপর প্রাণিবৃন্দকে পীড়াদান করিতে সচেষ্ট হয়। ২৬-২৭

আদিদেবঃ পুরাণাত্মা আত্মা ব্রহ্মবিদাং সদা ২৮
তে বয়ং সর্ব্বযত্নেন ভক্ত্যামঃ সর্ব্বথা হরিম্
ইত্থং পিশাচৌ ভাষন্তৌ প্রাতরাত্তাং হরেঃ পুরঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রাস্বামেকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

দুঃখের মূল কারণ এই সংসাররূপী রোগের সদা সর্ব্বপ্রকারে শান্তির জন্য একমাত্র উত্তম ঔষধ শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী আদিদেব পুরাণপুরুষ ও ব্রহ্মজগতের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরি। ২৮

অতএব আমরা সর্ব্বপ্রকারে যত্নের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরিকে ভজন করিব। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেই দুই পিশাচ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইল। ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ঘণ্টাকর্ণস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ পরস্পরং প্রতি পরিচয়দানম্, ঘণ্টাকর্ণেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, সমাধিলাভশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ পিশাচৌ মাংসভক্ষকৌ ।
দদর্শাথ মহাঘোরৌ দীপিকাধারিণৌ হরিঃ ॥ ১
বিলোকয়াঞ্চক্রতুস্তৌ পিশাচৌ দেবকীসুতম্
স্থিতং সুখাসনে বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা লোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২
তে চ গত্বা সমুদ্দেশং পিশাচৌ কেশবস্য হ ।
ততস্তাবূচতুর্বিষ্ণুমন্তরীক্ষগতা কেশবম্ ॥ ৩

কো ভবান্ কস্য বা মর্ত্ত্যঃ কুতশ্চাগম্যতে ত্বয়া ।
কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তো বনে ঘোরে মৃগাকুলে ॥ ৪
নির্মনুষ্যে শ্বাপদবতে পিশাচগণসেবিতে
শ্বাপদৈঃ সেব্যমানে চ বিপিনে ব্যাঘ্রসঙ্কুলে ॥ ৫
সুকুমারোঽনবদ্যাঙ্গঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ ।
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ পদ্মাভঃ শ্রীপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৬

অশীতিতম অধ্যায় ।

[ঘণ্টাকর্ণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরকে পরিচয় দান এবং ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং সমাধি লাভ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই মহাভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী পিশাচকে দেখিলেন, যাহারা তখন হস্তে মশাল লইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ১

সেই দুই পিশাচও সুখের সহিত আসনে উপবিষ্ট লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সেই দুই পিশাচ কেশবের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে নিজেদের মতো করিয়া এরূপ বলিল। ২-৩

মানব! আপনি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে আপনি আসিয়াছেন? বনজাত পশুগণে পরিপূর্ণ এই ঘোর বনে আপনি কিজন্য আসিয়াছেন? ৪

এই বন মনুষ্যরহিত, (চিতা) ব্যাঘ্রে আবৃত, পিশাচগণ সেবিত, হিংস্র পশুগণের বাসস্থান এবং ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ (সুতরাং আপনি কেন এই বনে আসিয়াছেন?) ৫

আপনি সুকুমার, আপনার প্রতি অঙ্গ অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। আপনি যেন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় মনে হইতেছেন। আপনার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমলদলসদৃশ সুন্দর ও বিশাল। আপনার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ। আপনি নীলপদ্মের তুল্য প্রকাশিত হইতেছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীপতি (লক্ষ্মীপতি) বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। ৬

অন্যপ্রীতিকরঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তো বিষ্ণুরিবাপরঃ।
দেবো বা যদি বা যক্ষো গন্ধর্বঃ কিন্নরোঽপি বা ॥
ইন্দ্রো বা ধনদো বাপি যমোঽথ বরুণোঽপি বা।
একাকী বিপিনে ঘোরে ধ্যানাপিতমনা ইব ॥ ৮
ব্রূহি সর্বং যথাতত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মানদ।
এবং পৃষ্টঃ পিশাচাভ্যাং বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯
ক্ষত্রিয়োঽস্মীতি মামাহুর্মনুষ্যা প্রকৃতিস্থিতাঃ
বহুবারং সমুৎপন্নঃ ক্ষাত্রং বৃত্তমনুষ্ঠিতঃ ॥ ১০
লোকানামথ পাতাস্মি শাস্তা দুষ্টস্য সর্বদা।
কৈলাসং গন্তুকামোঽস্মি দ্রষ্টুং দেবমুমাপতিম্ ॥ ১১
ইত্যেবং মম বৃত্তান্তঃ কথাতাং কৌ যুবামিতি।
যুবাভ্যাং সনায়াতৌ কিমর্থং ব্রাহ্মণাশ্রমম্ ॥ ১২
এষা হি মহতী পুণ্যা নানাবিপ্রনিষেবিতা
বদরীতি সমাখ্যাতা ন ক্ষুদ্রৈরাশ্রিতা ক্বচিৎ ॥ ১৩
তপস্বিভিস্তপোধূতৈর্দুষ্টা সিদ্ধনিষেবিতা
ফলপর্ণাশনা দান্তা নিরাতঙ্কা মাংসভোজনাঃ ॥ ১৪
ন হন্তব্যা মৃগাস্তত্র মৃগয়া নাত্র বর্ততে।
ন তু ক্ষুদ্রৈঃ প্রবেষ্টব্যা ন কৃতঘ্নৈর্ন নাস্তিকৈঃ ॥ ১৫
অহমস্য তু দেশস্য রক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ
ব্যতিক্রমো যদি ভবেত্তস্য শাস্তাস্মি যত্নতঃ ॥ ১৬
কৌ ভবন্তৌ ক্ব তু যুবাং কস্যেয়ং মহতী চমূঃ
নাতঃ পরং প্রবেষ্টব্যমুদ্যমস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৭
বিঘ্নস্তত্র প্রবর্তেত তপঃসু চ তপস্বিনাম্
ইহৈব স্থীয়তাং তাবদ্ বক্তব্যঞ্চ ততঃ সুখম্ ॥ ১৮
অন্যথাহং নিষেদ্ধা স্যাং বলাদ্ বাক্যৈস্তথৈব চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং পৃষ্টৌ পিশাচৌ তু বক্তুমেবোপচক্রতুঃ
তয়োরেকো মহাঘোরঃ পিশাচো দীর্ঘবাহুকঃ।
উবাচ বচনং তত্র যথা স্মৃতি সমর্পিতম্ ॥ ২০

মনে হইতেছে আমাদের প্রীতিকর সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু অন্যরূপ ধারণ করিয়া আপনার রূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি দেবতা বা যক্ষ, গন্ধর্ব বা কিন্নর? ইন্দ্র কিংবা কুবের? অথবা যম বা বরুণ? যিনি এই ভয়ঙ্কর বনে মনকে যেন ধ্যানমগ্ন করিয়া একাকী বসিয়া আছেন? ৭-৮

মানবশ্রেষ্ঠ মানদ! আপনি যথাযথভাবে বলুন—আপনি কে? আমি আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। সেই দুই পিশাচ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর মহাপরাক্রমশালী (অথবা ত্রিবিক্রম) ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—আমি ক্ষত্রিয়। প্রকৃত (সাধারণ) মানুষেরা আমাকে এরূপই বলে ও জানে। আমি বহুবার উৎপন্ন হইয়াছি, সেইজন্য ক্ষত্রিয়োচিত কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করি। ৯-১০

আমি তিন লোকের পালক ও সর্বদা দুষ্টকে শাসন করি। এই সময় ভগবান্ উমাপতিকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাস পর্বতে যাইতে অভিলাষী হইয়াছি। ১১

এই আমার একরূপ পরিচয় বৃত্তান্ত; এখন তোমাদের উভয়ের পরিচয় বল, তোমরা দুইজন কে? ইহা ত' ব্রাহ্মণের আশ্রম, এখানে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? ১২

ইহা মহান্ পুণ্যময় স্থান, ইহাকে বদরী বলা হয়। বহু ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন, ক্ষুদ্রস্বভাব দুষ্টগণ কখনও এই ভূমিতে স্থান পায় না। সিদ্ধ পুরুষগণ সর্বদা ইহার সেবা করেন এবং তপস্যারত তপস্বিগণ এখানে সর্বদিকে বাস করেন। এখানে আজকের মত কখনও এরূপ দলে দলে দুষ্কৃত ও কখনও মাংসভক্ষী পিশাচগণকে দেখা যায় নাই। ১৩-১৪

এখানে মৃগগণকে বধ করা উচিত নয়; কারণ, এখানে কখনও মৃগয়া করা হয় না। যাহারা ক্ষুদ্রস্বভাব, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক মানুষ, তাহাদের এই তীর্থে কখনও প্রবেশ করা কর্তব্য নহে। ১৫

আমি এই দেশের রক্ষক, ইহাতে সংশয় নাই। যদি কেহ আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে, তবে আমি তাহাকে যত্নসহকারে শাসন করি। ১৬

তোমরা দুইজন কে? কোথায় থাক? এই বিশাল সৈন্য কাহার? অতঃপর অগ্রসর হইয়া আর এই বনে প্রবেশ করিবে না; কারণ, এখানে ঋষিগণ বাস করেন। সেই তপস্বী ঋষিগণের তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টি হইতে পারে। ১৭।

তোমরা সকলে এখানেই থাক (আর অগ্রসর হইও না) এবং যাহা বলিবার আছে, তাহা সুখপূর্বক বল, অন্যথা আমি বাক্যের দ্বারা কিংবা বলের দ্বারা তোমাদের গতি রুদ্ধ করিব। ১৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই দুই পিশাচ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিল। সেই দুই পিশাচের মধ্যে এক পিশাচ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও বিশাল বাহুযুক্ত ছিল। তাহার হৃদয়ে তখন যাহা উদিত হইল, তাহাই বলিতে লাগিল। ১৯-২০

পিশাচ উবাচ।

শ্রদ্ধত্তামভিধাস্যামি সমাহিতমনা ভব।
নমস্কৃত্য জগন্নাথং হরিং কৃষ্ণং জগৎপতিম্ ॥ ২১
আদিদেবমজং বিষ্ণুং বরেণ্যমনঘং শুচিম্,
যজ্ঞাদি সকলং যদ্‌বত্তথা শৃণু বদীচ্ছসি ॥ ২২
ঘণ্টাকর্ণোঽস্মি নাম্নাহং পিশাচো ঘোরদর্শনঃ।
মাংসাদো বিকৃতো ঘোরঃ সাক্ষাদ্‌দ্বিতীয়াপরঃ ॥ ২৩
ধনদস্যানুগস্ত্বাহং সাক্ষাদ্ রুদ্রসখস্য চ।
নমায়মন্যুঃ সাক্ষাদন্তকস্যান্তকো হ্যহম্ ॥ ২৪
মৃগয়েয়ং সুমনসো বিষ্ণোঃ পূজার্থমিত্যুত।
নয়েয়ং বর্ত্ততে সেনা স্বগণোঽপি নবৈব তু ॥ ২৫
আগতোঽহং মহাশৈলাৎ কৈলাসাদ্ ভূতসেবিতাৎ।
অহং পিশাচবেশেন সংবিষ্টঃ পাপকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৬
সততং দূষয়ন্ বিষ্ণুং ঘণ্টানাবধ্য কর্ণয়োঃ।
যন্ন প্রবিশেন্নাম বিষ্ণোরিতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৭

পিশাচ বলিল,—শ্রবণ করুন, বলিতেছি এবং আপনি মনকে একাগ্র করুন। আমি প্রথমে আদিদেব, অজন্মা, নিষ্পাপ, পবিত্র, পাপহারী, জগদীশ্বর, বিশ্বপাবক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাকে যথাযথভাবে বলিব, যদি আপনার শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে শ্রবণ করুন। ২১-২২

আমি ঘণ্টাকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ পিশাচ, আমার মূর্ত্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর। আমি মাংসভক্ষী, বিকৃতাঙ্গ, ঘোর ও সাক্ষাৎ দ্বিতীয় কালের ন্যায় প্রাণিগণের হিংসক। ২৩

ভগবান্ শঙ্করের সখা এবং সাক্ষাৎ কুবেরের আমি অনুচর। এই পিশাচ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সে কালেরও কাল। ২৪

এই যে বিশেষভাবে আমরা মৃগয়া করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য হইল—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজা। এই সেনা আমার এবং এই নয়জনও আমারই। ২৫

আমি ভূতগণসেবিত মহাপর্ব্বত কৈলাস হইতে এখানে আসিয়াছি এবং আমি পিশাচবেশে পরিবৃত এক পাপ-কর্ম্মকারী জীব। ২৬

পূর্ব্বে আমি সতত বিষ্ণুর নিন্দা করিতাম এবং দুই কর্ণে ঘণ্টা বাঁধিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতাম যে, যাহাতে আমার কর্ণকুহরে বিষ্ণুর নাম প্রবিষ্ট হইতে না পারে; আমি সদা সেই চিন্তাই করিতাম। ২৭

অহং কৈলাসনিলয়মাদায় বৃষভধ্বজম্।
আরাধ্য তং মহাদেবমস্তুবং সততং শিবম্ ॥ ২৮
ততঃ প্রসন্নো মামাহ বৃণীষ্বেতি বরং হরঃ।
ততো মুক্তির্ময়া তত্র প্রার্থিতা দেবসন্নিধৌ ॥ ২৯
মুক্তিং প্রার্থয়মানং মাং পুনরাহ ত্রিলোচনঃ।
মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
তস্মাদ্গচ্ছ চ বদরীং তত্রারাধ্য জনার্দ্দনম্।
মুক্তিং প্রাপ্নুহি গোবিন্দান্নরনারায়ণাশ্রমে ॥ ৩১
ইত্যুক্তো দেবদেবেন শূলিনা ভাস্তবানহম্।
তমেব পরমং মত্বা গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩২
তস্মাৎ প্রার্থয়মানঃ সন্মুক্তিং দেবমমুং গতঃ
অন্যচ্চ শৃণু মে কার্য্যং যদি কৌতূহলং তব ॥ ৩৩
পুরী দ্বারবতী নাম পশ্চিমস্যোদবেস্তটে।
যত্নতক্ষিসনাকীর্ণা সাগরোর্ম্মিসমাকুলাম্ ॥ ৩৪

একদিন কৈলাসবাসী ভগবান্ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি মহাদেব শিবের আরাধনা করি এবং সেই সময় হইতেই আমি নিরন্তর তাঁহার স্তব করি। ২৮

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর আমাকে বলিলেন,—তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। তখন আমি মহাদেবের সমীপে মুক্তির প্রার্থনা করি। ২৯

মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে দেখিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন পুনরায় আমাকে বলিলেন,—সকলের মুক্তিদাতা তো কেবল ভগবান্ বিষ্ণুই, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩০

অতএব তুমি বদরীতীর্থে যাইয়া সেখানে নর-নারায়ণের আশ্রমে শ্রীজনার্দ্দনের আরাধনা করত সেই গোবিন্দদেব হইতে মুক্তি লাভ কর। ৩১

দেবদেব শূলধারী শিব এই কথা বলিলে পর আমি গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করত তাঁহা হইতে নিজের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই দেশে আসিয়াছি। ৩২

যদি আপনার আরও কৌতূহল হয়, তবে আমার অন্য কার্য্যও শ্রবণ করুন। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে দ্বারবতী নামে প্রসিদ্ধ এক পুরী আছে, যাহাতে মহ ও বৃষ্ণিবংশের মনুষ্যগণ বাস করেন। সেই পুরী সমুদ্রের তরঙ্গসমূহে ব্যাপ্ত আছে। সেই পুরীতেই এই সময় পুরুষোত্তম শ্রীহরি বাস করিতেছেন। ৩৩-৩৪।

অধ্যাস্তে স হরির্বিষ্ণুস্তাং পুরীং পুরুষোত্তমঃ।
দ্রষ্টুং লোকহিতার্থায় বসন্তং দ্বারকাপুরে ॥ ৩৫
নির্গতাঃ সাম্প্রতং মর্ত্ত্যা বয়মেতৈঃ মহাভুজৈঃ।
বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরঃ সাক্ষাদ্দ্রষ্টব্যোঽস্মাভিরদ্য বৈ ॥ ৩৬
লোকানাং প্রভবঃ পাতা কর্ত্তা হর্ত্তা জগৎপতিঃ।
আদিঃ স হি সমস্তস্য প্রভবঃ কারণং হরিঃ ৩৭
কর্ত্তা সমস্তস্য হরিঃ পুরাতনঃ
প্রভুঃ প্রভূণামপি যঃ সদাত্মকঃ।
তমাদিদেবং বরদং বরেণ্যং
দ্রষ্টুং হরিং সম্প্রতি সংগতাঃ স্ম ॥ ৩৮
যস্য প্রসাদাজ্জগদেতদাসীৎ
সপ্রাণিসঙ্ঘর্দ্ধমহোরগৌঘম।
দেবং জগদ্যোনিমজং জনার্দ্দনং
দ্রষ্টুং হরিং সম্প্রতি সংগতাঃ স্ম ॥ ৩৯
যস্যোদরাদ্ বিশ্বমিদং প্রসূতং
লয়ঞ্চ তস্মিন্ সমুপৈতি কল্পে।
তস্যৈব সাক্ষাদ্ বশবর্ত্তি বিশ্বং
দ্রক্ষ্যাম দেবং পুরুষোত্তমং হরিম্ ॥ ৪০

মানব! লোকহিতের জন্য দ্বারকাপুরীতে বাসকারী সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিবার উদ্দেশে আমি এই অনুচরগণের সহিত নির্গত হইয়াছি। আমরা আজ সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিব। ৩৫-৩৬

সেই শ্রীহরিই সমস্ত লোকসমূহের উৎপত্তির কারণ, পালক, কর্ত্তা, হর্ত্তা, জগদীশ্বর, সকলের আদিপুরুষ, উদ্ভবস্থান ও বীজ। ৩৭

যে শ্রীহরি সমস্ত জগতের কর্ত্তা, পুরাণ-পুরুষ, প্রভুগণেরও প্রভু এবং সৎস্বরূপ, সেই আদিদেব, বরদায়ক ও বরেণ্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য সম্প্রতি আমরা সকলে উদ্যত হইয়াছি। ৩৮

যাঁহার কৃপাপ্রসাদে সমস্ত প্রাণী, অসুর্য্য ও মহানাগগণের সমূহযুক্ত এই জগৎ এইরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, সেই জগতের উৎপত্তির কারণভূত অজন্মা দেব জনার্দ্দন শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য সম্প্রতি আমরা উদ্যত হইয়াছি। ৩৯

কল্পের আরম্ভে যাঁহার উদর হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হয় এবং কল্পের শেষে পুনরায় তাঁহারই মধ্যে লীন হইয়া যায়। স্থিতি-কালেও এই সারা বিশ্ব যে সাক্ষাৎ শ্রীহরিরই অধীনে থাকে, সেই পুরুষোত্তম দেব শ্রীহরিকে আমরা দর্শন করিব। ৪০

স্রষ্টা চ যোঽসৌ সকলস্য দেবঃ
পাতা চ হর্ত্তা চ হরিঃ স এব।
দ্রক্ষ্যাম নিত্যং ভুবনেশ্বরং হরিং
পুরাণমাদ্যং প্রভবিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৪১
অজস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা
ভুবশ্চ কর্ত্তা হরিরেক এব
তং যোগিনো যোগবিশুদ্ধবুদ্ধিং
লভেন যৈবং মতিঃ সমাকুলা ॥ ৪২
নিগীর্য্য বিশ্বং সকলং জগৎপতিঃ
শেতে শিশুত্বং সমবাপ্য সাক্ষাৎ
বটস্য পত্রে জগতাং নিবাসঃ
পাদৌ চ বিক্ষিপ্য করৌ বিধুন্বন্ ॥ ৪৩
যস্যোদরে দেবমুনিঃ পুরাতনো
দদর্শ লোকানখিলান্ স মায়য়া
প্রবিশ্য বিশ্বং সকলং যথাবদ্-
বয়ির্যথা ভূতমভূদিদং মহৎ ॥ ৪৪
নিগীর্য্য বিশ্বং জগদাদিকালে
শেতে মহাত্মা জলধের্জলৌঘে।
দেব্যা শ্রিয়া চামরলোলহস্তয়া
নিষেব্যমাণঃ পুরুষোত্তমস্তদা ॥ ৪৫

যে বিষ্ণুদেব এই সম্পূর্ণ জগতের স্রষ্টা এবং যে শ্রীহরিই ইহার পালন ও সংহারকারী, সেই আদিপুরুষ, পুরাতনদেব, প্রভাবশালী, অবিনাশী, নিত্যস্বরূপ এবং ভুবনেশ্বর শ্রীহরিকে আমরা নিত্য দর্শন করিব। ৪১

এই একমাত্র শ্রীহরিই অজন্মা ব্রহ্মারও উৎপাদক, জগতের রক্ষক এবং ভুবনের নির্মাতা। যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত সেই পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যানযোগের সাধনা করিয়া লাভ করিব। আমাদের চিত্তবৃত্তি ইঁহারই দ্বারা ব্যাপ্ত আছে। ৪২

জগতের পালক ও তিন লোকের নিবাসস্থান শ্রীহরি প্রলয়কালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের মধ্যে মিলিত রাখিয়া সাক্ষাৎ শিশুভাব লাভ করত অক্ষয়বটের পত্রে নিজের চরণদ্বয় নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া ও দুই হস্ত আন্দোলন করিতে থাকিয়া শয়ন করেন। ৪৩

যাঁহার উদরে প্রবেশ করত পুরাতন দেবর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহারই মায়ায় এই সম্পূর্ণ লোকসকল দর্শন করিয়াছিলেন সেই সময় সেখানে সকল বিশ্ব যথাযথরূপে সেইভাবে অবস্থান করিতেছিল, যেরূপ পূর্ব্বে তাঁহার উদর হইতে বহির্ভাগে থাকিয়া এই বিশ্ব অনুভূত হইতে থাকে। ৪৪

পুরাকালে এই সম্পূর্ণ জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া

নাভেশ্চ যস্যাবিরভূৎ সপদ্মং
পদ্মং মহৎ কাঞ্চনসপ্রভং প্রভোঃ।
জন্মাস্পদং লোকগুরোর্বদাসীদ্-
বিস্তারি পদ্মং জগদাদিসর্গে ॥ ৪৬

যথার যো ভূতপতির্মহাম্বুধৌ
দংষ্ট্রাগ্রসংস্থাপিতভূরুমূলাম্।
নাদং মহামেঘ ইবাদিকালে
কুর্বন্ বরাহো মুনিগীতমূর্তিঃ ॥ ৪৭

হরিঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তম প্রভুঃ
কর্তা সমস্তস্য সমস্তসাক্ষী।
যজ্ঞাত্মকো যজ্ঞপতির্জগৎপতি
র্দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্মঃ ॥ ৪৮

কেচিদ্ বহুত্বেন বদন্তি দেব-
মেকাত্মনা কেচিদিমং পুরাণম্।
বেদান্তসংস্থাপিতসত্ত্বমূর্জং
দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্মঃ ॥ ৪৯

সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম একার্ণবের জলপ্রবাহে শয়ন করিয়াছিলেন এবং দেবী লক্ষ্মী হস্তে চামর দুলাইয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন ॥ ৪৫

জগতের সৃষ্টির প্রারম্ভকালে যে ভগবানের নাভি হইতে সুবর্ণের সমান কান্তিমান্ এক বিশাল কমল প্রকটিত হইয়াছিল, যাহা নিজের দলসমূহের সহিত সুশোভিত হইতেছিল। এই বিস্তৃত কমলই লোকগুরু ব্রহ্মার জন্মস্থান ছিল ॥ ৪৬

যে মহান্ ভূতনাথ বিষ্ণু আদিকালে মুনিগণের দ্বারা প্রশংসিত বিরাহবিশিষ্ট বরাহরূপ ধারণ করত মহামেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে নিজের দন্তাগ্রভাগের উপর পৃথিবীর মূলভাগকে স্থাপিত করিয়া উহাকে জল হইতে উপরিভাগে তুলিয়া আনিয়াছিলেন, যে পুরাণ পুরুষোত্তম প্রভু শ্রীহরি সমস্ত জগতের কর্তা, সাক্ষী, যজ্ঞস্বরূপ ও যজ্ঞের অধিপতি এবং সমস্ত জগৎকে পালন করেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৭-৪৮

কেহ কেহ এই বিষ্ণুদেবকে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতারূপে বর্ণনা করেন এবং অনেকে আবার এই পুরাণপুরুষকে এক (ব্রহ্ম) রূপেই চিন্তা করেন। বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত বিশুদ্ধ অদ্বৈত সত্ত্বাযুক্ত সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৯

অনেকমেকং বহুধা বদন্তি
শ্রুতিস্মৃতিন্যায়নিবিষ্টচিত্তাঃ।
আহুর্যমাত্মানমজং পুরাবিদো
দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুদ্যতাঃ স্মঃ ॥ ৫০

যং প্রাহুরাদ্যং বরদং বরেণ্য-
মেকাক্ষরত্বং মুনয়ঃ পুরাতনাঃ।
যং সর্বগং দেবমজং জনার্দনং
দ্রষ্টুং হরিং সম্প্রতি সংস্থিতাঃ স্মঃ ॥ ৫১

যস্মিন্ বিশ্বমিদং প্রোতমাদিকালে জগৎপতৌ।
তং দ্রষ্টুমভিসংবৃত্তাঃ কিং নু বক্ষ্যাম সাম্প্রতম্ ॥ ৫২

গচ্ছাত্মো বয়মপ্যত্র গচ্ছ ত্বং স্বাননন্দতঃ।
নিয়মোঽপাস্তি নো মর্ত্য যদ্দ্রষ্টুং গচ্ছ সাম্প্রতম্ ॥ ৫৩

রাত্রিমধ্যমনুপ্রাপ্তং নাত্র কার্যা বিচারণা।
ইত্যুক্ত্বা ঘোররূপোঽসৌ পিশাচো বিকৃতাননঃ ॥ ৫৪

তস্মিন্নেব সমে দেশে পীত্বা চ রুধিরং বহু।
ভক্ষয়িত্বা যথাকামং মাংসরাশিং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৫

শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া একশ্রেণীর বিদ্বান্ পুরুষ যে পরমেশ্বরকে অনেকরূপে অনেক প্রকারে বর্ণনা করেন এবং পুরাবিদ্ পুরুষগণ যাঁহাকে সকলের আত্মা ও অজন্মা বলেন, সেই সর্বেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্যই আমরা উদ্যত হইয়াছি ॥ ৫০

যাঁহাকে প্রাচীন মুনিগণ স্তুতি করিবার যোগ্য, বরদায়ক, বরেণ্য এবং পরম তত্ত্ব বলেন। যাঁহাকে সর্বব্যাপী ও অজন্মা বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই জনার্দন শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য আমরা এই সময় উদ্যত হইয়াছি ॥ ৫১

আদিকালে যে সূত্রস্বরূপ জগদীশ্বরে এই সম্পূর্ণ জগৎ মণির ন্যায় গ্রথিত হইয়াছিল, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য আমরা উদ্যত হইয়াছি। এখন আপনাকে আর কি বলিব ? ৫২

মানব ! এখন আমরা অন্যত্র যাইতেছি, আপনিও ইচ্ছানুসারে অন্যত্র গমন করিতে পারেন। আমাদের নিত্য নিয়মেরও সময় আসিয়া গিয়াছে ; কারণ, এখন মধ্যরাত্রি হইয়াছে, অতএব এই সময় আপনি নিজের অভীষ্টস্থানে গমন করুন। এই বিষয়ে আর অন্য কোনও বিচারের আবশ্যকতা নাই ॥ ৫৩

এই কথা বলিয়া সেই বিকরাল মুখবিশিষ্ট ঘোররূপধারী বিচক্ষণ পিশাচ সেই সমতল প্রদেশে বহু রক্ত পান করিয়া

১১০৬ আর্য্যশাস্ত্র [ভবিষ্য-

অপঃ সংস্পৃশ্য তত্রৈব পার্শ্বে সংস্থাপ্য সাধনম্।
অন্নপাশং মহাঘোরং সংস্থাপ্য বিপুলং মহৎ ॥ ৫৬
আসনং কুশসংযুক্তং কৃত্বা চাভ্যুক্ষ্য বারিণা।
উৎসার্য্য স্বগণান্ সর্ব্বান্ যত্নেন মহতা তদা ॥ ৫৭
সুখাসনঃ সমাস্থায় সমাধৌ যততে স্বপঃ।
একচিত্ততদা ভূত্বা নমস্কৃত্য চ কেশবম্
ইমং মন্ত্রং পঠন্ ঘোরঃ পিশাচো ভক্তবৎসলম্ ॥ ৫৮
নমো ভগবতে তস্মৈ বাসুদেবায় চক্রিণে।
নমস্তে গদিনে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমতে ॥ ৫৯
ওঁ নমো নারায়ণায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
মম ভূয়াদ্বনঃশুদ্ধিঃ কীর্ত্তনাত্তব কেশব ॥ ৬০
জন্মেদমীদৃশং ঘোরং মা ভূন্মম দুরাসদম্।
দেবদূতো ভবিষ্যামি স্মরণাত্তব গোপতে ॥ ৬১
তব চক্রপ্রহারেণ কায়ো নশ্যতু মামকঃ।
মম ভূয়ো ভবো মা ভূদেষা মে প্রার্থনা বিভো ॥ ৬২
অখিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি দাতা সর্ব্বস্য সর্ব্বদা।
যত্র যত্র ভবেজ্জন্ম তত্র তত্র ভবান্ স্মৃতি ॥ ৬৩
বর্ত্ততাং মম দেবেশ প্রার্থনৈষা মমাপরা
নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং ভবত্বেবং সদা মম ॥ ৬৪
নির্ব্বিঘ্না প্রার্থনা দেব নমস্তেঽস্তু সদা মম।
যদা মে মরণং ভূয়াত্তদা মা ভূৎ স্মৃতিভ্রমঃ ॥ ৬৫
দিনে দিনে ক্ষণং চিত্তং ত্বয়ি সংস্থং ভবত্বিতি।
এবং প্রেরয় মাং দেব মা ভূত্তে চিত্তমীদৃশম্ ॥ ৬৬
নৃসংসোঽয়ং পিশাচোঽয়ং দয়াস্মিন্ কা ভবেদিতি।
এবং চিন্তয় মাং দেব ভক্তো মদ্ভমিতি প্রভো ॥ ৬৭
পরপীড়া ন মত্তোঽস্তু নমস্তে ভগবন্ প্রভো।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু মা ভুবন্ সাম্প্রতং হি মে ॥ ৬৮
অন্তকালে মমাপ্যেবং প্রসাদাত্তব কেশব।
পৃথিবী যাতু মে ঘ্রাণং রসনাং যাতু মে পয়ঃ ॥ ৬৯

ইচ্ছানুসারে মাংসরাশি ভক্ষণ করত জলের দ্বারা আচমন করিয়া সেস্থানেই পার্শ্বে নিজের সাধনসামগ্রী রাখিয়া এবং অন্নসমূহের মহাভয়ঙ্কর বিশাল পাশও একস্থানে রাখিয়া দিয়া কুশযুক্ত আসন পাতিয়া তাহার শুদ্ধির জন্য জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত সেই সময় বিশেষ যত্নসহকারে কৃতুবগণকে দূরে অপসারিত করিয়া সুখাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সেই কৃতুবপালক পিশাচ সমাধিবিষয়ে যত্ন করিতে লাগিল ॥ ৫৬-৫৭॥

সেই সময় এই ভয়ানক পিশাচ একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ কেশবকে নমস্কার করত এই মন্ত্রময় স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল ॥ ৫৮

সেই চক্রধারী ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, সকলের মধ্যে নিবাসকারী বুদ্ধিমান্ মহাত্মাকে নমস্কার ॥ ৫৯

প্রভাবশালী, সর্ব্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দঘন নারায়ণকে নমস্কার। কেশব! আপনার নামকীর্ত্তনে আমার মনের শুদ্ধি হউক ॥ ৬০

ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ নারায়ণ। এখন পুনরায় আমার এরূপ দুঃসহ ভয়ঙ্কর জন্মলাভ যেন না হয়। আমি আপনার স্মরণে যেন দেবদূত হইতে পারি ॥ ৬১

প্রভো! আপনার চক্রের প্রহারে আমার এই শরীর নষ্ট হইয়া যাউক এবং আমার পুনরায় যেন সংসার-বন্ধন না হয়—ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৬২

আপনি যাচকগণের কল্পবৃক্ষ। সদা সকলের দাতা। দেবেশ্বর! যেখানে যেখানে আমার জন্ম হইবে, সেই সেই স্থানেই আপনি আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিবেন। ইহাই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা ॥ ৬৩॥

দেব! আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনাকে নমস্কার!! এইভাবে আমার প্রার্থনা সদা নির্বিঘ্নে চলিতে থাকুক। দেব! আপনাকে সদাই আমার নমস্কার ॥ ৬৪॥

যখন আমার মরণকাল উপস্থিত হইবে, সেই সময় আমার স্মরণশক্তিতে যেন ভ্রম উৎপন্ন না হয় (সেই সময় যেন আমি আপনাকেই স্মরণ করিতে পারি)। দেব! প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ আমার চিত্তে আপনি স্থিরভাবে বিরাজমান থাকুন। আপনি আমাকে সর্ব্বদা এরূপই প্রেরণাদান করুন। আপনার চিত্তে কখনও যেন এরূপভাব না আসে যে, এই ব্যক্তি ক্রূর ও পিশাচ, ইহার উপর কি দয়া করিব? ৬৫-৬৬॥

প্রভো! দেব! আপনি সর্ব্বদা এই বিচারই করিবেন যে, এই ব্যক্তি আমার সেবক। ভগবন্! প্রভো! আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে এরূপ কৃপা করুন—যাহাতে আমার দ্বারা অপরের পীড়া না হয় এবং এখন আমার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে আসক্ত না হয় ॥ ৬৭-৬৮

কেশব! অন্তকালে আপনার কৃপায় আমারও যেন এরূপ স্থিতিলাভ হয় যে, পৃথিবী আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন, সূর্য্য আমার নেত্রেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন এবং বায়ু আমার

সূর্য্যশ্চ যাতু মে চক্ষুঃ স্পর্শং যাতু চ মারুতঃ।
শ্রোত্রমাকাশমপ্যেতু মনঃ প্রাণশ্চ গচ্ছতু ॥ ৭০
জলং মাং রক্ষতাং নিত্যং পৃথিবী রক্ষতাং হরে
সূর্য্যো মাং রক্ষতাং বিষ্ণো নমস্তে সূর্য্যতেজসে ॥ ৭১
বায়ুর্মাং রক্ষতাং দুঃখাদাকাশশ্চ জনার্দ্দন
ন মনঃ সর্ব্বগং দেব রক্ষতাং বিষয়ান্তরে ॥ ৭২
মনো বিপর্য্যয়ে ঘোরে পুরুষান্ হন্তি নিত্যশঃ।
পাপেষু যোজয়েৎ পুংসঃ পরপীড়াত্মকেষু চ ॥ ৭৩
মনস্তদ্ রক্ষতাং দেব ভূয়ো ভূয়ো জনার্দ্দন।
মা ভূন্মনসি কালুষ্যং মনো মে নির্ম্মলং ভবেৎ ॥ ৭৪
কলুষং তস্য যচ্চিত্তং নরকে পাতয়ত্যমুম্।
বাহ্যানি নির্ম্মলান্যেবমিন্দ্রিয়াণি ভবন্ত্যত ॥ ৭৫
ন তানি কার্য্যবন্ত্যীহ মনশ্চেৎ কলুষং ভবেৎ।
নাজ্ঞানাং মুষ্টিনামেষাং গৃহীত্বা যো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৬
বহিঃপ্রক্ষালনং কুর্ব্বন্ কিং ভবেত্তস্য কেশব।
ব্যর্থো হি কেবলং তস্য প্রযত্নো বাহ্যগোচরঃ ॥ ৭৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চিত্তং রক্ষ জনার্দ্দন
বলবান্নিন্দ্রিয়গ্রামো বারয়ৈনং জনার্দ্দন ॥ ৭৮
পত্নীব্যাবাঞ্জগন্নাথ বাচং রক্ষ দুরুত্তরাম্।
পরদ্রব্যাত্মনো রক্ষ পরদারাজ্জনার্দ্দন।
সর্ব্বত্র মে দয়া ভূয়াৎ প্রসাদাত্তব কেশব ॥ ৭৯
ত্বয্যেব ভক্তিরচলা ভূয়াদ্ভূতেষু মে দয়া
বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণুষ্বেদং বচো মম ॥ ৮০
সুখে দুঃখে চ রাগে চ ভোজনে গমনে তথা
জাগ্রৎস্বপ্নেষু সর্ব্বত্র ত্বয্যেব রমতাং মনঃ ॥ ৮১
নামকং দেবদেবেশ নমস্তেঽস্তু জনার্দ্দন।
ইতি ব্রুবন্ ঘোরতমো জাত্যা হীনো ন চিন্তিতঃ ॥ ৮২

ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন। এইরূপ আকাশও আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করুন এবং প্রাণ (চন্দ্র) আমার মনকে গ্রহণ করুন ॥ ৬৯-৭০

হরে! জল সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। পৃথিবী আমাকে রক্ষা করুন। বিষ্ণো! সূর্য্যদেব আমাকে রক্ষা করুন। আপনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, আপনাকে নমস্কার ॥ ৭১

জনার্দ্দন! বায়ু ও আকাশ দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। দেব! সর্ব্বত্রগত পরমাত্মার চিন্তনে রত আমার মন বিষয় ও ভেদবুদ্ধিকে রক্ষা করুক অর্থাৎ আমার মন যেন বিষয়-পরায়ণ না হয় এবং ভেদবুদ্ধিকে যেন আশ্রয় না করে ॥ ৭২

উহার বিপরীত যদি মন ঘোর বিপর্য্যয়ে (বিষয় সেবনাদিতে) রত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সদা পুরুষগণকে নাশ করে এবং পরপীড়নরূপ পাপসমূহে পুরুষদিগকে নিযুক্ত করে ॥ ৭৩ ॥

দেব জনার্দ্দন! আপনি আমার সেই মনকে বারংবার রক্ষা করুন, যাহাতে আমার মনে মলিনতা না থাকে এবং আমার মন নির্ম্মল হইয়া যায় ॥ ৭৪

কারণ, জীবের যে মলিন চিত্ত, উহা তাহাকে নরকে পাতিত করে, মন শুদ্ধ হইলে পর বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলও নির্ম্মল হইয়া যায় এবং যদি মন মলিন থাকে, তবে ইন্দ্রিয়গণ মলিন থাকায় এই জগতে তাহারা কোনও সৎকার্য্য করিতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

কেশব! যে মানুষ নিজের অপবিত্র মনকে মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ মনকে শুদ্ধ না করিয়া কেবল অঙ্গসমূহকে বাহিরে প্রক্ষালন করে, ইহাতে তাহার কি লাভ হইবে? তাহার কেবল বাহিরে শুদ্ধির জন্য আগ্রহ ব্যর্থই হইয়া যায় ॥ ৭৬-৭৭

জনার্দ্দন! সেই হেতু আপনি সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া আমার চিত্তকে রক্ষা করুন। জীবগণের প্রার্থনাপূর্ণকারী দেব! ইন্দ্রিয়বর্গ অতিশয় বলবান্, আপনি তাহাদিগকে নিবারণ করুন ॥ ৭৮

জগন্নাথ! আমার দুর্বহ বাক্যকে আপনি পরনিন্দা হইতে রক্ষা করুন। জনার্দ্দন! আমার মনকে পরের ধন ও পরের স্ত্রী হইতে রক্ষা করুন। কেশব! আপনার কৃপাপ্রসাদে আমার মনে সকল প্রাণীর প্রতি দয়া হউক ॥ ৭৯

প্রভো! আপনার প্রতিই আমার অবিচল ভক্তি হউক এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া হউক। এই বিষয়ে বহু কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? আপনি আমার এই একটি কথা শ্রবণ করুন ॥ ৮০

দেবদেবেশ্বর! জনার্দ্দন! সুখে, দুঃখে, রাগে ও ভোজনে, গমনাগমনে এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সর্ব্বত্র আমার মন আপনাতেই রমণ করুক, আপনাকে নমস্কার ॥ ৮১ ॥

এইরূপ বলিতে বলিতে সেই জন্মান্ধ ভয়ঙ্কর পিশাচ, যে কেবল জাতিতেই নিম্নকোটির ছিল, হৃদয়ে নহে; ভগবদ্ভক্ত ছিল বলিয়া (অথবা ভগবদ্ভক্তির বলে) সমাধিস্থ হইয়া গেল ॥ ৮২ ॥

পিশাচো ভগবদ্ভক্তঃ সমাধিং সমপদ্যত ।
দৃঢ়ং বদ্ধ্বাসনঃ কায়মাত্মপাশেন মাংসপঃ ৮৩
নিশ্চলেনৈব মনসা সুখমাস্তে স সংযতঃ ।
ধ্যায়ন্ হরিং জগদ্যোনিং বিষ্ণুং পীতাম্বরং শিবম্ ॥৮৪
মুকুন্দমাদিপুরুষমেকাকারমনাময়ম্
নিত্যং শুদ্ধং জ্ঞানগম্যং কারণং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৮৫
নাসিকাগ্রং সমালোক্য পঠন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নির্ব্বাতস্থো যথা দীপঃ প্রোচ্চরন্ প্রণবং সদা ॥ ৮৬
প্রণবং বাচকং কৃত্বা বাচ্যং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতঃ ।

এই মাংসভক্ষী পিশাচ নিজের শরীরকে অস্ত্রের সুদৃঢ় পাশে বাঁধিয়া নিশ্চল-চিত্তের দ্বারা সুখপূর্ব্বক সংযতভাবে উপবিষ্ট হইল এবং জগতের উৎপত্তির কারণভূত, পীতাম্বরধারী, মঙ্গলময় সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরির ধ্যান করিতে লাগিল ॥ ৮৩-৮৪

যিনি নিত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানগম্য, সমস্ত দেহধারীদিগের কারণভূত, রোগ-শোকরহিত, একাকার (অদ্বিতীয়) ও আদিপুরুষ, সেই মুকুন্দদেবকে (মুক্তিদাতাকে) চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৮৫

নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করিতে করিতে বায়ুশূন্য প্রদেশে প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় অবিচলভাবে স্থির হইল এবং নিরন্তর প্রণাম ও মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল ॥ ৮৬

একাগ্রং সততং কৃত্বা চিত্তং বিষ্ণৌ সমর্পিতম্ ॥ ৮৭
বিকল্পরহিতং চিত্তং হৃদি মধ্যে ন্যবেশয়ৎ
পুণ্ডরীকে শুভদলে সমাবেশ্য জগৎপতিম্ ॥ ৮৮
আস্তে সুখং মহাযোগী পিশিতাশস্তদা মহান্ ।
ত্রিধামানং জপংস্তত্র স্মরন্ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং ঘণ্টাকর্ণচিত্তসমাধির্নাম-
শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

প্রণবকে বাচক মনে করিয়া এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে তাঁহার বাচ্যার্থ নিশ্চয় করিয়া সে নিজের চিত্তকে নিরন্তর একাগ্র রাখিয়া তাহাকে ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়াছিল। সেই বিকল্প-রহিত চিত্তকে হৃদয়-কমলের মধ্যে দৃঢ়তা পূর্ব্বক স্থাপিত করিল ॥ ৮৭।

শুভদলসমূহে যুক্ত সেই হৃদয়কমলের আসনে জগদীশ্বর শ্রীহরিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই মহাযোগী, মাংসভক্ষী ও বিশালদেহ পিশাচ সেখানে সুখে বসিয়া রহিল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন রূপে বিরাজমান সনাতন বিষ্ণুকে সেখানে স্মরণ করিতে লাগিল ॥ ৮৮ ৮৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের চিত্তের সমাধিবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

এক্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পিশাচেন সমাধৌ ভগবতো বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎকারঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ পিশাচং দৃষ্টবাংস্তদা ।
চিন্তয়ন্তং স্বমাত্মানং শুদ্ধবুদ্ধিসমন্বিতম্ ॥ ১
আত্মন্যবস্থিতং সাক্ষাৎ পঠন্তং প্রণবং সকৃৎ ।
প্রার্থয়ন্তং স্বমাত্মানমেকান্তে নিয়তং হরিঃ ॥ ২

অচিন্তয়জ্জগন্নাথঃ কারণং পুণ্যসঞ্চয়ে ।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং বিষ্ণুঃ কারণং পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৩

একাশীতিতম অধ্যায়

[পিশাচ কর্তৃক সমাধি-অবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর সেই ভগবান্ বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) সেই সময় সেই পিশাচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, যে পিশাচ নিজের আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে চিন্তা করিতেছিল এবং শুদ্ধ বুদ্ধিতে সম্পন্ন ছিল ॥ ১

সে হৃদয়কমলে অবস্থান করত সাক্ষাৎ প্রণবের প্রত্যেক নাম যা মন্ত্রের সহিত একবার উচ্চারণ করিতেছিল এবং নিজের আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকেই অভীষ্ট মনোরথরূপে প্রার্থনা করিতেছিল। এইভাবে একান্তে নিয়মপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন ঘণ্টাকর্ণকে শ্রীহরি দর্শন করিলেন ॥ ২

সেই সময় জগদীশ্বর শ্রীহরি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ইহার পুণ্যসঞ্চয়ে কারণ কি ? তাহার পুণ্যকর্ম্মের কারণের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া তিনি এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন ॥ ৩

বনদস্যোপদেশেন পঠন্ মুহুরহঃ ক্ষিতৌ।
বাসুদেবেতি কৃষ্ণেতি মাধবেতি চ মাং সদা ॥ ৪
জনার্দ্দন হরে বিষ্ণো ভূতভাবনভাবন।
নরাকার জগন্নাথ নারায়ণ পরায়ণ ॥ ৫
ইতি মাং নামভির্নিত্যং পঠত্যেষ দিবানিশম্।
স্বপন্ জাগ্রংস্তথা তিষ্ঠন্ ভুঞ্জন্ গচ্ছংস্তথা বদন্ ॥ ৬
ভক্ষয়ন্ মাংসপিষ্টঞ্চ পিবন্নোষিতমেব বা
বাধমানশ্চ সুচিরং হত্বা চাপি মৃগান্ বহূন্ ॥ ৭
ভোজনে ভোজনে চৈব জাগ্রৎস্বপ্নে তথৈব চ।
সর্ব্বেষ্বপি চ কার্য্যেষু কর্ত্তারমিতি মন্যতে ॥ ৮
এতস্য কর্ম্মণঃ পাক এষ ঘোরস্য কর্ম্মণঃ
নিশ্চিতৈষোঽব জগন্নাথঃ শ্রীবৎসস্য ধরুব ॥ ৯
অদর্শয়ৎ স্বমাত্মানমনন্তস্য জগৎপতিঃ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে তস্য পিশাচস্যাপি ভূমিপ ॥ ১০

এই পিশাচ কুবেরের উপদেশে পৃথিবীতে মুহুর্মুহু বাসুদেব, কৃষ্ণ, মাধব ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে। ৪

জনার্দ্দন। হরে। বিষ্ণো। ভূতভাবনভাবন। নরাকার। জগন্নাথ। নারায়ণ। পরায়ণ। ইত্যাদি নামসমূহের দ্বারা নিত্য দিবারাত্র আমাকে ডাকিতেছে। নিদ্রা যাইতে যাইতে জাগরণে, অবস্থানকালে, ভোজন করিতে করিতে, গমন করিতে করিতে এবং কথা বলিতে বলিতে—এই সব সময়েই সে আমার নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছে। ৫-৬

মাংসপিষ্টক ভক্ষণ করিতে করিতে অথবা রক্তপান করিবার সময়েও সে আমার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাণিগণকে কষ্টদান এবং বহু মৃগগণকে বধ করিয়াও তাহাদের ভোজন ও ভোজনের সময়ে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় এবং সমস্ত কার্য্যেও সে বাসুদেব আমাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। ইহার এই ঘোর কর্ম্মের পরিপাকের (বিনাশের) এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৭-৮।

এরূপ নিশ্চয় করিয়া এই জগন্নাথ তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। রাজন্। তদনন্তর জগদীশ্বর শ্রীহরি সেই অনন্তভক্ত পিশাচেরও শুদ্ধ অন্তঃকরণে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইলেন। ৯-১০

সেই ওরূপ পিশাচও নিজের অন্তঃকরণে রেবতী

স চ ঘোরঃ পিশাচোঽপি দদর্শাথ নিজে কেশবম্
পীতকৌশেয়বসনং পদ্মাক্ষং শ্যামলং হরিম্ ॥ ১১
শঙ্খিনং চক্রিণং বিষ্ণুং খড়্গিনং গদিনং বিভুম্
কিরীটিনং কৌস্তুভিনং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্ ॥ ১২
নীলমেঘনিভং কান্তং গরুড়স্থং প্রভঞ্জনম্
চতুর্ভুজং শুভাঙ্গিনং নিষ্কলং সর্ব্বগং শিবম্ ॥ ১৩
অনাদিনিধনং নিত্যং মায়াবিনমনাময়িনম্
সত্যযুক্তং সদা শুদ্ধং বুদ্ধিগম্যং সদামলম্ ॥ ১৪
দদর্শেথং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং সনেকধা
অনুনীতোঽথ নয়নে কৃতার্থে হ্যমন্যতাত্মনস্তত ॥ ১৫
অথ দৃষ্ট্বা হরিং বিষ্ণুং সা[illegible]ং সর্ব্বত্রগং শুভং
প্রদক্ষিণং তি চক্রির্ম্মন্থং তেনাঙ্গং দৃষ্টবান্ হরিম্ ॥ ১৬
সিদ্ধং মে জন্মনঃ কৃত্যং সিদ্ধমস্য কৃতমস্তি মে
প্রসন্নো মম বিষ্ণুর্যো যস্যাক্ষেরেদৃশাদপি মে ॥ ১৭

পীতাম্বরধারী, কমললোচন, শ্যামসুন্দর শঙ্খচক্রধারী কেশবকে দর্শন করিল। ১১

এই ভগবান্ বিষ্ণু হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে বনমালা, মস্তকে কিরীট ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসের আভায় আচ্ছাদিত ছিল। ১২

তিনি নীলবর্ণের মেঘের ন্যায় কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে বিরাজমান ছিলেন এবং ভবভয়-ভঞ্জনকারী সেই প্রভুর চারিটি হস্ত ছিল ও তাঁহার বাণী মঙ্গলময়ী ছিল। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও কলাবিহীন ছিলেন এবং নিষ্কলভাবে তখন অবস্থান করিতেছিলেন। ১৩

তাঁহার আদি ও অন্ত ছিল না। তিনি নিত্যা মায়াবী (মায়াপতি) ছিলেন। তিনি সত্যযুক্ত, সদা শুদ্ধ, বুদ্ধিগম্য ও নিত্য নির্ম্মল ছিলেন। ১৪।

এইভাবে দুজনের মধ্যে প্রত্যেকে জগদীশ্বর বিষ্ণুকে বারংবার দর্শন করত চক্ষু উন্মীলিত না করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল। ১৫

অহো! এখন সর্ব্বব্যাপী, শুভস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হরি আমাকে দর্শনদান করিলেন, নিশ্চয়ই এই শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সেইজন্যই আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিলাম। ১৬

আমার জন্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা

প্রায়েণ জিতনিদ্রোঽয় মনো মন্ত্রে স্থতে হরৌ
এষশ্চ নিহতা যে প্রসন্নোঽহং তথাঽভবম্ ॥ ১৮
এতেভ্যোঽপি পিশাচেভ্যো নির্ম্মুক্তঃ সাম্প্রতং তথা
যোঽসৌ মমানুজঃ সাক্ষাৎ স চ ভক্তস্তথা হরৌ ॥ ১৯
কালেন চৈব নির্ম্মুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা স আত্মপাশং বিভিন্ন চ ॥ ২০

ক্রমেণ প্রাণানুষ্মা বিলোকা চ দিশস্তথা।
শরীরং সুগমং কৃত্বা প্রাবিশৎ স মুখেন চ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পিশাচস্য বিষ্ণুসাক্ষাৎকারো
নাম একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

এখন এই পিশাচত্ব হইতেও আমার সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সে-ও ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, অতএব সময়ানুসারে মুক্ত হইয়া সে-ও বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৯।

এরূপ চিন্তা করিয়া সেই পিশাচ আত্মনির্ম্মিত পাশ যেমন ছেদন করিল অমনি প্রাণকে উত্থিত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শরীরকে সুগম করত তাহার মধ্যে মুখে প্রবিষ্ট হইল ॥২০-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে পিশাচের শ্রীবিষ্ণুসাক্ষাৎকারবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঘণ্টাকর্ণেন ভগবতো বিষ্ণোঃ স্তুতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পিশিতাশো জগন্নাথং দদর্শাথ জগদ্গুরুম্।
সমাধৌ চ যথা দৃষ্টঃ ভূমৌ চাপি তথা হরিম্ ॥ ১
অয়ং বিষ্ণুরয়ং বিষ্ণুরিত্যুচে পিশিতাশনঃ।
সমাধৌ চ যথা দৃষ্টঃ সোঽয়মত্রাপি দৃশ্যতে।
ইত্যুক্ত্বা চ পুনর্ক্রান্তে নৃত্যন্নিব হসন্নিব ॥ ২
অয়ং স চক্রী শরশার্ঙ্গধন্বা
গদী রথী সঙ্গজতূণপাণিঃ।

সহস্রমূর্দ্ধা সকলামরেশো
জগৎপ্রসূতির্ভুবনত্রয়স্য নিবাসঃ ॥ ৩
বিষ্ণুর্জিষ্ণুর্জগন্নাথঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিধাতা বিশ্বকর্ত্তা যঃ সোঽয়মেষ সনাতনঃ ॥ ৪
অস্যৈব দেবস্য হরেঃ স্তনান্তরে
বিরাজতে কৌস্তুভরত্নদীপ্তঃ।
যস্য প্রসাদাজ্জগদেতদাদৌ
বিরাজতে চন্দ্রমসেব রাত্রিঃ ॥ ৫

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর পিশাচ জগন্নাথ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল। সে সমাধি-অবস্থায় শ্রীহরির যে রূপ যেরূপে দর্শন করিয়াছিল, সেইরূপেই সে ভূমিতে স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল ॥ ১

তাঁহাকে দর্শন করিয়াই এই মাংসভক্ষী পিশাচ বলিয়া উঠিল—ইনিই বিষ্ণু, ইনিই বিষ্ণু; কারণ, সমাধিতে তিনি আমাকে যে রূপে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই রূপেই এখানেও তাঁহার দর্শন হইতেছে। এই কথা বলিয়াই সে পুনরায় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ও হাস্য করিতে করিতে বলিল ॥ ২

ইনিই সেই চক্রধর, বাণ ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী, গদাধর, রথারূঢ় এবং হস্তে খড়্গ ও তূণধারী, সহস্র মস্তকবিশিষ্ট, সর্ব্বদেবেশ্বর, জগৎস্রষ্টা এবং তিন লোকের নিবাসস্থান শ্রীহরি ॥ ৩

যাঁহাকে বিষ্ণু, জিষ্ণু, জগন্নাথ, পুরাণপুরুষ, পুরুষোত্তম, বিধাতা ও বিশ্বকর্ত্তা বলা হয়, সেই সনাতন পরমাত্মা ইনিই ॥ ৪

এই শ্রীনারায়ণ দেবের বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণিরূপী দীপ উদ্ভাসিত হইতেছে। যাঁহার প্রসাদে এই জগৎ আদিকাল হইতেই চন্দ্রের কিরণে রাত্রির ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে ॥ ৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"হৃদয় হ'ল লীলাক্ষেত্র আর ভ্রূমধ্য ও সহস্রদল হ'ল মিলনক্ষেত্র। হৃদয়ে লীলাচিন্তা ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা সাত্বিকভাব জাগ্রত হয়ে দশাভাব এসে উপস্থিত হয়।"

(২)

"বাইরের কাশীধাম অধিভূত তীর্থ, আর ভিতরের কাশী হল অধ্যাত্মতীর্থ রাম রাম সীতারাম কাশীধামের মহিমা অপার। কাশীতে মৃত্যু হলে মোক্ষলাভ অনিবার্য্য। ৺কাশীধামে প্রবেশ করে পাথরের দ্বারা পা ভেঙ্গে ফেলে সেখানে পড়ে থাকবে। কাশী কাশী নাম উচ্চারণ করলে মানুষ কাশীবাসের ফললাভ করে।"

"একতাড়া কিছু আছে কি? একই তো নানা সাজে খেলা কচ্ছেন আপনার সঙ্গে আপনি। রাম রাম—সীতারাম। কেবল রাম রাম যে করতে পারে, তার কাছে ধরা না দিয়ে থাকতে পারেনা।"

—:০:—

Jaistha. 1383 B. S. : Regd. No. W B/NC-57 Mahabharata—108/109
Aahar 1384 B. S. :
Aryashastra June.—Aug. 1977

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"পূর্ব্বে ত্যাগ করা কামিনী-কাঞ্চন, উত্তম উত্তম ভক্ষ্যদ্রব্য, বসন-ভূষণ, ঘড়ি, টর্চ্চ, চাকু আদি বিলাসদ্রব্য যে ব্যক্তি ভগবানকে পাবার জন্য সব ত্যাগ করে আবার যদি সেই ত্যাগ করা দ্রব্য ভোগ করে তাকে বান্তভোজী – বমি করে ভোজনকারী—বলে।"

"যাঁরা ভগবানকে চান তাঁদের একটা কানা কড়িতে যদি আসক্তি থাকে তবে ভগবানকে পাবেন না সর্ব্বত্যাগ না করলে কেউ তাঁকে পেতে পারে না, পারেনা—পারেনা। ঘড়ি, চাকু, টর্চ্চ বজায় রেখে এ পর্যন্ত কেউ তাঁকে পায়নি চাই সর্ব্বত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ।"

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত